



# ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবনায় এমসিসিআই'র প্রস্তাবনাসমূহ



২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবনায় এমসিসিআই'র  
'আয়কর' বিষয়ক প্রস্তাবনাসমূহ

**২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবনায় এমসিসিআই’র  
‘আয়কর’ বিষয়ক প্রস্তাবনাসমূহ**

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান		প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.		৭.	৮.	৯.
১.	এমসিসিআই	কোম্পানীর আয়কর হার	অর্থ আইন, ২০২৩ এর তফশিল ২ এর অনুচ্ছেদ “খ”	<p>১) নিম্নে উল্লেখিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষ, Publicly traded company কোম্পানির ডিভিডেন্ড আয় ব্যতিরেকে সর্ব প্রকার আয়ের উপর ২০% হারে আয়কর হইবে অন্যথায় শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে উপরি-উক্ত করহার উক্ত আয়ের ২২.৫% হইবে।</p> <p>(অ) প্রত্যেকটি Publicly traded company কোম্পানির যাহাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে উক্ত কর হার ২০%;</p> <p>(আ) অন্যথায় ২২.৫%</p> <p>২) নিম্নে উল্লেখিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষ, Publicly traded company নহে, এবং IT Ordinance, ১৯৮৪ এর section ২ এর clause (২০) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির ডিভিডেন্ড আয় ব্যতিরেকে সর্ব প্রকার আয়ের উপর ২৭.৫% হারে আয়কর হইবে অন্যথায় শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে উপরি-উক্ত করহার উক্ত আয়ের ৩০% হইবে।</p>	কোম্পানির বর্ণনা	প্রযোজ্য কর হার	<p>বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক পরিকাঠামো সম্পূর্ণরূপে ব্যাংকিং নির্ভর নয় বিধায় এই শর্ত পালন করা বড় এবং মাঝারি কোম্পানির ক্ষেত্রে খুবই কঠিন।</p> <p>কোম্পানির ব্যবসায়ের আকার যদি বড় হয় তবে সেই ক্ষেত্রে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি, ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের ব্যতিরেকে লেনদেনের সীমানা নির্ধারন করে দেয়া যুক্তি সঙ্গত বা বাস্তব সম্মত নয়। লেনদেনের সীমানা নির্ধারন ধরে করহার নির্ধারন করা ব্যবসা বান্ধব ও যুক্তি সঙ্গত নহে। মূল করহার বর্ধিত করা আইনের চেতনা পরিপন্থি হয়।</p> <p>স্টক মার্কেটে কম শেয়ার রয়েছে এমন Publicly traded company কোম্পানিগুলিকে RPO এর মাধ্যমে আরও বেশি শেয়ার ইস্যু করতে উৎসাহিত করবে</p>	স্টক মার্কেটে অল্পসংখ্যক কোম্পানি বিদ্যমান রয়েছে যার ১০% বা ১০% এর কম শেয়ার IPO এর মাধ্যমে সাবস্কাইব করা হয়েছিল তাই রাজস্বের উপর	
					১) Publicly traded company কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধন ১০% এর অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে।	২০%			
					২) Publicly traded company কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধন ১০% এর কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে।	২২.৫০%			
					বর্তমানে Publicly traded company কোম্পানির যাহাদের				

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান		প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.		৭.	৮.	৯.
				<p>৩) নিম্নে উল্লেখিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষ, এক ব্যক্তি কোম্পানীর আয়ের উপর ২২.৫% হারে আয়কর হইবে অন্যথায় শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে উপরি-উক্ত করহার উক্ত আয়ের ২৫% হইবে।,</p> <p>৪) নিম্নে উল্লেখিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষ, কোম্পানি নহে, ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তি-সংঘ, এবং অন্যান্য করারোপ যোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে আয়ের উপর ২৭.৫% হারে আয়কর হইবে অন্যথায় শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে উপরি-উক্ত করহার উক্ত আয়ের ৩০% হইবে।</p> <p>শর্ত, সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেন পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার অধিক সকল প্রকার ব্যায় ও</p>	<p>পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা এর কম শেয়ার IPO or RPO (Initial Public Offering or Repeat Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে উক্ত আয়ের কর হার ২২.৫০%</p> <p>এমতাবস্থায় সকল Publicly traded company কোম্পানিকে উৎসাহিত করার জন্য সম কর হার প্রস্তাব করা হচ্ছে</p>			কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে না	
					৩) Publicly traded company কোম্পানি নয় এরূপ কোম্পানি	২৭.৫০%			
					৪) এক ব্যক্তি কোম্পানি	২২.৫০%			
					৫) কোম্পানি নহে, ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তি-সংঘ, এবং অন্যান্য করারোপ যোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে	২৭.৫০%			
					শর্তাবলি প্রয়োগের মাধ্যমে করহার নির্ধারণের বিধান না রাখা ।				
					শর্ত, সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক				

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
				বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।	<del>লেনদেন পীচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার অধিক সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।</del>			
২.	এমসিসিআই	সরবরাহ পর্যায়ে উৎসে আয়করের উচ্চহার যৌক্তিক পর্যায়ে কমানো।	আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৮৯ ও বিধি ৩(১)।	উল্লিখিত ধারা অনুসারে সরবরাহ পর্যায়ে ৩% - ৭% উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়।	সরবরাহ পর্যায়ে উৎসে আয়কর কর্তন এর হার যৌক্তিকভাবে কমিয়ে সর্বোচ্চ ১% - ৫% করার প্রস্তাব করছি।	সরবরাহের সময় ৭% হারে কর্তিত আয়কর সমন্বয় করতে হলে পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীকে ৩১.১১% হারে নীট মুনাফা করতে হবে এবং অন্যদিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীকে ২৩.৩৩% হারে নীট মুনাফা করতে হবে যা খুবই কষ্ট সাধ্য।  কোভিড পরবর্তী অবস্থা, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধাবস্থার প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের মূল্য ও জাহাজিকরণ খরচ বৃদ্ধি এবং দেশীয় বাজারে জ্বালানী তেলের দাম বাড়ায় পন্য পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির চাপ সামলাতে ব্যবসায়ীরা যখন হিমশিম খাচ্ছে, তখন উচ্চহারে উৎসে আয়কর ব্যবসায়ীদের টিকে থাকা কঠিন করে দিয়েছে। অতিরিক্ত করের বোঝা বহন করতে ব্যবসায়ীদের অধিক হারে ঋণ করতে হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, মূলধন ঘাটতিসহ ব্যবসায়ের মেরুদন্ড ভেঙে যাচ্ছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতির মুখে পড়লে সরকারের রাজস্বও কমে যাবে যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করবে। গু  তাই, দেশের অর্থনীতি ও জনমানুষের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গুলোকে বাচিয়ে রাখতে সরবরাহ পর্যায়ে উৎসে		

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য																								
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.																								
						আয়কর যৌক্তিকভাবে কমানোর প্রস্তাব করছি।																										
৩.	এমসিসিআই	কৃষিজাত নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রী থেকে উৎসে কর প্রত্যাহার করা।	আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৮৯ ও বিধি ৩(১) খ,সারণী ২, ক্রমিক নং ৯	নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রী যেমন- চাল, গম, আলু, পিঁয়াজ, রসুন, ছোলা, বুট, ডাল, হলুদ, মরিচ, ভুট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্য তেল, চিনি, সকল প্রকার ফল ইত্যাদির সরবরাহ পর্যায়ে উৎসে ২% হারে কর কর্তনের বিধান রয়েছে।	সকল প্রকার কৃষিজাত নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যকে উৎসে কর কর্তনের আওতা বর্হিভূত রাখার প্রস্তাব করছি।	বিভিন্ন কৃষিজাত পন্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ২% হারে কর কর্তনের বিধান রয়েছে। কৃষিজাত পন্য মূলত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও প্রামিত্তিক চাষীদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়, ফলে তাদের কাছ থেকে উৎসে কর কর্তন করা প্রক্রিয়াগতভাবে একটি অসম্ভব কাজ। উপরন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় এসব পণ্যে করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হলে দেশের সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।  তাই প্রক্রিয়াগত জটিলতা ও সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সকল প্রকার কৃষিজাত নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পন্যকে উৎসে কর কর্তনের আওতা বর্হিভূত রাখার প্রস্তাব করছি।	নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের উপর উৎসে কর প্রত্যাহার করলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হবে যা দীর্ঘমেয়াদে সরকারের রাজস্ব আয়ের আওতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।																									
৪.	এমসিসিআই	আমদানীকারক থেকে কর আদায়।	ধারা - ১২০ বিধি ৭, ১(ক)	সাধারণ কর হার ৫%।	সাধারণ কর হার কমিয়ে ৩% করা হোক।	৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ৩% ছিল।																										
৫.	এমসিসিআই	অনাবাসীদের আয় থেকে উৎসে কর্তন	ধারা ১১৯, আয়কর আইন ২০২৩, বিধি-৫	ধারা ১১৯, বিধি ৫(১) অনাবাসী আয় এর উপর উৎসে কর কর্তন হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২০% - যেমন <table><tr><th>নং</th><th>বিবরণ</th><th>হার</th></tr><tr><td>১</td><td>পরামর্শ বা কন্সালটেন্সি সেবা</td><td>২০%</td></tr><tr><td>২</td><td>পেশাগত সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা প্রযুক্তিগত সহয়তা</td><td>২০%</td></tr><tr><td>৩</td><td>স্থাপত্য, অভ্যন্তরীণ নকশা, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রক্রিয়া নকশা</td><td>২০%</td></tr><tr><td>৪</td><td>ব্যবস্থাপনা সেবা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সহ</td><td>২০%</td></tr><tr><td>৫</td><td>বিজ্ঞাপন সম্প্রচার</td><td>২০%</td></tr></table>	নং	বিবরণ	হার	১	পরামর্শ বা কন্সালটেন্সি সেবা	২০%	২	পেশাগত সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা প্রযুক্তিগত সহয়তা	২০%	৩	স্থাপত্য, অভ্যন্তরীণ নকশা, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রক্রিয়া নকশা	২০%	৪	ব্যবস্থাপনা সেবা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সহ	২০%	৫	বিজ্ঞাপন সম্প্রচার	২০%	উল্লেখিত সেবা সমূহের ক্ষেত্রে অনাবাসী আয়ের উপর উৎসে কর কর্তন সর্বোচ্চ ১০% নির্ধারণ করা। <table><tr><th>নং</th><th>বিবরণ</th><th>হার</th></tr><tr><td>২৯</td><td>বাংলাদেশের আইন দ্বারা নিবন্ধিত বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন কর্তৃক বিদেশী ব্যবসায়ী সংগঠন সমূহের সদস্য ফি হিসেবে বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ</td><td>২% [মোট (গ্রস) বিলের উপর]</td></tr></table>	নং	বিবরণ	হার	২৯	বাংলাদেশের আইন দ্বারা নিবন্ধিত বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন কর্তৃক বিদেশী ব্যবসায়ী সংগঠন সমূহের সদস্য ফি হিসেবে বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ	২% [মোট (গ্রস) বিলের উপর]	বর্তমানে অনাবাসিকদের আয়ের থেকে উৎসে কর কর্তনের হার অত্যধিক যা অনাবাসী দেশগুলোর প্রান্তিক করের হারের তুলনায় বেশি (উদাহরণ স্বরূপ এশিয়ান দেশগুলির গড় করের হার - ২১% এবং বিশ্বের গড় কর হার - ২৪%। [সূত্র ওইসিডি ২০২০]  উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বর্তমানে উৎসে কর কর্তন হার ২০% যার অর্থ, এ ক্ষেত্রে অনিবাসী কোম্পানির মুনাফা অত্যধিক বেশি অনুমান করা হয় ৮০%,	বর্তমানে উৎস কর কর্তনের হার অত্যধিক হওয়ায় ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন কম হচ্ছে। ফলে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। করের হার যৌক্তিক করা হলে এ খাতে সরকারের রাজস্ব আয় অনেক বৃদ্ধি	
নং	বিবরণ	হার																														
১	পরামর্শ বা কন্সালটেন্সি সেবা	২০%																														
২	পেশাগত সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা প্রযুক্তিগত সহয়তা	২০%																														
৩	স্থাপত্য, অভ্যন্তরীণ নকশা, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রক্রিয়া নকশা	২০%																														
৪	ব্যবস্থাপনা সেবা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সহ	২০%																														
৫	বিজ্ঞাপন সম্প্রচার	২০%																														
নং	বিবরণ	হার																														
২৯	বাংলাদেশের আইন দ্বারা নিবন্ধিত বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন কর্তৃক বিদেশী ব্যবসায়ী সংগঠন সমূহের সদস্য ফি হিসেবে বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ	২% [মোট (গ্রস) বিলের উপর]																														



নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান			প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.			৬.	৭.	৮.	৯.
				৬	বিজ্ঞাপন তৈরি বা ডিজিটাল মার্কেটিং	১৫%		<p>যা অত্যন্ত অবাস্তব।</p> <p>তদানুসারে, বর্তমানে অনাবাসিক সংস্থা তাদের পরিষেবা ফি বৃদ্ধি করেছে যা বাংলাদেশের ব্যবসায়ের ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।</p> <p>বিশ্বব্যাপী নিম্ন কর্পোরেট কর হার এবং অনিবাসী কোম্পানীর গড় মুনাফার প্রবণতা বিবেচনা করে উৎসে কর কর্তনের হার সর্বোচ্চ ১০% করা যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত।</p>	পাবে।	
৬.	এমসিসিআই	প্যারা-৭ অনুসারে PSR সংগ্রহ করা বা PSR/TIN এর সঠিকতা যাচাই করণে ব্যর্থতায় ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্যের বিধান প্রসঙ্গে।	আয়কর আইন ২০২৩, ধারা ২৬৪ প্যারা ৭	PSR সংগ্রহ করা বা এর সঠিকতা যাচাই করণে ব্যর্থতায় ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্যের বিধান।			জরিমানা ধার্যের বিধান বিলোপ কিংবা যুক্তিসঙ্গত বা হ্রাস করার প্রস্তাব।	<p>পণ্য বা সেবা প্রদানকারীর ব্যর্থতার জন্য মূল্য পরিশোধকারীকে শাস্তি প্রদান করা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া এরূপ বিধানের ফলে ব্যবসায়িক কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যহত হবে।</p> <p>তাছাড়া PSR দাখিলে ব্যর্থতার জন্য ৫০% অধিক উৎসে কর কর্তনের প্রবর্তন করা হয়েছে, তাই উৎসে কর কর্তনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অর্থদন্ড বিধান যৌক্তিক নহে। তাই এ বিধান বাতিল করা হোক।</p>		
৭.	এমসিসিআই	করনির্ধারণী শুনানীতে হাজিরা প্রদানের সমর্থনে Attendance Sheet সরবরাহ প্রসঙ্গে।	কোন ধারা নেই	বিধান নেই			করদাতা/প্রতিনিধি শুনানীতে হাজির হয়ে শুনানী প্রদান করলে হাজিরা শীট প্রদানের জন্য বিধান প্রণয়ন।	করদাতা/প্রতিনিধি শুনানী প্রদান করলেও করাদেশে তা রেকর্ড না করে একতরফা ভাবে মামলা নিষ্পত্তি করার প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়। করাদেশ প্রণয়নে সার্বিক শৃঙ্খলা আনয়নের স্বার্থে করদাতাকে শুনানী প্রদানের সমর্থনে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন।	রাজস্ব আদায়ে ভূমিকা রাখবে।	
৮.	এমসিসিআই	Advance Ruling প্রসঙ্গে।	কোন ধারা নেই	বিধান নেই			করদাতাদের জন্য তাদের সম্ভাব্য লেনদেনের উপর সঠিক করার প্রভাব কিরূপ হবে এই বিষয়ে Advance Ruling এর বিধান প্রবর্তনের প্রস্তাব।	এই প্রস্তাব গৃহীত হলে ব্যবসায়ের অনিশ্চয়তা কমবে এবং Ease of Doing Business এর সূচক বৃদ্ধিতে	Dispute হ্রাস পাবে ফলে রাজস্ব আদায়	

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
						সহায়তা করবে।	সহজ হবে।	
৯.	এমসিসিআই	অর্থ আইনের Retrospective ও Prospective প্রয়োগ প্রসঙ্গে।	কোন ধারা নেই	অর্থ আইন অনুযায়ী আইনের কোন পরিবর্তন নিম্নরূপ পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়ঃ- ০১। করপোরেট কর হার ১লা জুলাই হতে কার্যকর হয়, তবে পূর্ববর্তী বৎসরের আয়ের উপর প্রয়োগ করা হয়। (Retrospective). ০২। উৎস কর কর্তনের হার ১লা জুলাই থেকে কার্যকর হয় (Prospective).	অর্থ আইনের মাধ্যমে আয়কর আইনে আনীত যে কোন পরিবর্তন পরবর্তী অর্থ বৎসরের ১লা জুলাই হতে Prospectively কার্যকর করার প্রস্তাব।	আর্থিক বিবরণী চূড়ান্ত হওয়ার পরে এজিএম ও শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনক্রমে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। ফলে Retrospective আইনের প্রয়োগ আর্থিক পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।		
১০.	এমসিসিআই	দ্বৈত কর পরিহার চুক্তির আওতায় ট্যাক্স রেসিডেন্স সার্টিফিকেট (টিআরসি)	কোন ধারা / বিধান নেই	দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি অনুসারে ট্যাক্স রেসিডেন্স সার্টিফিকেট ইস্যুর বিধান রয়েছে। আবাসিক স্ট্যাটাস প্রমাণের জন্য, অন্যান্য দেশের কর কর্তৃপক্ষ করদাতাকে ট্যাক্স রেসিডেন্স সার্টিফিকেট (“টিআরসি”) জারি করে, তবে আমাদের আয়কর অধ্যাদেশ “টিআরসি”- ইস্যুর সুনির্দিষ্ট কোনও ফর্ম নেই।	আমরা তাই আয়কর বিধিতে “টিআরসি”-র একটি সুনির্দিষ্ট ফর্ম প্রবর্তনের সুপারিশ করি, যাতে কর কর্তৃপক্ষ আবাসিক করদাতাকে দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি অনুসারে ট্যাক্স রেসিডেন্স সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারে।	আয়কর বিধিমালায় ট্যাক্স রেসিডেন্স সার্টিফিকেটের একটি সুনির্দিষ্ট ফর্ম অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন, যার জন্য বাংলাদেশী আবাসিক করদাতা দ্বৈত কর পরিহার চুক্তির অধীনে দ্বিগুণ কর এড়ানোর জন্য অন্যান্য অনাবাসী দেশগুলিতে এই জাতীয় প্রশংসাপত্র সরবরাহ করতে পারে।		
১১.	এমসিসিআই	৫৫ ধারায় অগ্রাহ্যকৃত ব্যয়কে পৃথকভাবে “ব্যবসা খাতে” আয় হিসাবে গণ্য করণ বাতিল প্রসঙ্গে।	আয়কর আইন ২০২৩, ধারা ৫৬	ব্যবসায় ক্ষতি নিরূপিত হলেও ৫৬ ধারায় অনুমোদিত অর্থ পৃথকভাবে আয় হিসাবে গণ্য হবে এবং সাধারণ কর হারে কর ধার্য হবে।	আয়কর আইন ২০২৩, ৫৬ ধারা বিলোপ করার প্রস্তাব।	৫৫ ধারায় অগ্রাহ্যকৃত অংশ বিবেচনায় নিয়ে কোম্পানীর লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা যৌক্তিক। কিন্তু কোম্পানীর ক্ষতি নিরূপিত হলেও ৫৬ ধারায় অগ্রাহ্যকৃত অংশের উপর ৩০% হারে কর ধার্যের বিধান অযৌক্তিক। তাছাড়া কোম্পানীর জন্য হাসকৃত কর হার প্রযোজ্য হলেও ৫৫ ধারায় অগ্রাহ্যকৃত অংশের উপর ৩০% হারে করারোপ করার বিধান রয়েছে যা যৌক্তিক নয়।	ব্যবসার আয় ন্যায্যভিত্তিক ভাবে নির্ধারণ করা হলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।	
১২.	এমসিসিআই	রয়্যালটি, টেকনিকাল সার্ভিস ফি টেকনিকাল নো-হাউ ফি অথবা টেকনিকাল এসিসট্যান্স ফি ইত্যাদি বাবদ ব্যয়সীমা।	আয়কর আইন ২০২৩, ধারা ৫৫ (ঙ)	নীট মুনাফায় ১০% সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য ব্যয়সীমা।	টার্নওভারের উপর ৬% পর্যন্ত অনুমোদনের বিধান প্রবর্তন।	এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (BIDA) ইতোমধ্যে তাদের আইনে টার্নওভারের ৬% হারে এ ধরনের খরচ অনুমোদনের বিধান করেছে যার ফলে আয়কর আইন এবং BIDA আইনের মধ্যে একটি পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। তবে আয়কর আইনের সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা	যেহেতু বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে সেহেতু রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা থাকবে।	



নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
						করলে তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক অবস্থার অবসান করা সহজ নয়। সুস্পষ্টভাবে একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, নতুন অবস্থায় অনেক কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয় না, যদিও এক্ষেত্রে একটি বড় খরচ অনুরূপ খরচ হিসেবে তাদের পরিশোধ করতে হয়। এক্ষেত্রে বর্তমান বিদ্যমান আইন অনুযায়ী লোকসানি ব্যবসার ক্ষেত্রে এই খরচ অনুমোদনের কোনো বিধান নেই, যেহেতু কোম্পানীটি নিট মুনাফা অর্জন করতে পারছে না। বাস্তবতা বিবেচনায় লোকসানি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যদি তা টার্নওভারের উপর অনুমোদন করা হয়, business loss হিসেবে তা carry forward হয়ে পরবর্তীতে কোম্পানীর আয় ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা একটি যৌক্তিক এবং আইনানুগ অবস্থার সৃষ্টি করবে।		
১৩.	এমসিসিআই	Promotional খরচের অনুমোদন যোগ্য সীমা সংশোধন প্রসঙ্গে।	আয়কর আইন ২০২৩, ধারা ৫৫ (ঞ)	Promotional ব্যয়ের সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা প্রদর্শিত টার্নওভারের ০.৫০% পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।	অনুমোদনযোগ্য সীমা টার্নওভারে ০.৫০% থেকে ৫% এ উন্নীত করার প্রস্তাব।	Promotional খরচের সীমা নির্ধারণ ব্যবসার জন্য একটি বড় প্রতিবন্ধক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। কেননা নতুন ব্যবসাও বিশেষায়িত ব্যবসার জন্য এই খরচের পরিমাণ অধিক হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ ব্যবসার প্রসারে বাধা হিসাবে গণ্য হচ্ছে। তদুপরি, বর্তমান বাস্তবতায় এই খরচের সীমা বৃদ্ধি যুক্তি সঙ্গত ও ব্যবসা বান্ধব।	এই ধরনের সীমা প্রত্যাহার করা হলে ব্যবসার প্রসার ঘটবে এবং রাজস্বও বৃদ্ধি পাবে।	
১৪.	এমসিসিআই	ন্যূনতম কর	ধারা ১৬৩	অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎসে কর্তৃত করকে ন্যূনতম কর হিসাবে বিবেচনা করার বিধান এবং টার্নওভারের উপরে ন্যূনতম কর আরোপ বিদ্যমান।	১৬৩ (২)(খ) ধারা বিলোপ করার প্রস্তাব।	উৎসে কর্তৃত করকে ন্যূনতম কর হিসাবে বিবেচনা করার ফলে কোম্পানী সমূহের Effective Tax Rate প্রায় ৫০% দ্বারায় যদিও বর্তমানে কর্পোরেট কর হার ৩০%। ফলে করহার হ্রাসের সুযোগ	ব্যবসার আয় ন্যায্যভিত্তিক ভাবে নির্ধারণ করা হলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।	

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
						<p>প্রকৃতপক্ষে পাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা, ন্যূনতম করে বিধানের জন্য। আয়ের প্রায় ৫০% কর প্রদান করে পুনরায় বিনিয়োগ করার সুযোগ যেমন থাকেনা, তেমনি ব্যবসা পরিচালনা করাও সম্ভব হয়না। তাছাড়া ব্যবসায় লাভ না হলেও উৎসে কর্তিত কর ফেরতযোগ্য বা ভবিষ্যতের করদায়ের বিপরীতে সমন্বয় করার কোন সুযোগ নেই।</p> <p>এছাড়াও লাভ লোকসান নির্বিশেষে বিক্রয়ের উপর ন্যূনতম কর আরোপ বিদ্যমান, যা আয়কর নীতি বহির্ভূত। কেননা ইহা আয় নয়।</p> <p>এমতাবস্থায় উৎসে কর্তিত কর কে আগাম কর হিসেবে বিবেচনা করে উৎসে কর্তিত করের হার সমূহ যুক্তিযুক্ত ভাবে নির্ধারণ করা সময় উপযোগী।</p>		
১৫.	এমসিসিআই	করমুক্ত ব্যক্তির উপর উৎসে কর কর্তনের বিধান বাতিল করা	ষষ্ঠ তফসিল	বর্তমানে আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসিলে উল্লেখিত আয়ের উপর কর অব্যাহতি এর বিধান থাকলেও উৎসে কর কর্তনের সব বিধানে কর অব্যাহতির সার্টিফিকেটের বিধান না থাকার কারনে করমুক্ত ব্যক্তির উপর উৎসে কর কর্তনের বিধানটি বলবত থেকে যায় যা মাঠ পর্যায়ে জটিলতা সৃষ্টি করে।	আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসিলে উল্লেখিত আয়ের উপর কর অব্যাহতি এর বিধান থাকলে পুনরায় উৎসে কর কর্তনের বিধানে কর অব্যাহতির সার্টিফিকেটের বিধানটি বাতিল করা।	আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসিলের উল্লেখিত আয়ের উপর ইতিমধ্যে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত হওয়ায় পুনরায় উৎসে কর কর্তনের বিধানে কর অব্যাহতির সার্টিফিকেটের বিধানটি সম্পূর্ণরূপে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।		
১৬.	এমসিসিআই	ট্রাইবুনাতে আপীল দায়েরের জন্য কর পরিশোধের শর্ত শিথিল প্রসঙ্গে।	ধারা ২৯১	বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ট্রাইবুনাতে আপীল দায়েরের জন্য বিতর্কিত করের ১০% পরিশোধ করতে হয়।	ট্রাইবুনাতে আপীলের পূর্বশর্ত হিসাবে কর পরিশোধের বিধানটি সংশোধন করে ১০% এর স্থানে ৫% করার প্রস্তাব।	এমসিসিআই মনে করে বিচার লাভের ক্ষেত্রে পূর্ব শর্ত আরোপ করা ন্যায্যসংগত নয়। তথাপি রাজস্বের স্বার্থে কর পরিশোধের হার হ্রাসের প্রস্তাব করা গেল।	করদাতা ন্যায্য বিচার পেলে ফলস্বরূপ রাজস্ব আদায়ও বৃদ্ধি পাবে।	
১৭.	এমসিসিআই	হাইকোর্টে আপীলের পূর্বশর্ত হিসাবে কর পরিশোধ।	ধারা ২৯৩	বিদ্যমান আইন অনুযায়ী আপীলের পূর্বে বিতর্কিত করের ১৫%/২৫% পরিশোধ করতে হয়।	হাইকোর্টে আপীলের পূর্বশর্ত হিসাবে কর পরিশোধের বিধানটি সংশোধন করে ১০% করার প্রস্তাব।	এমসিসিআই মনে করে বিচার লাভের ক্ষেত্রে পূর্ব শর্ত আরোপ করা ন্যায্যসংগত নয়। তথাপি রাজস্বের স্বার্থে কর পরিশোধের হার হ্রাসের প্রস্তাব করা গেল।	করদাতা ন্যায্য বিচার পেলে ফলস্বরূপ রাজস্ব আদায়ও বৃদ্ধি পাবে।	
১৮.	এমসিসিআই	হাইকোর্ট বিভাগে	ধারা ২৯৪ (৪)	২৯৪ ধারার অধীনে হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স	আয়কর আধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১৬১ ধারার এই উপ	২৯৪ ধারার এই উপ ধারা ৪ বাতিল করার		

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
		রেফারেন্স আপিলের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ না থাকলে প্রদেয় কর আদায়ের বিধান		আপিলের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ না থাকলে প্রদেয় কর আদায়ের বিধান রয়েছে।	ধারা ৪ বাতিল করার প্রস্তাব।	প্রস্তাব। যেহেতু উচ্চ আদালত বিভাগে রেফারেন্স আবেদনের পূর্বে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অগ্রিম জমা দেওয়া হয়  হাইকোর্ট বিভাগে কোনও রেফারেন্স আবেদন করার সময়, বর্তমানে বিতর্কিত করের সর্বোচ্চ ২৫% এর সমপরিমাণ ২৯৩ এর অধীনে জমা দিতে হয়। সুতরাং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক স্থগিত না হলে বিতর্কিত ট্যাক্স আদায়ের বিধানটি অযৌক্তিক।		
১৯.	এমসিসিআই	গ্রাচুইটি	ষষ্ঠ তফসিলের অনুচ্ছেদ ৬	গ্রাচুইটি হিসেবে করদাতা কর্তৃক সরকার অথবা কোন অনুমোদিত গ্রাচুইটি তহবিল হইতে গৃহত ২ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়।	১। “২ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ” টাকার পরিবর্তে “৪ কোটি” টাকা করতে হবে। এবং ২। “অনুমোদিত” শব্দটি বিলোপ করার প্রস্তাব	গ্রাচুইটি সুবিধা একজন অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেয়। কাজেই কোন ধরনের অবসরকালীন সুবিধার উপর কর ছাড়ের ক্ষেত্রে কোন শর্ত আরোপ করা উচিত নয়।		
২০.	এমসিসিআই	“ভাড়া হইতে আয়”	ধারা-৩৭	ভাড়া হইতে আয় নিরসনপন পর্যায়ে গৃহসম্পত্তির শূন্যতা ভাতা খরচ হিসাবে অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারকে ভাড়া না থাকা সম্পর্কিত তথ্য প্রতিমাসের ৩০ তারিখের মধ্যে অবহিত করার বিধান রয়েছে।	শূন্যতা ভাতা প্রাপ্তির জন্য উপ কর কমিশনারকে অবহিত করার বিধানের অংশটি বিলোপ করার প্রস্তাব।	বাংলাদেশের একটি বিশাল অংশের করদাতাদের পক্ষে আইনের এই শর্তটি পরিপালন করা অত্যন্ত দুরূহ। কেননা অনেক ক্ষুদ্র গৃহসম্পত্তির মালিকের পক্ষে আইনের সব বিধান আয়বর্ষে জানা থাকা সম্ভব নয় এবং একাধিক মাসে গৃহসম্পত্তিটি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ভাড়া দেয়া না থাকলে প্রতি মাসেই ডিসিটিকে লিখিতভাবে অবহিত রাখা বাস্তব সম্মত নয়। ডিসিটি প্রয়োজনে কর নির্ধারণ পর্যায়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সত্যতা যাচাই করতে পারেন।		
২১.	এমসিসিআই	কর অব্যাহতি	ধারা ৭৬(৫)	কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের উপর কর অব্যাহতি প্রাপ্তির জন্য কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে যার কোন একটি পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য সম্পূর্ণ কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় করযোগ্য আয় হিসাবে পরিগণিত হবার বিধান রয়েছে।	শুধুমাত্র কর দিবসের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিল না করার ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি বাতিল করার প্রস্তাব।	আয়কর আইন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা না থাকার কারণে কোন একটি শর্ত পরিপালনে ত্রুটি থাকতে পারে। ছোট একটি ত্রুটির কারণ সম্পূর্ণ অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়কে করযোগ্য আয় হিসাবে গণ্য করা		

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
						অযৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন উৎসে কর কর্তনের বিধান ব্যত্যয়ের জন্য সম্পূর্ণ খরচ দাবী অগ্রাহ্যপূর্বক নিয়মিত হারে কর আরোপের বিধান বলবৎ রয়েছে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়কে করযোগ্য হিসেবে গণ্য করা যৌক্তিক নয়।		
২২.	এমসিসিআই	কর পরিশোধ এড়াইয়া যাওয়া	ধারা -২১২	অপ্রদর্শিত পরিসম্পদের ক্ষেত্রে আয়কর নথির মামলা পুনঃউন্মোচনের ক্ষেত্রে পরিসম্পদসমূহ ৬ বৎসরের সীমা বর্হিভূত করার বিধান রয়েছে।	অপ্রদর্শিত পরিসম্পদের ক্ষেত্রে পুনঃউন্মোচনের সময়সীমা পূর্বের ন্যায় ৬ বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব।	পুনঃউন্মোচনের নির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকলে রেকর্ড অনির্দিষ্টকাল সংরক্ষণ করা দুরূহ হবে। এটা বাস্তবসম্মত নয়। বিষয়টিতে করদাতার হয়রানী বৃদ্ধি পাবে। <b>Books of Accounts</b> সংক্রান্ত দলিলাদি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মজুত থাকার বিধান থাকা যুক্তিযুক্ত। অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত হিসাব সংক্রান্ত দলিলাদি সংরক্ষণ করা সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই ব্যয় বহুল। এটাতে ব্যক্তিগত হয়রানীর স্বীকার হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।		
২৩.	এমসিসিআই	কর পরিহার সংক্রান্ত সাধারণ বিধানাবলী	ধারা ২৩০-২৩২	নূতন আয়কর আইনে কর পরিহার রোধ সংক্রান্ত একটি অধ্যায় সংযোজনের মাধ্যমে আইনগতভাবে কর অব্যাহতি সুবিধা গ্রহণকেও অগ্রাহ্য করার বিধান করা হয়েছে।	পাশ্চবর্তী দেশ ভারতে এরূপ আইন প্রয়োগের জন্য বিস্তারিতভাবে বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশেও এই আইন প্রয়োগের সীমা নির্ধারণ করে বিধি প্রণয়নের প্রস্তাব করা হচ্ছে।	আইনটি প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায়, আইনের অপপ্রয়োগ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ডিসিটি শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে কোন প্রতিষ্ঠানের কর সুবিধা বাতিল করতে পারবে - যা ন্যায়সঙ্গত নয়। তাই এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী।		
২৪.	এমসিসিআই	অনুমোদিত ভবিষ্যত তহবিল অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল এবং অনুমোদিত শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলের আয়কে	ষষ্ঠ তফসিল অংশ- ১,	অনুমোদিত ভবিষ্যত তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল এবং অনুমোদিত শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলের আয়কে করমুক্ত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	এইসব ফান্ডের আয়কে পূর্বের ন্যায় করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করা হলো।	বেসরকারী খাতে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য এইরূপ তহবিল গঠনকে উৎসাহিত করার জন্য পুরনো কর আইনে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। কর অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার করায় বর্তমানে কর্মচারীগণ এইরূপ ফান্ড হতে কম সুবিধা প্রাপ্ত হবেন। কর্মচারীদের সুবিধার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এইসব		

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
		করমুক্ত করার প্রস্তাব				ফান্ডের কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা জরুরী।		
২৫.	এমসিসিআই	পারকুইজিটের সংজ্ঞা	ধারা - ৩২ (২) (গ),	বিদ্যমান বিধান অনুসারে নিয়োগকর্তা প্রদত্ত ইনসেনটিভ বোনাসকে পারকুইজিটের সংজ্ঞাই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাহা পূর্বের আয়কর আইনে পারকুইজিটের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত ছিলোনা।	<p>আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ অনুযায়ী পারকুইজিটের সংজ্ঞা থেকে ইনসেনটিভ বোনাসকে বাদ দিয়ে পারকুইজিটের সংজ্ঞা প্রণয়ন করা; এবং</p> <p>ইনসেনটিভ বোনাস প্রকাশিত নিট মুনাফার ১০% এর নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করার বিধান আলাদাভাবে প্রবর্তন করা যাহা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ৩০(এ৩)ধারাতে পৃথক ভাবে উল্লেখ ছিল।</p>	<p>নিয়োগকর্তা এর বিক্রয় অথবা কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য ইনসেনটিভ বোনাসের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করে থাকে যা বেতন হিসাবে বিবেচনাযোগ্য। এই কারণে ইনসেনটিভ বোনাস পারকুইজিট নয়।</p> <p>কার্যকরী করহার কমিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন বছর পারকুইজিটের কর বহির্ভূত সীমা চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার থেকে বাড়িয়ে দশ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু পারকুইজিটের সংজ্ঞায় ইনসেনটিভ বোনাস অন্তর্ভুক্ত করার কারণে কার্যকরী পারকুইজিটের করমুক্ত সীমা আনুপাতিক ৪ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকায় নেমে এসেছে।</p> <p>ইনসেনটিভ বোনাস ব্যবসার উদ্দেশ্যে পরিচালিত বৈধ খরচ এবং এই খরচ সম্পূর্ণ অনুমোদনযোগ্য হওয়া উচিত। এ ধরনের কর আরোপের ফলে নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারী উভয়কে একই খরচের উপর দুইবার (কর্মচারীর উপর ২৫% + নিয়োগকর্তা সংস্থার উপর ৩০% থেকে ৪৫%) কর দিতে বাধ্য করা হয় যার ফলে ব্যবসায় কার্যকর করহার বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের দ্বৈত কর আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশের অন্তরায় হিসাবে বিবেচিত হয়। পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়।</p>		

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
২৬.	এমসিসিআই	উৎসে অতিরিক্ত কর্তিত বা সংগ্রহীত কর ন্যূনতম করের ভিত্তি হওয়া প্রসঙ্গে	ধারা- ১৬৪	যেইক্ষেত্রে সঠিক পরিমাণের অধিক কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৬৩ এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাব করিবার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ অধিক কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচনা করা যাইবে না।	সঠিক পরিমাণের অধিক কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৬৩ এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাব করিবার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ অধিক কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত।	এই বিদ্যমান ধারা		
২৭.	এমসিসিআই	আয়কর বিভাগ কর্তৃক মোট লাভ, বিক্রয় ইত্যাদি অনুমান করার প্রবনতা	বিদ্যমান রীতি	বিদ্যমান রীতি অনুসারে আয়কর বিভাগ কর্তৃক মোট লাভ, বিক্রয় ইত্যাদি অনুমান করার প্রবনতা দেখা যায়। নিরীক্ষিত হিসাব পত্র দাখিল করার পরেও আয়কর বিভাগ তাদের মত করে মোট লাভ, বিক্রয় ইত্যাদি অনুমান করে তার উপর আয়কর নির্ধারণ করে থাকে।	এই বিদ্যমান রীতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা উচিত।	- অনেক সময় আয়কর বিভাগ পূর্ববর্তী বৎসরের মোট লাভকে আমলে নিয়ে বর্তমান বৎসরের মোট লাভ নির্ধারণ করে থাকে যাহা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ মোট লাভ অনেকগুলি পরিবর্তনশীল বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন পণ্যের কঁচামালের দাম, শ্রমিকের মুজুরি ইত্যাদি যাহা সব সময় পরিবর্তনশীল।		
২৮.	এমসিসিআই	কার্বোনেটেড বেভারেজ এর উপর ন্যূনতম কর হ্রাস প্রসঙ্গে	ধারা ১৬৩ (৫) এর সারণী ক্রমিক নং ২ এর কলাম ২	গ্রস প্রাপ্তির ৩%	গ্রস প্রাপ্তির ০.৬০% ( শূন্য দশমিক ছয় শূন্য শতাংশ)	গ্রস প্রাপ্তির উপর ন্যূনতম কর ৩% প্রদান করতে গেলে কোম্পানীকে ন্যূনতম ১০% হারে নীট মুনাফা করতে হবে যাহা বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটি কার্বোনেটেড বেভারেজ কোম্পানির পক্ষে খুবই কষ্ট সাধ্য।  কোভিড পরবর্তী অবস্থা, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধাবস্থা এবং অন্য অর্থনীতিক অবস্থার প্রভাবে আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় বাজারে কার্বোনেটেড বেভারেজ কোম্পানির চিনিসহ কঁচামালের মূল্য ও অন্যান্য খরচ বৃদ্ধির চাপ সামলাতে কার্বোনেটেড বেভারেজ কোম্পানি ব্যবসায়ীরা যখন হিমশিম খাচ্ছে, তখন উচ্চহারে ন্যূনতম কর কার্বোনেটেড বেভারেজ কোম্পানিদের টিকে থাকা কঠিন করে দিয়েছে। অতিরিক্ত করের বোঝা বহন করতে কোম্পানিদের অধিক হারে ঋণ করতে হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মূলধন		



নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
						ঘাটতিসহ ব্যবসায়ের মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে এবং ক্রমগত লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতির মুখে পড়লে সরকারের রাজস্বও কমে যাবে যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করবে।  তাই, দেশের অর্থনীতি ও জনমানুষের জন্য কার্বোনেটেড বেভারেজ কোম্পানি গুলোকে বাচিয়ে রাখতে আয়কর যৌক্তিকভাবে কমানোর প্রস্তাব করছি।		
২৯.	এমসিসিআই	দাতব্য উদ্দেশ্য	ধারা-২(৪৩)	দাতব্য উদ্দেশ্য অর্থ দরিদ্রদের জন্য ত্রাণ, শিক্ষা ত্রাণ, চিকিৎসা ত্রাণ	দাতব্য উদ্দেশ্য মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা	দাতব্য উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য কার্যক্রম স্ব-স্বীকৃত হবে।	প্রস্তাবিত বিধান অন্তর্ভুক্ত হলে রাজস্ব আহরনে প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব পড়বে না কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য কার্যক্রমে উৎসাহিত হবে।	
৩০.	এমসিসিআই	পারকুইজিট	ধারা-৫৫(ঘ)	ধারা ৫৫(ঘ) অনুযায়ী পারকুইজিট বাবদ কোনো কর্মচারীকে প্রদত্ত ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত যেকোন অঙ্ক:  তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারি সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গঠিত মজুরি বোর্ডের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য কর্মচারীদের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না:	পারকুইজিট বাবদ কোনো কর্মচারীকে প্রদত্ত ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত যেকোন অঙ্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পারকুইজিট অনুমোদনের সীমা ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পারকুইজিট অনুমোদনের সীমা অন্তর্ভুক্ত করা হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানী/ নিয়োগদাতা উৎসাহিত হবে।	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪, ধারা-৩০(ই) তে এই বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল ফলে এর মাধ্যমে রাজস্বের উপর বাড়তি কোন প্রভাব পরবে না।	
৩১.	এমসিসিআই	তফসিল-৬ প্রথম অংশ	প্যারা-১১ (ই)	এই রকম পুঞ্জীভূত বা আলাদা করিয়া রাখা অর্থ সরকারি সিকিউরিটিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোনো সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়, অথবা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের যেকোন হিসাবে জমা রাখা হয়, অথবা এইরূপ কোনো	এই রকম পুঞ্জীভূত বা আলাদা করিয়া রাখা অর্থ সরকারি সিকিউরিটিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোনো সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়, অথবা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের যেকোন হিসাবে জমা রাখা হয়, অথবা এইরূপ কোনো	সম্পূর্ণভাবে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধারণকৃত ট্রাস্ট বা অন্যবিধ আইনগত বাধ্যবাধকতার অধীন গৃহ-সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয় এর পুঞ্জীভূত অংশ রাখা হয় ভবিষ্যতের পরিচালন ব্যয় মিটানোর জন্য	প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধির ফলে উৎস করে পরিমান বৃদ্ধি পাবে ফলে সরকারের রাজস্ব	

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
				তফসিলি ব্যাংকের হিসাবে জমা রাখা হয় যাহার ৫১% (একান্ন শতাংশ) বা ইহার অধিক শেয়ার সরকার কর্তৃক ধারণকৃত।	তফসিলি ব্যাংকের হিসাবে জমা রাখা হয় যাহার ৫১% (একান্ন শতাংশ) বা ইহার অধিক শেয়ার সরকার কর্তৃক ধারণকৃত, তফসিলি ব্যাংক, আর্থিক কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা।	প্রস্তাবিত অংশ গ্রহণের ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধি পাবে যার ফলে কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদী হবে।	বৃদ্ধি পাবে।	
৩২.	এমসিসিআই	অর্থ আইন ২০২৩ অধ্যায়-তৃতীয়	৮(৬)	কোন করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যান্য ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।	কোন করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যান্য ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে। মোট জনবলের ১০% (দশ শতাংশ) বা ২৫ জনের অধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হলে অতিরিক্ত ২% (দুই শতাংশ) অর্থাৎ (৫+২=৭%) আয়কর রেয়াত পাবে।	এবিধানের ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ফলে নীট কর বৃদ্ধি পাবে।	অতিরিক্ত করছাড়ের ফলে সরকারের পরোক্ষ রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।	
৩৩.	এমসিসিআই	মাসিক উৎসে আয়কর কর্তনের দাখিলপত্র পেশের পূর্বের সময় পুনর্বহাল।	আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ১৭৭(৩)	আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ১৭৭(৩) অনুসারে প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের উৎসে কর্তনের দাখিলপত্র পেশ করার বিধান হয়েছে।	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-এর সাথে সম্পৃক্ত রেখে প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের উৎসে কর্তনের দাখিলপত্র পেশ করার বিধান করা উপযোগী।	বর্তমান আইন অনুযায়ী পূর্ববর্তী মাসের ভ্যাট ও উৎসে কর্তনের দাখিলপত্র পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলের বিধান চালু করা হয়েছে। কিন্তু গ্রুপ অফ কোম্পানির ক্ষেত্রে যাদের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের একই সময় সকল কোম্পানির ভ্যাট ও উৎসে কর্তনের চালান সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং দাখিলপত্র পেশ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।  তাই এটি আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-এর সাথে সম্পৃক্ত রেখে প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের উৎসে কর্তনের দাখিলপত্র পেশ করার বিধান করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।	রাজস্বের উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই।	
৩৪.	এমসিসিআই	করদিবসের পর রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণের	আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ১৭৪	আয়কর আইন ২০২৩, ধারা ১৬৬ অনুসারে রিটার্ন দাখিলে বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন করদাতা কর দিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে ধারা ১৭৪	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪, ধারা ৭৩ (এ) অনুসারে কর নির্ধারণ করার যে বিধান ছিল তা পুনঃবহাল করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। অর্থাৎ, <b>অপরিশোধিত করের উপর</b>	আয়কর আইন ২০২৩, ধারা ১৭৪ অনুসারে করদাতার যে অতিরিক্ত কর প্রদান করতে হবে তা দুর্বহ।	রাজস্বের উপর কোন উল্লেখযোগ্য	

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
		ভিত্তিমূল্যের পরিবর্তন		<p>অনুসারে কর নির্ধারণ করা হবে।</p> <p>ধারা ১৬৬ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হইলে, এই আইনের অন্যান্য বিধানের অধীন উদ্ভূত দায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও পরিশোধিত হইবে, যথা:-</p> <p>গ = ক দ্ব (১ + ০.০৪ x থ), যেখানে,-</p> <p>গ = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ, যেইক্ষেত্রে-</p> <p>(অ) করদাতা করদিবস পরবর্তী কোনো দিনে রিটার্ন দাখিল করেন; বা</p> <p>(আ) কর কর্তৃপক্ষ করদিবস পরবর্তী কোনো দিনে করদাতার কর নির্ধারণ করেন,</p> <p>ক = করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করিলে মোট যেই পরিমাণ কর পরিশোধ করিতেন সেই অঙ্ক, তবে এইক্ষেত্রে-</p> <p>(অ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং নিয়মিত হারে কর পরিগণনা করিতে হইবে; এবং</p> <p>(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এই আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত কোনো জরিমানা বা কর ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না,</p> <p>থ = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:-</p> <p>(অ) করদিবস অতিক্রান্ত হইবার পর মাসের সংখ্যা</p>	৪% এর পরিবর্তে ২% করার প্রস্তাব।		প্রভাব নেই।	

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
				যাহা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হইবে; এবং  (আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও ১ (এক) মাস হিসাবে পরিগণিত হইবে।				
৩৫.	এমসিসিআই	বার্ষিক রিটার্ন দাখিলের জন্য বর্ধিত সময়ের আবেদন এর বিধান রাখা	আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ১৬৫	আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ১৬৫ অনুযায়ী কর দিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। এই ক্ষেত্রে সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন এর কোনো সুযোগ নেই।	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৭৫ অনুযায়ী দুইটি প্রস্থে ৪ মাস সময় বাড়ানোর আবেদন এর বিধান ছিল। আয়কর আইন ২০২৩-এ একই বিধান বিদ্যমান রাখলে করদাতাগণ রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় পাবে।	অনেক সময় কোম্পানিগুলো সময়মত অডিট সম্পন্ন করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে সময় বর্ধন এর আবেদন এর বিধান রাখা অত্যন্ত জরুরি।	সময় বাড়ানোর বিধান অন্তর্ভুক্ত করলে, কোম্পানিগুলোর জন্য সঠিক সময়ে রিটার্ন দাখিল করা সহজ হবে এবং রাজস্ব আয়ে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বেনা।	
৩৬.	এমসিসিআই	ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত অন্যান্য মাধ্যমে প্রদত্ত অর্থের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য ব্যয়ের সীমা বৃদ্ধি	আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৫৫(ঢ)	আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৫৫ এর ঢ অনুসারে কর্মচারীদের প্রদত্ত অর্থ, বাড়িভাড়া প্রদান ও কাঁচামাল ক্রয় ব্যতীত অন্যান্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকার অতিরিক্ত যেকোন প্রদান ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত অন্যান্য মাধ্যমে প্রদত্ত হইলে অননুমোদিত ব্যয় হিসেবে পরিগণিত হবে।	কাঁচামাল ক্রয়, বাড়িভাড়া প্রদান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত অর্থ ব্যতীত অন্যান্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত অন্যান্য মাধ্যমে প্রদত্ত অর্থের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য ব্যয়ের সীমা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা করা যুক্তিসঙ্গত।	বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতির সাথে সঙ্গতি রেখে আয়কর আইন ২০২৩-এ উল্লিখিত ৫০,০০০ টাকার সীমা বৃদ্ধি করে ২ লক্ষ টাকার নগদ ক্রয়ের বিধান রাখার প্রস্তাব করছি।	রাজস্বের উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই।	
৩৭.	এমসিসিআই	মোট আয় পরিগননা হইতে বাদ	ষষ্ঠ তফসিল অংশ-১	নাই	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ এর অধিভুক্ত কোন কোম্পানীর লভ্যাংশ আয় থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত।			
৩৮.	এমসিসিআই	মোট আয় পরিগননা হইতে বাদ	ষষ্ঠ তফসিল অংশ - ১ প্যারা - ২৭	“চাকরি হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক- তৃতীয়াংশ বা ৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা যাহা কম;	“চাকরি হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত আয়ের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) বা ৮ (আট) লক্ষ টাকা যাহা কম;			
৩৯.	এমসিসিআই	<b>নিবাসীর সুদ আয়কে উৎসে কর কর্তন হইতে অব্যাহতি প্রদান</b>	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০৪।	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে ঋণের সুদ পরিশোধের সময় ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে।	বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন Parent Company এর সাথে Subsidiary প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে প্রদত্ত ঋণকে উক্ত উৎসে আয়কর কর্তন হতে অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি।	parent company এর সাথে সহযোগী বা subsidiary প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে প্রদত্ত ঋণগুলো সাধারণত কমার্সিয়াল ঋণ হয়না। বরং ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে অপারেশনাল প্রয়োজনে এসব ঋণ তৈরী	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো লোকসান হওয়া থেকে রক্ষা পেলে এবং ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ	

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য																												
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.																												
						হয় যার সুদ রিইন্সার্সমেন্ট করা হয়। তাই, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ঋণকে এই ধারার আওতা বহির্ভূত রাখা যৌক্তিক হবে।	বজায় থাকলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অব্যাহত রাখবে এবং সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবে।																													
৪০.	এমসিসিআই	পরিবেশ সারচার্জ প্রদান এর তালিকা হতে কোম্পানী করদাতাদের অব্যাহতি প্রদান।	আয়কর আইন, ২০২৩ এর তফসিল-২ এর তৃতীয় অংশ (পরিবেশ সারচার্জের হার)	উল্লেখিত তফসিল অনুযায়ী কোনো করদাতা একের অধিক মোটর গাড়ির মালিক হলে একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নোক্ত সারণীতে উল্লেখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদান করার বিধান করা হয়েছে: <table><tr><th>মোটর গাড়ির বর্ণনা</th><th>পরিবেশ সারচার্জের হার</th></tr><tr><td>১৫০০সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত</td><td>২৫,০০০</td></tr><tr><td>১৫০১-২০০০সিসি বা ১০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত</td><td>৫০,০০০</td></tr><tr><td>২০০১-২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত</td><td>৭৫,০০০</td></tr><tr><td>২৫০১-৩০০০সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত</td><td>১,৫০,০০০</td></tr><tr><td>৩০০১-৩৫০০সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত</td><td>২,০০,০০০</td></tr><tr><td>৩৫০০সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াট এর অধিক</td><td>৩,৫০,০০০</td></tr></table>	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার	১৫০০সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	২৫,০০০	১৫০১-২০০০সিসি বা ১০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত	৫০,০০০	২০০১-২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	৭৫,০০০	২৫০১-৩০০০সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত	১,৫০,০০০	৩০০১-৩৫০০সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	২,০০,০০০	৩৫০০সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াট এর অধিক	৩,৫০,০০০	কোম্পানী করদাতা ব্যতীত অন্য কোনো করদাতার একের অধিক মোটর গাড়ির মালিক হলে একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নোক্ত সারণীতে উল্লেখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদান করিবে: <table><tr><th>মোটর গাড়ির বর্ণনা</th><th>পরিবেশ সারচার্জের হার</th></tr><tr><td>১৫০০সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত</td><td>২৫,০০০</td></tr><tr><td>১৫০১-২০০০সিসি বা ১০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত</td><td>৫০,০০০</td></tr><tr><td>২০০১-২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত</td><td>৭৫,০০০</td></tr><tr><td>২৫০১-৩০০০সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত</td><td>১,৫০,০০০</td></tr><tr><td>৩০০১-৩৫০০সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত</td><td>২,০০,০০০</td></tr><tr><td>৩৫০০সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াট এর অধিক</td><td>৩,৫০,০০০</td></tr></table>	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার	১৫০০সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	২৫,০০০	১৫০১-২০০০সিসি বা ১০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত	৫০,০০০	২০০১-২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	৭৫,০০০	২৫০১-৩০০০সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত	১,৫০,০০০	৩০০১-৩৫০০সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	২,০০,০০০	৩৫০০সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াট এর অধিক	৩,৫০,০০০	আমাদের পরিবেশ রক্ষা এবং কার্বন নিঃসরণ কমাতে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই, তবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি বিবেচনা করে কর্পোরেট করদাতাদেরকে এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া উচিত অর্থাৎ পরিবেশ সারচার্জ ধার্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আলাদা করা হয়নি।  কারণ একটা ব্যক্তি একটি গাড়ি নিয়ে চলতে পারলেও একটি কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান কখনো একটি গাড়ি দিয়ে তার কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারে না, তাছাড়া অনেক কোম্পানী বর্তমানে কম কার্বন নিঃসরণযোগ্য গাড়ি যেমন হাইব্রিড ও বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহার করে থাকে। কোম্পানীর ওপর এই করের বোঝা Effective Tax Rate কে অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করে।  সুতরাং শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহের প্রসার ও দীর্ঘমেয়াদে সরকারের রাজস্ব আহরন	কোম্পানী করদাতাদের পরিবেশ সারচার্জ এর আওতামুক্ত রাখলে দীর্ঘমেয়াদে সরকারের রাজস্ব আহরন বাড়বে।	
মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার																																			
১৫০০সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	২৫,০০০																																			
১৫০১-২০০০সিসি বা ১০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত	৫০,০০০																																			
২০০১-২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	৭৫,০০০																																			
২৫০১-৩০০০সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত	১,৫০,০০০																																			
৩০০১-৩৫০০সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	২,০০,০০০																																			
৩৫০০সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াট এর অধিক	৩,৫০,০০০																																			
মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার																																			
১৫০০সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	২৫,০০০																																			
১৫০১-২০০০সিসি বা ১০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত	৫০,০০০																																			
২০০১-২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	৭৫,০০০																																			
২৫০১-৩০০০সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত	১,৫০,০০০																																			
৩০০১-৩৫০০সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	২,০০,০০০																																			
৩৫০০সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াট এর অধিক	৩,৫০,০০০																																			

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
						বাড়াতে পরিবেশ সারচার্জ প্রদান এর তালিকা হতে কর্পোরেট/কোম্পানী করদাতাদের বাদ দেওয়ার জন্য জোরালো ভাবে আহ্বান করছি।		
৪১.	এমসিসিআই	ব্যবসা এর লস/ক্ষতির সমন্বয় ও জের টানার বিধান সংশোধন।	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭০ এর উপ-ধারা (২ ও ৩)।	কর অব্যাহতি প্রাপ্ত, হ্রাসকৃত করহার বা ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন উৎসের বা খাতের ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা যাইবে না।	কর অব্যাহতি প্রাপ্ত, হ্রাসকৃত করহার বা <del>ন্যূনতম কর</del> চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন উৎসের বা খাতের ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা যাইবে না।	ন্যূনতম কর শব্দদ্বয় বিলুপ্ত করা না হলে, ০.৬% ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এমন খাতের ক্ষতি জের টানা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এখানে মূলত 'এস আর ও ২৫৩ এর চূড়ান্ত দায় বুঝানোটাই প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিলো। অন্যদিকে হ্রাসকৃত হারের আয়ের ক্ষেত্রে একই খাতের সাথে জের টানা ও সমন্বয়ের সুযোগ থাকা যৌক্তিক।	কোম্পানী করদাতাদের জন্য ক্ষতির জের টানার বিধানটি যৌক্তিক ভাবে পরিবর্তন করা হলে ব্যবসার প্রসার ঘটবে এবং দীর্ঘমেয়াদে সরকারের রাজস্ব আহরন বাড়বে।	
৪২.	এমসিসিআই	নিয়মিত রিফান্ড (Refund) তৈরী হয় এমন কোম্পানিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য No TDS সার্টিফিকেট প্রদান।	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২২৪।	বিদ্যমান আইনে কোন কোম্পানির প্রতিবছর বড় রিফান্ড প্রাপ্য হলেও আমদানী ও বিক্রয় স্থলে নতুন করে উৎসে করের সম্মুখীন হতে হয়।	কোন কোম্পানির রিফান্ড প্রাপ্য হলে রিফান্ডের আকার ও কোম্পানির লেনদেনের আকার বিবেচনা করে উক্ত কোম্পানিকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঘড় ঞ্উব্ব (উৎসে কর প্রযোজ্য নয়) সার্টিফিকেট প্রদান করে রিফান্ড সমন্বয় করার সুযোগ প্রদান করার প্রস্তাব করছি।	বোর্ড কর্তৃক এরূপ সনদ প্রদান করা হলে একদিকে করদাতা রিফান্ড সমন্বয় করার সুযোগ পাবে, অন্যদিকে সরকারী রাজস্ব হতে কোন অর্থ ফেরত প্রদান করতে হবে না।	রাজস্ব আহরণে কোন বিরূপ প্রভাব পড়বে না এবং রাজস্ব প্রদানে করদাতাগণ উৎসাহিত হবে এবং পরোক্ষভাবে সরকারের রাজস্ব আহরণ বাড়বে।	
৪৩.	এমসিসিআই	কর্মচারীর চাকরি হইতে আয় ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ এর ক্ষেত্রে সংশোধন।	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫(ট)।	কর্মচারীর চাকরি হইতে আয় বলিয়া বিবেচিত এইরূপ কোনো অর্থ যদি ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হইয়া অন্য কোন মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।	কর্মচারীর চাকরি হইতে আয় বলিয়া বিবেচিত এইরূপ কোনো মাসিক আয় যদি ২০,০০০ (বিশ হাজার) বা ততোধিক টাকা ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হইয়া অন্য কোন মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। সেক্ষেত্রে ঐরূপ পরিশোধিত যেকোন অর্থ।	উৎপাদনমুখী কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী অনেক সময় দৈনিক মজুরি ভিত্তিক শ্রমিক, স্থায়ী চুক্তিবিহীন শ্রমিক ও অনিয়মিত শ্রমিক স্বল্প সময়ের জন্য বা একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজন হয়	সরকারের রাজস্ব আহরণ এ কোন প্রভাব পড়বে না।	



নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
						এবং যাদের দৈনিক মজুরী হিসাবে প্রদান করতে এবং এদেরকে ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা প্রক্রিয়াগত ভাবে জটিল। অনেকক্ষেত্রে এদের কোন ব্যাংক হিসাব থাকে না আবার অনেকের মোবাইলও থাকে না তাই এদেরকে নগদে প্রদান করতে হয়। বাসস্বত্বতার দিক থেকে বিবেচনা করলে এদেরকে ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা প্রায় অসম্ভব, সুতরাং পূর্বের ন্যায় ২০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধের বিধান পুনঃবহাল করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি।		
৪৪.	এমসিসিআই	বোর্ড কর্তৃক কর অবকাশ সত্তা অনুমোদন।	৮২	কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কোন ব্যবসায়িক সত্তাকে ইহার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হইবার মাসের মধ্যে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদন দাখিল করিতে হইবে।	কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কোন ব্যবসায়িক সত্তাকে ইহার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হইবার ৬ মাসের মধ্যে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদন দাখিল করিতে হইবে।	ইহা যথাসম্ভব মুদ্রন প্রমাদের কারণে হয়েছে। তা ছাড়া মাসের মধ্যে আবেদন করা বাস্তবসম্মত নয়।	নাই।	
৪৫.	এমসিসিআই	শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হইতে উৎসে কর্তন।	৮৮	সুবিধাভোগীদের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে ১০% কর কর্তন।	ধারা ৮৮ বিলোপ করা	দ্বিতীয় তফসিলে শ্রমিক অংশগ্রহণ ও কল্যাণ তহবিল যুক্ত করা।	কল্যাণ তহবিল অন্যান্য তহবিলের ন্যায় কল্যাণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বিধিটি উৎসে কর কর্তন ও ১৬৩ ধারা মোতাবেক ন্যূনতম কর হইতে অব্যাহতি প্রদান কল্যাণমূলক হইবে।	
৪৬.	এমসিসিআই	অনুমোদিত তহবিল কর্তৃক মূল কোম্পানির সহিত	২(১৫)		আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ২(১৫)(চ) এর বিধানে বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত কোম্পানীসমূহের সহযোগী কোম্পানি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অনুমোদিত	যেহেতু আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ২(১৫)(চ) অনুযায়ী বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত কোম্পানীসমূহের সহযোগী		

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.
		আয় বর্ষ অনুসরণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করার বিধান সংযুক্তিকরণ প্রসঙ্গে			তহবিলসমূহকে মূল কোম্পানির সহিত মিল রাখিয়া আয়বর্ষ অনুসরণ করার বিধান করা হোক	কোম্পানিসমূহ বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত উহাদের মূল কোম্পানির সাথে মিল রেখে আয়বর্ষ অনুসরণ করতে পারবে, সেহেতু বাংলাদেশের কোম্পানীসমূহ দ্বারা পরিচালিত অনুমোদিত তহবিলসমূহ কে একই আয়বর্ষ অনুসরণ করার বিধান প্রযোজ্য করা হোক।		
৪৭.	এমসিসিআই	দৈতকর পরিহার চুক্তির অধীনে দেশ সমূহের মধ্যে অর্থ পরিশোধের সময় দৈতকর পরিহার চুক্তির প্রাধান্য প্রদান প্রসঙ্গে।	২৪৪ এবং ১১৯ (২)		যে সকল বিদেশি সেবা দৈতকর পরিহার চুক্তি দ্বারা সজ্জায়িত এবং নির্দিষ্ট করহার রয়েছে, সেই সকল সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র গ্রহণের বিধানটি বাতিল করা হোক। এবং আয়কর আইন এবং দৈতকর পরিহার চুক্তির মধ্যে দৈতকর পরিহার চুক্তির প্রাধান্য দেয়া হোক।	আয়কর আইন ২০২৩ অনুযায়ী দৈতকর পরিহার চুক্তির অধীনে কোন অর্থ পরিশোধের সময় উক্ত চুক্তির অধীনে নির্ধারিত আয়কর হার প্রয়োগের জন্য ধারা ১১৯(২) অনুযায়ী রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক লিখিত প্রত্যয়নপত্র গ্রহণের বিধান রয়েছে। রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এই প্রত্যয়নপত্র গ্রহণের প্রক্রিয়াটি বেশ সময়সাপেক্ষ। যার ফলে বেশিরভাগ বিদেশি কোম্পানি দেশীয় কোম্পানির থেকে অতিরিক্ত নিট অর্থ করে গ্রহণে বেশি আগ্রহী থাকেন যার ফলে প্রায় প্রতিটি বিদেশি অর্থ পরিশোধে অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হচ্ছে।		



২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবনায় ‘মূল্য সংযোজন কর’ ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২;  
মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ ও তদাধীনে প্রণীত বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে  
এমসিসিআই’র প্রস্তাবনাসমূহ

২০২৪-২৫ সনের বাজেট প্রস্তাবনায় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ ও তদাধীনে প্রণীত বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এমসিসিআই, ঢাকার প্রস্তাবনাসমূহঃ-

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
১.	এমসিসিআই	ধারা ২ এর উপ-ধারা (৫) এর পর নতুন উপ-ধারা (৫ক) সন্নিবেশিতকরণের মাধ্যমে “অর্থদন্ড” এর সংজ্ঞা প্রদানের প্রস্তাবনা।	নতুন প্রস্তাবনা	আইনে “অর্থদন্ড” এর সংজ্ঞা প্রদত্ত নেই, (যদিও ধারা ২(৪১) অনুযায়ী “জরিমানা” এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে)।	আইনের ধারা ২ এর উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নরূপ একটি নতুন উপ-ধারা (৫ক) সন্নিবেশিতকরণের প্রস্তাব করা হলোঃ “(৫ক) “অর্থদন্ড” অর্থ এই আইনের ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত অপরাধের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অর্থদন্ড, কিন্তু ধারা ৮৫ এর অধীন ধারা ৮৬ তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপিত জরিমানা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।”	আইনের ধারা ২ এর উপ-ধারা (৪১) এ “জরিমানা” এর সংজ্ঞা দিয়ে বিষয়টি ধারা ৮৬ এর অধীন উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা “কর্তৃক আরোপিত জরিমানা” মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে; অপরদিকে “অর্থদন্ড” এর প্রযোজ্যতা ষোড়শ অধ্যায়ের অধীন অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আদালতের এখতিয়াধীন হওয়ার বিষয়টি, “অর্থদন্ড” এর পৃথক কোন সংজ্ঞা প্রদত্ত না হওয়ায় বিষয়টি প্রস্তাবিত সংজ্ঞাতে স্পষ্ট করতে প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
২.	এমসিসিআই	ধারা ২ উপ-ধারা (৬) অধীন দফা (খ) উপ-দফা- (আ) এর শর্তাংশের বিধান বাতিলকরণের প্রস্তাবনা।	ধারা ২ উপ-ধারা (৬) অধীন দফা (খ) উপ-দফা- (আ) এর শর্তাংশের বিধান।	ধারা ২(৬): “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” অর্থ পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিয়মিত বা ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত কোন কার্যক্রম; এবং (ক)***** তবে - (খ)ঃ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথাঃ- (A) কর্মচারী কর্তৃক তাহার নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত সেবা; (আ) কোম্পানীর কোন পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কোন সেবা; তবে, যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি তাহার ব্যবসা পরিচালনার নিমিত্ত উক্ত পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন, সেইক্ষেত্রে তৎকর্তৃক প্রদত্ত সেবা অর্থনৈতিক কার্যক্রম হইবে;	ধারা ২ উপ-ধারা (৬) অধীন দফা (খ) উপ-দফা- (আ) এর শর্তাংশের বিধান বাতিলকরণের প্রস্তাব করা হলো।  (আ) কোম্পানীর কোন পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কোন সেবা; <del>তবে, যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি তাহার ব্যবসা পরিচালনার নিমিত্ত উক্ত পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন, সেইক্ষেত্রে তৎকর্তৃক প্রদত্ত সেবা অর্থনৈতিক কার্যক্রম হইবে;</del>	লিমিটেড কোম্পানীর মালিকানার অধিকারী শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য হতে পরিচালক মন্ডলীর সদস্যদের পক্ষে কোন পরিচালক কর্তৃক ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত পারিশ্রমিকের বিপরীতে প্রদত্ত সেবা অন্যান্য বেতনভুক্ত কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার অনুরূপ বিবেচনায় তা “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” এর আওতা বহির্ভূত থাকা যৌক্তিক বিবেচনায় প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
৩.	এমসিসিআই	ধারা-২ উপ-ধারা (২৯) এ প্রদত্ত “কর ভগ্নাংশ” এর সংজ্ঞায় সংশোধনীর প্রস্তাবনা।	ধারা-২ উপ-ধারা (২৯)	ধারা-২ উপ-ধারা (২৯): “কর ভগ্নাংশ” অর্থ নিম্নবর্ণিত ভগ্নাংশ, যথা: $R/100+R$ যেই ক্ষেত্রে $R$ অর্থ ধারা ১৫(৩) এ উল্লিখিত মূসক হার;	ধারা-২ এর উপ-ধারা (২৯) এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলো: ধারা-২ উপ-ধারা (২৯): “কর ভগ্নাংশ” অর্থ নিম্নবর্ণিত ভগ্নাংশ, যথা: $\frac{R}{100+R} \{R/(100+R)\}$ যেই ক্ষেত্রে $R$ অর্থ ধারা ১৫(৩) এ উল্লিখিত মূসক হার;	কর ভগ্নাংশ সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞা/সূত্রটি অধিকতর সরলীকরণের মাধ্যমে করদাতা সহ সকলের নিকট সহজবদ্ধ করতে ৬নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
৪.	এমসিসিআই	ধারা-২ এর উপ-ধারা (৯৪) এর শেষে নতুন শর্তাংশ সন্নিবেশিতকরণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন অধীন এফ ইউনিট হতে অন্য ইউনিটে পণ্য বা সেবা আদান প্রদান “সরবরাহ” এর সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত রাখার প্রস্তাবনা।	নতুন প্রস্তাবনা	ধারা-২ এর উপ-ধারা (৯৪): “সরবরাহ” অর্থ যেকোন সরবরাহ এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:- (ক) পণ্য সরবরাহ; (খ) স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ; (গ) সেবা সরবরাহ; বা (ঘ) দফা (ক), (খ) এবং (গ)-তে বর্ণিত সরবরাহের সমাহার;	ধারা-২ এর উপ-ধারা (৯৪) এর শেষে নিম্নরূপ নতুন একটি শর্তাংশ সন্নিবেশিতকরণের প্রস্তাব করা হলো: “ <b>তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না: ধারা-৫ এর উপধারা (৩) অধীন কেন্দ্রীয় এক ইউনিট হইতে অপর ইউনিটে পণ্য বা সেবার আদান-প্রদান বা চলাচল সরবরাহ বলিয়া গণ্য হইবে না।</b> ”	“মূসক আরোপ” সংশ্লিষ্ট ধারা ১৫ এর বিধানের আওতায় করযোগ্য সরবরাহের উপর মূসক আরোপীত হওয়ার বিধান থাকায় কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের অধীন এক ইউনিট হতে অপর ইউনিটে পণ্য বা সেবার আদান-প্রদানকে কর আরোপযোগ্য না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে ৬নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
৫.	এমসিসিআই	কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের অধীন অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা সরবরাহ না করে ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক নিবন্ধন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রহিতকরণের প্রস্তাবনা।	ধারা-৫ এর উপ-ধারা (১) ও (২)	“ধারা ৫। নিবন্ধন।- (১) যদি কোন ব্যক্তি এক বা একাধিক স্থান হইতে <b>অভিন্ন অথবা সমজাতীয়</b> পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল হিসাব-নিকাশ, কর পরিশোধ ও রেকর্ডপত্র সফটওয়্যার ভিত্তিক অটোমেটেড পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি, নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, একটি কেন্দ্রীয় মূসক নিবন্ধন গ্রহণ করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, <b>অভিন্ন বা সমজাতীয়</b> পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা সত্ত্বেও কোন ইউনিটে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের হিসাব-নিকাশ, কর পরিশোধ ও রেকর্ডপত্র স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণ করিলে তাকে প্রতিটি ইউনিটের জন্য পৃথক নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে। *****	(ক) আইনের ধারা-৫ এর উপ-ধারা (১) এ দুই স্থানে উল্লিখিত যথাক্রমে “ <b>অভিন্ন অথবা সমজাতীয়</b> ” ও “ <b>অভিন্ন বা সমজাতীয়</b> ” শব্দগুলি বিলুপ্তিকরণের প্রস্তাব করা হলো; এবং	অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য বা সেবার সরবরাহকারী না হলে তথা ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে করদাতাকে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের অন্যান্য শর্ত তথা <b>আয় কর সংশ্লিষ্ট সিএ রিপোর্ট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয় সহ হিসাব নিকাশ কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা সহ অন্যান্য বিধান পরিপালন সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণের সুবিধা প্রদত্ত হয়নি।</b> উপর্যুক্ত অবস্থা কোনভাবেই ব্যবসা বান্ধব বিবেচনার সুযোগ নেই; <b>উদাহরণত: কোন ঔষধ কারখানায় ঔষধের পাশাপাশি টুথ পেস্ট বা অন্যান্য টয়লেটরিজ প্রস্তুত ও সরবরাহকরণ বা কোন উন্নতমানের হোটেলে এ্যামিউজমেন্ট বা থিম পার্ক বা গাড়ী পার্কিং ইত্যাদি সেবা প্রদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিবন্ধন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা অযৌক্তিক বিবেচ্য।</b>

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
				<p>(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বা সেবা সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাহা হইলে তাহাকে প্রতিটি স্থানের জন্য পৃথক নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।</p> <p>(৩) *****”</p>	<p>(খ) উপধারা (২) এর বিধানটি বিলুপ্তিকরণের প্রস্তাব করা হলো:</p> <p><del>(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বা সেবা সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাহা হইলে তাহাকে প্রতিটি স্থানের জন্য পৃথক নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।</del></p>	তাই ৬ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
৬.	এমসিসিআই	উৎপাদক কর্তৃক উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর আদায় ব্যবস্থা রহিতকরণের প্রস্তাবনা।	ধারা-৩১ এর উপ-ধারা (১) ও (২)।	<p>ধারা ৩১। আমদানিকালে আগাম কর পরিশোধ ও সমন্বয়।-</p> <p>(১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি আমদানিকৃত পণ্যের সরবরাহের উপর প্রদেয় মূসক উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত হারে আগাম পরিশোধ করিবেন।</p> <p>(২) করযোগ্য আমদানির উপর মূসক যে সময় ও পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে করযোগ্য আমদানির মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তিমূল্যের উপর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদনের লক্ষে আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) শতাংশ হারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে আগাম কর প্রদেয় হইবে।</p>	<p>আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলো:-</p> <p>“(১) পণ্য বা সেবা প্রস্তুতকরণের উপকরণ হিসাবে আমদানির ক্ষেত্রে ব্যতিত প্রত্যেক নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আওতায় পণ্যের কোনরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট বা গুণগত পরিবর্তন না করিয়া পণ্যের বিনিময়ে সরবরাহের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত পণ্যের সরবরাহের উপর প্রদেয় মূসক উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত হারে আগাম পরিশোধ করিবেন।”</p> <p>(২) করযোগ্য আমদানির উপর মূসক যে সময় ও পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে করযোগ্য আমদানির মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তি মূল্যের উপর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে <del>প্রদেয়</del> <del>উৎপাদনের লক্ষে আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) শতাংশ হারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) শতাংশ</del> হারে আগাম কর প্রদেয় হইবে।</p>	<p>ধারা-৩১ (১) এর বিধানে উৎপাদক (পণ্য ও সেবা) কর্তৃক প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহৃতব্য উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রেও আগাম কর (৩%) প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়েছে; অঞ্চ: এ ধরনের করদাতা আমদানিকৃত উক্ত পণ্য পুণঃ প্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকে যে অবস্থায় আমদানি করা হয়েছে সে অবস্থাতেই সরবরাহ করে না; তাই এ ধরনের করদাতার আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে আগাম কর প্রযোজ্যতা রহিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কেননা এ বাবদ পরিশোধিত অর্থ হ্রাসকারী সমন্বয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উৎপাদিত পণ্য চূড়ান্ত বিক্রির বিপরীতের সমন্বয় এবং তা সম্ভব না হলে কমিশনারের নিকট হতে আলোচ্য অর্থ ফেরত (Refund) আনয়ন পর্যন্ত নানা জটিলতা ছাড়াও করদাতাকে এ বাবদ অর্থ ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করার কারণে দীর্ঘ মেয়াদে সুদ বাবদ অর্থ প্রদান করতে হয়। সুতরাং, ৬নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</p>
৭.	এমসিসিআই	“করযোগ্য সরবরাহের উপর মূসক	ধারা ৩৩ এর নতুন উপ-	ধারা ৩৩ এর নতুন উপ-ধারা- (৪)	ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-	৩নং কলামে বর্ণিত পরিস্থিতিতে ৬নং



নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
		<p>প্রদানকাল” নির্ধারণ সম্বলিত সংশ্লিষ্ট বিধান তথা ধারা ৩৩ এর বিধান অনুযায়ী বিশেষ করে ধারা ৪৬ অধীন উপকরণ সংগ্রহের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে রেয়াত গ্রহণ কার্যকরকরণের বিপরীতে ধারা ৪৫ অধীন নীট কর পরিশোধ পদ্ধতি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগীক জটিলতা হেতু “বাকীতে (Credit) উপকরণ ক্রয়ের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে পালনীয় পদ্ধতি” সম্বলিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারীকৃত ব্যাখ্যাপত্র নম্বর ১০/মুসক/২০২০, তারিখ ১১/১১/২০২০ খ্রিঃ তৎপরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২২.০০২.১৫/৪৬৭, তারিখ ১০/১২/২০২০ খ্রিঃ অনুযায়ী (উভয় পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত)</p> <p>বাতিলকরণ হেতু ধারা ৩৩ এর বিধানের প্রয়োগীক জটিলতা নিরসন কল্পে বিষয়টি ১৯৯১ সনের মুসক আইনের ধারা ৬(৪) ও মুসক বিধি ২৩ এর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে বর্তমান আইনের ধারা ৩৩ এর অধীন নতুন উপ-ধারা- (৪) সংযোজনের প্রস্তাবনা।</p>	<p>ধারা- (৪) সংযোজনের প্রস্তাবনা।</p>	<p>সংযোজনের প্রস্তাবনা।</p>	<p>ধারা (৪) সন্নিবেশিত করার প্রস্তাব করা হলো:-</p> <p>“(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন উপধারা (২) ও (৩) এবং ধারা ৪১ এর ক্ষেত্র ব্যতিত প্রতিটি সরবরাহ এর বিপরীতে কোন কর মেয়াদে করদাতা কর্তৃক ইস্যুকৃত চালানপত্রের বিপরীতে ধারা ৪৫ এর বিধান অনুযায়ী প্রদেয় নীট করের পরিমাণ নির্ণয় পূর্বক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে।”</p>	<p>কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</p>
৮.	এমসিসিআই	<p>ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার এবং ভাউচারের ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিধানটি যেহেতু বিশেষ করে ধারা-৪৬ অধীন উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ পরিস্থিতি</p>	<p>ধারা-৩৭:</p>	<p>ধারা-৩৭ অধিকার (rights), ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) এবং ভাউচার।- (১) যদি কোন অধিকার বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ করা হয়,</p>	<p>ধারা- ৩৭ এর বিধানটি বাতিলকরণের প্রস্তাব করা হলো:</p> <p><del>৩৭. অধিকার (rights), ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) এবং ভাউচার।</del></p>	<p>ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার এবং ভাউচারের (যেমন Gift Voucher) ক্ষেত্রে কলাম ও উপস্থাপিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</p>

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
		<p>সৃষ্টি না হওয়ার প্রেক্ষিতে ধারা-৪৫ অধীন নীট কর পরিশোধ পদ্ধতি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগীক জটিলতা সৃষ্টি করে, যে পরিস্থিতি উৎসে কর্তনের বিপরীতে সরবরাহ গ্রহণকারীর জন্য রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকতর সাংঘর্ষিকতা সৃষ্টি করে, বিধায় বিধানটি বাতিলকরণের প্রস্তাবনা।</p>		<p>তবে উক্ত অধিকার বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে যে সরবরাহ প্রদান করা হয়, উহার পণ হইবে অধিকার প্রয়োগের পর অতিরিক্ত পণ থাকিলে উহার সমপরিমাণ।</p> <p>(২) কোন সরবরাহের সমুদয় বা আংশিক মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত ভাউচার গ্রহণ করা হইলে, উক্ত সরবরাহের পণ হইবে উক্ত ভাউচার মূল্য বিয়োগ করিবার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে সেই মূল্য।</p> <p>(৩) কোন ভাউচার সরবরাহ করযোগ্য সরবরাহ না হইলে উপ-ধারা (২) প্রযোজ্য হইবে না।</p> <p>ব্যাখ্যা: এই ধারায়, “ভাউচার” অর্থ প্রদত্ত কোন রশিদ, টিকেট, স্বীকারপত্র বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল যাহার বাহক পণ্য, সেবা, বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ পাওয়ার অধিকার অর্জন করেন, তবে উহার মধ্যে ডাক টিকেট বা রাজস্ব স্ট্যাম্প অন্তর্ভুক্ত হইবে না।</p>	<p><del>(১) যদি কোন অধিকার বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ করা হয়, তবে উক্ত অধিকার বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে যে সরবরাহ প্রদান করা হয়, উহার পণ হইবে অধিকার প্রয়োগের পর অতিরিক্ত পণ থাকিলে উহার সমপরিমাণ।</del></p> <p><del>(২) কোন সরবরাহের সমুদয় বা আংশিক মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত ভাউচার গ্রহণ করা হইলে, উক্ত সরবরাহের পণ হইবে উক্ত ভাউচার মূল্য বিয়োগ করিবার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে সেই মূল্য।</del></p> <p><del>(৩) কোন ভাউচার সরবরাহ করযোগ্য সরবরাহ না হইলে উপ-ধারা (২) প্রযোজ্য হইবে না।</del></p> <p><del>ব্যাখ্যা: এই ধারায়, “ভাউচার” অর্থ প্রদত্ত কোন রশিদ, টিকেট, স্বীকারপত্র বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল যাহার বাহক পণ্য, সেবা, বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ পাওয়ার অধিকার অর্জন করেন, তবে উহার মধ্যে ডাক টিকেট বা রাজস্ব স্ট্যাম্প অন্তর্ভুক্ত হইবে না।</del></p>	
৯.	এমসিসিআই	<p>উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের বৈধতার প্রশ্নে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা:</p> <p><b>(ক)</b> “অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ” এর ক্ষেত্রে ধারা-২(৩) এ প্রদত্ত সংজ্ঞা ভিত্তিক কোন প্রজ্ঞাপন ধারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহকে বুঝায় না। তাই অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণের বৈধতার বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করতে প্রদত্ত প্রস্তাবনা;</p>	<p>ধারা ৪৬ (১) এর দফা: (ঝ); (ড); (ঢ) ও (ণ) এবং ধারা ৪৬ (২) এর দফা (ঘ)।</p>	<p><b>(ক) ধারা ৪৬(১) এর দফা (ঝ):</b> অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধীত উপকরণ কর;</p> <p><b>(খ) ধারা ৪৬(১) এর দফা (ড):</b> উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-output Co-efficient) এ ঘোষিত নেই এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর;</p>	<p><b>(ক)</b> ধারা ৪৬ এর উপধারা (১) অধীন দফা (ঝ) এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলো: “<b>প্রথম তফসিলভুক্ত বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা</b> অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধীত উপকরণ কর;”</p> <p><b>(খ)</b> ধারা ৪৬ এর উপধারা (১) অধীন দফা (ড) এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলো; <b>ধারা ৪৬(১) এর দফা (ড):</b> “<b>পণ্যের</b> উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-output Co-</p>	<p><b>(ক)</b> “অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ” এর ক্ষেত্রে ধারা-২(৩) এ প্রদত্ত সংজ্ঞা ভিত্তিক কোন প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহকে বুঝায় না। তাই অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণের বৈধতার বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করতে ৬নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</p> <p><b>(খ)</b> বিধি ২১ অনুযায়ী “<b>পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহের পূর্বে</b>” সহগ ঘোষণা দেয়ার</p>

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
		<p>(খ)। বিধি ২১ অনুযায়ী সহগ ঘোষণা প্রদানের সময়ের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে; এবং</p> <p>সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে রেয়াতের বৈধতার প্রশ্নে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণার বাধ্যবাধকতা রহিতকরণার্থে প্রদত্ত সংশোধনীর প্রস্তাবনা;</p> <p>(গ) মোট উপকরণ মূল্য ৭.৫% এর স্থলে ২০% এর অধিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন উপকরণ-উৎপাদ সহগ প্রদানের বিধান প্রবর্তনের প্রস্তাবনা।</p> <p>(ঘ) উপকরণ মূল্যের থেকে কম মূল্যে প্রদত্ত সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত বাতিলের সীমা নির্ধারণ বিষয়ে প্রদত্ত প্রস্তাবনা; এবং</p> <p>(ঙ) “পরিবহন সেবা” এর বিপরীতে ৮০% এর স্থলে ১০০% উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের বৈধতা প্রদান প্রসঙ্গে প্রদত্ত প্রস্তাবনা।</p> <p>রেয়াত ব্যবস্থা সহজীকরণ</p>		<p>(গ) ধারা ৪৬ এর (১) এর দফা (ঢ): মোট উপকরণ মূল্য ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশের অধিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন উপকরণ-উৎপাদ সহগ প্রদান না করিলে অতিরিক্ত বর্ধিত উপকরণ কর;</p> <p>(ঘ) ধারা ৪৬(১) এ দফা (গ)ঃ উপকরণ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলে;</p>	<p>efficient) এ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঘোষিত নেই এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর’’;</p> <p>(গ) ধারা ৪৬ এর উপধারা (১) অধীন দফা (ঢ) এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলঃ ধারা ৪৬ (১) এর দফা (ঢ): মোট উপকরণ মূল্য ৭.৫ ২০% (সাত দশমিক পাঁচ কুড়ি) শতাংশের অধিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন উপকরণ-উৎপাদ সহগ প্রদান না করিলে অতিরিক্ত বর্ধিত উপকরণ কর;</p>	<p>বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান; অপরদিকে ধারা ৪৬ (১) অধীন দফা (গ) এর বিধান অনুযায়ী উপকরণ সংগ্রহ পরবর্তী চার কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত গ্রহণ করতে হয়; তাই এ মেয়াদের মধ্যে পণ্য “উৎপাদন বা সরবরাহ” এর ঘটনা না ঘটলে সহগ ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজন নেই; এমতাবস্থায় ধারা ৪৬ (১) অধীন দফা (ড) এর বিধানটি সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও বাস্তবসত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য;</p> <p>তাছাড়াও সেবা সরবরাহকারীর জন্য রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহগ ঘোষণার বাধ্যবাধকতার বিধান বিষয়ে উল্লেখ্য যে ধারা ২ (৯৪) এর বিধানে প্রদত্ত “সরবরাহ” এর সংজ্ঞা অনুযায়ী সেবা সরবরাহকারীর ক্ষেত্রেও সহগ ঘোষণার বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হলেও তা বাস্তবভিত্তিক নয়; উল্লেখ্য এসআরও নম্বর ১১৭-আইন ২০২০/১০০/মুসক, তারিখ ১৪/০৫/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে “মুসক ৪.৩” এর ফরমেট হতে “সেবা” শব্দটি বিলুপ্তিকরণ সহ জাঃরাঃবোঃ কর্তৃক জারীকৃত ব্যাখ্যা পত্র নং ০৮/মুসক/২০২০, তারিখ ১৪/১০/২০২০ খ্রিঃ বলে “সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মুসক ৪.৩) ঘোষণার প্রয়োজন নেই।” মর্মে বলা হয়েছে, তবুও আলোচ্য ক্ষেত্রে রেয়াত গ্রহণের বৈধতার প্রশ্নে আইনের বিধানটি তথা ধারা ৪৬ (১)(ড) এর বিধান, একই আইনের ধারা-৩ অনুযায়ী, প্রাধান্য পেয়ে বোর্ডের উপর্যুক্ত এসআরও এবং স্পষ্টিকরণ মূলক ব্যাখ্যা পত্র অকার্যকর মর্মে</p>

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
			<p>ধারা (৪৬) উপধারা (১)(খ)</p> <p>ধারা (৪৬) উপধারা (১)(ঙ)</p> <p>ধারা (৪৬) উপধারা (১)(ছ)</p>	<p>(ঙ) ধারা ৪৬ (২) এর দফা (ঘ): (এর বিধান অনুযায়ী “পরিবহন সেবা সংক্রান্ত” অর্জন তথা এ উপকরণের উপর রেয়াত ৮০% গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করতে)</p> <p>“(ঘ) উক্ত অর্জন পণ্য পরিবহন সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের ৮০ (আশি) শতাংশের অধিক হয়।”</p> <p>নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে রেয়াত এর বিষয় সুস্পষ্টীকরণ: বর্তমানে ধারা ৪৬ (১)(খ) অনুসারে দাখিলপত্রে উৎপাদ কর না থাকিলে আমদানিকৃত সেবার উপর রেয়াত প্রযোজ্য হইবে না।</p> <p>ঙ) যদি কোনো পণ্য বা সেবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্রয় হিসাব পুসত্নকে ক্রয় বিক্রয় হিসাব পুসত্নকে অন্তর্ভুক্ত না হয়।</p> <p>বিক্রয় কর চালানপত্রে আমদানি চালান সংশ্লিষ্ট বিল অফ এন্ট্রি নম্বর উল্লেখ:- ধারা ৪৬ উপধারা (১)(ছ)</p>	<p>(ঘ) ধারা ৪৬ উপধারা (১) অধীন দফা (গ) এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলঃ</p> <p>ধারা ৪৬ (১) এর দফা (গ): “উপকরণ মূল্যের <del>কম</del> থেকে কম মূল্যে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলে পার্থক্যজনিত মূল্যের উপর আনুপাতিক হারে গৃহীত রেয়াত।”</p> <p>(ঙ) ধারা ৪৬ এর উপধারা (২) অধীন দফা (ঘ) এর বিধানটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হলো;</p> <p><del>“(ঘ) উক্ত অর্জন পণ্য পরিবহন সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের ৮০ (আশি) শতাংশের অধিক হয়।”</del></p> <p>ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১)(ঙ) বিলুপ্ত করা</p> <p>ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১ছ) বিলুপ্ত করা</p>	<p>বিবেচ্য। তাই ৬নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</p> <p>(গ) মুদ্রাস্ফিতি, বৈদেশিক মুদ্রা বিশেষ করে ডলারের মূল্যবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রেক্ষিতে প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</p> <p>(ঘ) আলোচ্য ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা ও ভুলবুঝাবুঝি দূরীকরণার্থে ৬নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</p> <p>(ঙ) উপকরণ বা কাঁচামাল পরিবহণ বাবদ সেবার কোড “S০৪৮.০০” অধীন “পরিবহণ ঠিকাদার” এর সেবার উপর প্রযোজ্য মুসক সেবাটির মূল্যের সাথে “মুসক ৬.৩” এর</p>

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
			<p>ধারা (৪৬) উপধারা (১)(ঠ)</p> <p>ধারা (৪৬) উপধারা (১)(ঢ)</p>	<p>আমদানিকারকের নিকট হইতে সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমদানিকারক কর্তৃক ইস্যুকৃত কর চালানপত্রে আমদানি চালান সংশ্লিষ্ট বিল অফ এন্ট্রি নম্বর উল্লেখ না থাকিলে এবং কর চালান পত্রে বর্ণিত পণ্যের বর্ণনার সহিত আমদানি বিল অফ এন্ট্রিতে বর্ণিত পণ্যের বর্ণনার মিল না থাকিলে;</p> <p>ঠ) রপআনির ক্ষেত্র ব্যতীত মুসকের হার ১৫ শতাংশের নিম্নে কিংবা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রহিয়াছে এমন নির্দিষ্টকৃত কোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;</p> <p>ঢ) মোট উপকরণ মূল্য ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশের) অধিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন উপকরণ উৎপাদক প্রদান না করিলে অতিরিক্ত বর্ধিত উপকরণ কর।</p>	<p><b>উপধারা (১)(ঠ) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব:</b></p> <p>ঠ) রপআনির ক্ষেত্র ব্যতীত মুসকের হার ১৫ শতাংশের নিম্নে কিংবা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রহিয়াছে এমন নির্দিষ্টকৃত কোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর, সংশ্লিষ্ট উৎপাদ কর হার ও আদর্শ কর হার এর অনুপাতিক হারে রেয়াত যোগ্য হইবে;</p> <p><b>ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১)(ঢ) বিলুপ্ত করা</b></p>	<p>মাধ্যমে পরিশোধিত; তাই আলোচ্য ক্ষেত্রে সমুদয় মুসক রেয়াতযোগ্য না হয়ে ৮০% রেয়াতযোগ্য হওয়ার কোন যৌক্তিক সুযোগ নেই। তাই প্রস্তাবটি যৌক্তিক বিবেচ্য;</p> <p>মাঠ পর্যায়ে বিভ্রামিত্য দূর করার লক্ষ্যে রেয়াত গ্রহণের শর্তটি অধিকতর স্পষ্টীকরণ করা প্রয়োজন।</p> <p>রেয়াত গ্রহণের জন্য ক্রয় সংশ্লিষ্ট বৈধ চালান পত্রই যথেষ্ট। তাই রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টিকারী এইরূপ অতিরিক্ত শর্ত আরোপ যুক্তিযুক্ত নয়।</p> <p>চলমান ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একজন সরবরাহ প্রদানকারীর পক্ষে কর চালানপত্রে পণ্য বিক্রয় এর সময় পণ্য ক্রয় সংশ্লিষ্ট বিল অফ এন্ট্রি নম্বর উল্লেখ করা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ একই ইঙউ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয় এবং যা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বিক্রয় করা হয়। তাই কখন কোন ইঙউ এর পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে তার</p>

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
						<p>হিসাব রাখা বাসআবে অত্যম্ভ দুরূহ। উপরন্তু অনেক সময় পন্যের বাণিজ্যিক নাম আমদানিকৃত বিল অফ এন্ড্রিতে উল্লেখিত পন্যের বর্ণনার সঙ্গে হবহ একই নাও হতে পারে। অপরদিকে সরবরাহ গ্রহণকারীর পক্ষে সরবরাহ গ্রহণের সময় সরবরাহ প্রদানকারী আমদানিকারক না খুচরা বিক্রেতা না উৎপাদনকারী ইহা বিবেচনা করে পণ্য বা সেবা ক্রয় করা বাসআবসম্মত নয়। তাই রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে এইরূপ শর্ত আরোপ যুক্তিযুক্ত নয়।</p> <p>আদর্শ মূসক ব্যাবস্থার মূল চালিকা শক্তি রেয়াত, তাই সকল ক্ষেত্রে যথাযথ রেয়াত নিশ্চিত করার মাধ্যমে মূসক ব্যাবস্থা প্রবর্তনের পথ সুগম করাই যুক্তিযুক্ত।</p> <p>রেয়াত গ্রহণের জন্য ক্রয় সংশ্লিষ্ট বৈধ চালান পত্রই যথেষ্ট। তাই রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টিকারী এইরূপ অতিরিক্ত শর্ত আরোপ যুক্তিযুক্ত নয়। বিগত আইনের সর্বাধিক বিতর্কিত বিষয় মূল্য ঘোষণা নতুন আইনে থাকবে না এ মর্মে এনবিআরের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বহুবার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে এবং নতুন আইনের প্রচারণা ব্যানার তা বিশেষভাবে প্রচার</p>



নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
						<p>করা হয়েছে।কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত বিষয়টি কোন প্রকার আলাপ-আলোচনা ছাই শেষ মুহূর্তে নতুন আইনে ভিন্ন নামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যা নিবন্ধিত ব্যক্তি বা করদাতাদের সঙ্গে প্রতারণার সামিল।</p> <p>এই হয়রানিমূলক বিধান এর ফলে ইতিমধ্যে দেশব্যাপী বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে এবং নিবন্ধিত ব্যক্তিগণ হয়রানির শিকার হচ্ছে। মূল্য ঘোষণা অর্থাৎ উপকরণ- উৎপাদ সহগ ঘোষণা অন্য কোন দেশের ভ্যাট আইনে নাই।</p> <p>তাই এই বিতর্কিত বিধান সংশ্লিষ্ট সকল ধারা, উপধারা ও শর্তাবলি বাতিল করে নতুন আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে র পথ সুগম করাই বাঞ্ছনীয়।</p>
১০.	এমসিসিআই	<p><b>(ক)</b> ক্রয়কৃত উপকরণের আংশিক মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্যতার অর্থোক্তিক বিধান যা বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগীক জটিলতা হেতু “বাকীতে (Credit) উপকরণ ক্রয়ের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণে ক্ষেত্রে পালনীয় পদ্ধতি” সম্বলীত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যাপত্র নম্বর ১০/মুসক/২০২০, তারিখ ১১/১১/২০২০ খ্রিঃ পরবর্তীতে জারীকৃত বোর্ডের পত্র নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২২.০০২.১৫/৪৬৭, তারিখ ১০/১২/২০২০ খ্রিঃ অনুযায়ী</p>	ধারা ৪৭ এর উপধারা-(১),	<p><b>(ক) ধারা-৪৭ আংশিক উপকরণ কর রেয়াত-</b></p> <p><b>(১)</b> যেক্ষেত্রে একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন করযোগ্য সরবরাহের আংশিক পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধে দায়ী থাকেন, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহা উক্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধ করিতে দায়ী থাকেন সেই পরিমাণের ভিত্তিতে নিরূপণ করিতে হইবে।</p>	<p><b>(ক)</b> ধারা ৪৭ এর উপধারা-(১) এর বিধানটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হলো:</p> <p><del><b>(১) যেক্ষেত্রে একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন করযোগ্য সরবরাহের আংশিক পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধে দায়ী থাকেন, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহা উক্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধ করিতে দায়ী থাকেন সেই পরিমাণের ভিত্তিতে নিরূপণ করিতে হইবে।</b></del></p>	<p><b>(ক)</b> ৩নং কলামে বর্ণিত পরিস্থিতিতে ৬নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</p>

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
		<p><b>(উভয় পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত)</b>  বাতিলকরণ হেতু আলোচ্য ধারা ৪৭ এর উপধারা-(১) এর বিধানটি বিলুপ্তিকরণের প্রস্তাবনা;</p> <p><b>(খ)</b> ধারা ৪৭ এর উপধারা - (১ক) এর বিধানে উপকরণ করের আংশিক প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে “ধারা ৪৬ অনুসরণ পূর্বক সমুদয় সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন” মর্মে প্রদত্ত বাক্যাংশের পরিবর্তে “ধারা ৪৬ এর উদ্দেশ্য বাসঅবায়নার্থে” মর্মে বাক্যাংশটি প্রতিস্থাপিত হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</p> <p><b>(গ)</b> মূসক দাখিলপত্রের মাধ্যমে নীট রেয়াত গ্রহণের পদ্ধতির বিষয়টি ধারা ৪৭ এর উপধারা- (১ক) এর সুস্পষ্ট বিধানের উল্লেখ সত্ত্বেও উপর্যুক্ত বিধানটির সাথে উপধারা (২) ও (৩) এর বর্তমান বিধানের অস্পষ্টতা ও সাংঘর্ষিকতা পরিহার কল্পে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টিকরণার্থে উপধারা-(২) এর বিধানে আনীত সংশোধনী প্রস্তাব।</p>	<p><b>(খ)</b> ধারা ৪৭ এর উপধারা-(১ক)  .....</p>	<p><b>(খ) ধারা ৪৭ এর উপধারা- (১ক):</b>  (১ক) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক আদর্শ মূসক হার বা হাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট কর বা</p>	<p><b>(খ)</b> ধারা ৪৭ এর উপধারা-(১ক) এর বিধানটিতে উল্লিখিত “ধারা ৪৬ অনুসরণ পূর্বক” শব্দগুলি পরিবর্তে “ধারা ৪৬ এর উদ্দেশ্য বাসঅবায়নার্থে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাবসহ বিধানটি নিম্নরূপে উপস্থাপনের প্রস্তাব করা হলো।  (১ক) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক আদর্শ মূসক হার বা</p>	<p><b>(খ)</b> ধারা ৪৭ এর উপধারা - (১ক) এর বিধানে উপকরণ করের আংশিক প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে “<b>ধারা ৪৬ অনুসরণ পূর্বক সমুদয় সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করিতে</b></p>

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
			<p>(গ) ধারা ৪৭ এর উপধারা-(২)</p>	<p>অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট বা এইরূপ কতিপয় ধরনের বা এইরূপ সকল ধরনের পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলে কেবল শূন্য হার ও আদর্শ মূসক হারে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক উপকরণ হিসেবে পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণের পর ধারা ৪৬ অনুসরণপূর্বক সমুদয় সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে, সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির পর তাহাকে উক্ত কর মেয়াদে সরবরাহকৃত হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট কর বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা এইরূপ কতিপয় ধরনের বা এইরূপ সকল ধরনের পণ্য বা সেবার উপকরণের বিপরীতে গৃহীত রেয়াত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়পূর্বক দাখিলপত্রে প্রদর্শন করিতে হইবে।</p> <p>(গ) ধারা ৪৭ এর উপধারা-(২): কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন কর মেয়াদে আমদানি বা অর্জনের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন; তবে, পূর্ণ উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য না হইলে তদীয় সমুদয় আমদানি বা অর্জনের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্যতা উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিরূপণ করিতে হইবে।</p>	<p>হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট কর বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট বা এইরূপ কতিপয় ধরনের বা এইরূপ সকল ধরনের পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলে কেবল শূন্য হার ও আদর্শ মূসক হারে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক উপকরণ হিসেবে পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণের পর ধারা ৪৬ এর উদ্দেশ্য বাসআবায়নার্থে অনুসরণপূর্বক সমুদয় সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন; তবে, সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির পর তাহাকে উক্ত কর মেয়াদে সরবরাহকৃত হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট কর বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা এইরূপ কতিপয় ধরনের বা এইরূপ সকল ধরনের পণ্য বা সেবার উপকরণের বিপরীতে গৃহীত রেয়াত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়পূর্বক দাখিলপত্রে প্রদর্শন করিতে হইবে।</p> <p>(গ) ধারা ৪৭ এর উপধারা-(২) এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলো:</p> <p><b>ধারা ৪৭ এর উপধারা-(২):</b></p> <p>কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন কর মেয়াদে আমদানি বা অর্জনের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন; তবে, পূর্ণ উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য না হইলে তদীয় সমুদয় আমদানি বা অর্জনের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্যতা <b>উপ-ধারা (১ক) এর বিধানের আওতায়</b></p>	<p><b>পারিবেন”</b> মর্মে প্রদত্ত বাক্যাংশের পরিবর্তে <b>“ধারা ৪৬ এর উদ্দেশ্য বাসআবায়নার্থে”</b> মর্মে বাক্যাংশটি প্রতিস্থাপিত হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য; কেননা ধারা ৪৬ অনুসরণ পূর্বক আদর্শ হার ও শূন্য হার যুক্ত সরবরাহ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণের কোন বৈধ সুযোগ নেই।</p> <p>(গ) মূসক দাখিলপত্রের মাধ্যমে নীট রেয়াত গ্রহণের পদ্ধতির বিষয়টি ধারা ৪৭ এর উপধারা-(১ক) এর সুস্পষ্ট বিধানের উল্লেখ সত্ত্বেও উপর্যুক্ত বিধানটির সাথে উপধারা (২) ও (৩) এর বর্তমান বিধানের অস্পষ্টতা ও সাংঘর্ষিকতা পরিহার কল্পে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টিকরণার্থে উপধারা-(২) এর বিধান</p>

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
					কার্যকর করিতে উপ-ধারা (৩) এর অধীন <del>নিরূপণ</del> <del>করিতে</del> নিরূপণযোগ্য হইবে।	আনীত সংশোধনী প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
১১.	এমসিসিআই	উৎসে কর্তিত মুসক সমন্বয়ের বৈধ সুযোগ সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ৫০ এর উপধারা (২) এর বর্তমান বিধানে মূল্য পরিশোধ পরবর্তী তিন কর মেয়াদের পরিবর্তে চার কর মেয়াদ নির্ধারণ করতে উহা সংশোধনীর প্রস্তাবনা।	ধারা ৫০ এর উপধারা (২)।	ধারা ৫০ এর উপধারা (২): যে কর মেয়াদে কোন সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা সেই কর মেয়াদের পরবর্তী ৩ (তিন) কর মেয়াদে উক্ত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর সমন্বয় দাবী তামাদি হইবে।	ধারা ৫০ এর উপধারা ২ এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলো:- “যে কর মেয়াদে কোন সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা সেই কর মেয়াদের পরবর্তী <del>৩ (তিন)</del> ৪ (চার) কর মেয়াদে উক্ত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পরে সমন্বয় দাবী তামাদি হইবে।”	অর্থ আইন, ২০২২ দ্বারা ধারা ৫০ এর উপধারা (২) এর বিধানে আনীত সংশোধনী অনুযায়ী উৎসে কর্তন সংশ্লিষ্ট সরবরাহের মূল্য পরিশোধের পরবর্তী ৩ (তিন) কর মেয়াদের মধ্যে আলোচ্য সমন্বয় সাধন না করলে দাবী তামাদি হওয়ার বিধান দেয়া হয়েছে (যা ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত ৬ (ছয়) মাস ছিল); উপর্যুক্ত বিধানটি অগ্রিম করের হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ ও উপকরণ কর রেয়াদ গ্রহণের সর্বোচ্চ মেয়াদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে ৬ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
১২.	এমসিসিআই	কর নির্ধারণী নোটিশ/আদেশের বিরুদ্ধে করদাতার আপীল দায়েরের সংবিধান সম্মত মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার করে উহাকে কার্য ধারায় “চূড়ান্ত প্রমাণ (Absolute Proof)” হিসেবে গণ্য করে “উহা আকার ও প্রকারগত কারণে রদ করা যাইবে না” ইত্যাদি ন্যায় বিচার (Natural Justice) পরিপন্থি যে বিধান আইনের ধারা- ৭৭ এর অধীন প্রদত্ত হয়েছে উহা সংশোধনীর প্রস্তাবনা।	ধারা ৭৭।	ধারা ৭৭। কর নির্ধারণী নোটিশের গ্রহণযোগ্যতা।- (১) চূড়ান্ত কর নির্ধারণ নোটিশের মূল বা সত্যায়িত কপি কার্যধারায় চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে এমনরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে যেন উক্ত কর নির্ধারণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং কর নির্ধারণ সম্পর্কিত কার্যক্রম ব্যতীত, কর নির্ধারণের সকল বিষয় এবং নির্ধারিত করের পরিমাণ যথার্থ বিবেচিত হইবে। (২) কোন কর যাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে বা কার্যকর করা হইয়াছে, উহা আকার ও প্রকারগত কারণে রদ করা যাইবে না বা বাতিল বা বাতিলযোগ্য বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। (৩) কোন কাজ না করা বা কোন ভুল-ত্রুটি কারণে কোন কর নির্ধারণ ক্ষতিগ্রস্ত বা	ধারা- ৭৭ এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলো: “ধারা ৭৭। চূড়ান্ত কর নির্ধারণী নোটিশের গ্রহণযোগ্যতা।- (১) কর নির্ধারণ নোটিশের মূল বা সত্যায়িত কপি কার্যধারায় চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে করদাতার আপীল দায়েরের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া এবং আপীলের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে এমনরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে যেন উক্ত কর নির্ধারণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং কর নির্ধারণ সম্পর্কিত কার্যক্রম ব্যতীত, কর নির্ধারণের সকল বিষয় এবং নির্ধারিত করের পরিমাণ যথার্থ বিবেচিত হইবে। (২) কোন কর যাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে বা কার্যকর করা হইয়াছে, উহা আকার ও প্রকারগত কারণে আপীলের সিদ্ধান্ত ব্যতীত রদ করা যাইবে না বা বাতিল বা বাতিলযোগ্য বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। (৩) <del>কোন কাজ না করা বা কোন ভুল-ত্রুটির কারণে</del>	(১) করদাতার আপীল দায়েরের যৌক্তিক/মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে ও ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ বিষয়টি যৌক্তিক বিবেচনায় ধারা ৭৭ এর সংশোধনীর প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।  (২) করদাতার আপীল দায়েরের যৌক্তিক/মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে ও ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
				প্রভাবিত হইবে না, যদি কর নির্ধারণ এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং কর নির্ধারণের আওতাধীন ব্যক্তি বা যাহার উপর কর নির্ধারিত হইতে পারে তাহার নাম উক্ত নোটিশে সাধারণ ধারণা অনুযায়ী উল্লিখিত হয়।	কোন কর নির্ধারণ ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত হইবে না, যদি কর নির্ধারণ এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং কর নির্ধারণের আওতাধীন ব্যক্তি বা যাহার উপর কর নির্ধারিত হইতে পারে তাহার নাম উক্ত নোটিশে <del>সাধারণ ধারণা অনুযায়ী</del> <b>যৌক্তিক প্রমাণ সাপেক্ষে</b> উল্লিখিত হয়।”	বিষয়টি যৌক্তিক বিবেচনায় ধারা ৭৭ এর সংশোধনীর প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য। (৩) প্রস্তাবিত সংশোধনী বাসম্মবায়ন ব্যতীত ধারা ৭৩ অধীন কারণ দর্শানো নোটিশ জারীকরণ ও শুনানীগ্রহণ ব্যতীত কর নির্ধারণ করলেও তা বর্তমান বিধান অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য বিবেচ্য হবে, যা ন্যয় বিচারের (Natural Justice) পরিপন্থি মর্মে বিবেচ্য; তাই প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
১৩.	এমসিসিআই	জরিমানা আরোপ সংশ্লিষ্ট বিধানটি ১৯৯১ সনের মূসক আইনের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাবনা।	ধারা- ৮৫ এর উপ-ধারা (২)	ধারা ৮৫ এর উপধারা “(২) অপরাধ বা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যর্থতা, অনিয়ম বা কর ফাঁকি ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুযায়ী করণীয় কোন কিছু করিতে ব্যর্থ হন বা নিষিদ্ধ কিছু করেন, তাহা হইলে ধারা ৮৬তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত ব্যর্থতা বা কর্মকান্ডের গুরুত্ব ও পৌণঃপুণিকতাভেদে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও পরিমাণে, জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।”	ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (২) এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হল:  “(২) অপরাধ বা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যর্থতা, অনিয়ম বা কর ফাঁকি ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুযায়ী করণীয় কোন কিছু করিতে ব্যর্থ হন বা <del>নিষিদ্ধ</del> <b>সংশ্লিষ্ট বিধান বিরুদ্ধ</b> কিছু করেন, তাহা হইলে ধারা ৮৬তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত ব্যর্থতা বা কর্মকান্ডের গুরুত্ব ও পৌণঃপুণিকতাভেদে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে <del>এ</del> <b>পরিমাণে, অনূন ১০ (দশ) হাজার টাকা এবং অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা</b> জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।”	আলোচ্য ক্ষেত্রে বিষয়টি মূসক আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭(২) এর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যৌক্তিক বিবেচনায় ৬নং কলামের প্রস্তাবনা যৌক্তিক বিবেচ্য।
১৪.	এমসিসিআই	আপীল দায়েরের জন্য Statutory জমার অংক যৌক্তিক প্রেক্ষিতে হ্রাসকরণের নিমিত্তে ধারা ১২১ (২) এর সংশোধনী প্রস্তাবনা।	ধারা ১২১ এর উপ-ধারা (২)	ধারা ১২১ এর উপ-ধারা (২): মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত কোন সংস্কৃক ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, তাহাকে উক্ত আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবিকৃত করের, জরিমানা ব্যতীত ২০ (বিশ) শতাংশ পরিমাণ অর্থ	ধারা ১২১ এর উপ-ধারা (২) এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলো:  <b>ধারা ১২১ এর উপ-ধারা (২)০৪</b> “মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত কোন সংস্কৃক ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, তাহাকে উক্ত আপীল	ধারা ১২১ (২) এর বর্তমান বিধান অনুযায়ী দাবীকৃত শুধুমাত্র জরিমানা বাদে “কর” এর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুদ সহ বাকী অর্থের ২০% নগদ জমা দিয়ে কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল রম্মজুকরণ অনেকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য; এবং কমিশনার (আপীল) এর

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
				পরিশোধ করিতে হইবে:	দায়ের কালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবীকৃত করের, জরিমানা ও সুদ ব্যতীত <del>২০ (বিশ)</del> ১০ (দশ) শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।”	রায়ের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাতে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে আইনে কোন অর্থ জমার প্রয়োজন না থাকলেও ট্রাইব্যুনাালের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল রম্মজুর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জরিমানা ব্যতীত “কর” এর ১০% অর্থাৎ সর্বমোট (২০+১০)= ৩০% জমা প্রদানের বিধান দেয়া হয়েছে; তাছাড়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুদ জরিমানার অনুরূপ বিবেচনায় আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে জরিমানার অংশ জমা প্রদানের ক্ষেত্রে যেহেতু অব্যাহতি দেয়া হয়েছে সেই একই বিবেচনায় সুদের ক্ষেত্রেও একইরূপ অব্যাহতি থাকা যৌক্তিক বিবেচ্য; বিধায় ৬নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
১৫.	এমসিসিআই	আপীল দায়েরের জন্য Statutory জমার অংক যৌক্তিক প্রেক্ষিতে হ্রাসকরণের নিমিত্তে ধারা ১২২ এর সংশোধনী প্রস্তাবনা।	ধারা ১২২ এর উপধারা (২)।	<p>ধারা ১২২। আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে আপীল।-            ধারা ১২২ এর উপ-ধারা (২): মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, তাকে উক্ত আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবীকৃত করের, জরিমানা ব্যতীত ২০ (বিশ) শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।</p> <p>তবে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কমিশনার (আপীল) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে এ আপীল দায়ের করা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার উপর দাবীকৃত কর বা আরোপিত অর্থদন্ডের কোন অংশ জমা প্রদান করিতে হইবে না।</p>	<p>ধারা ১২২। আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে আপীল।-            ধারা ১২২ এর উপ-ধারা (২) এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণ সহ উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধান দুটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হল:</p> <p>ধারা ১২২ এর উপ-ধারা “(২): মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, তাকে উক্ত আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবীকৃত করের জরিমানা ও সুদ ব্যতীত <del>২০ (বিশ)</del> ১০ (দশ) শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে;</p> <p>তবে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কমিশনার (আপীল) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কাস্টম, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে এ আপীল দায়ের করা হইলে সংশ্লিষ্ট</p>	ধারা ১২২ (২) এর বর্তমান বিধান অনুযায়ী কমিশনার বা সমমর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক দাবীকৃত শুধুমাত্র জরিমানা বাদে “কর” এর বাকী অর্থের ২০% নগদ জমা দিয়ে ট্রাইব্যুনাতে আপীল রম্মজুরণ অনেকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য এবং কমিশনার (আপীল) এর রায়ের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাতে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে আইনে কোন অর্থ জমা প্রদানের প্রয়োজন না থাকলেও ট্রাইব্যুনাালের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল রম্মজুর ক্ষেত্রে “কর” এর ১০% অর্থাৎ সর্বমোট (২০+১০)= ৩০% জমা প্রদানের বিধান দেয়া হয়েছে; যা অনেকের জন্য কষ্টসাধ্য; তাছাড়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুদ জরিমানার অনুরূপ বিবেচনায় আপীল দায়েরের সময় জরিমানার অর্থ জমা প্রদানের ক্ষেত্রে যেহেতু অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সেহেতু সেই একই বিবেচনায়

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
				<p>(৩) আপীলাত ট্রাইব্যুনাল আপীলের পক্ষগণের শুনানী গ্রহণের পর অন্তর্বর্তীকালীন কর আদায়ের স্থগিতাদেশসহ যেইরূপ সংগত এবং সমীচীন মনে করিবেন সেই রূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।</p> <p>(৪) কর আদায় স্থগিতকরণ সংক্রান্ত আপীলাত ট্রাইব্যুনালের যেকোন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, উহা প্রদানের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইবার পরের দিবসে অকার্যকর হইবে, যদি না কার্যধারাটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন করা হয়, বা উহার পূর্বে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অন্তর্বর্তী আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।</p>	<p>ব্যক্তিকে তাহার উপর দাবীকৃত উপযুক্তরূপ রাজস্ব বা আরোপিত <del>অর্থদন্ডের</del> জরিমানার কোন অংশ জমা প্রদান করিতে হইবে না।</p> <p><del>(৩) আপীলাত ট্রাইব্যুনাল আপীলের পক্ষগণের শুনানী গ্রহণের পর অন্তর্বর্তীকালীন কর আদায়ের স্থগিতাদেশসহ যেইরূপ সংগত এবং সমীচীন মনে করিবেন সেই রূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।</del></p> <p><del>(৪) কর আদায় স্থগিতকরণ সংক্রান্ত আপীলাত ট্রাইব্যুনালের যেকোন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ উহা প্রদানের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইবার পরের দিবসে অকার্যকর হইবে, যদি না কার্যধারাটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন করা হয়, বা উহার পূর্বে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অন্তর্বর্তী আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।</del></p>	<p>সুদের ক্ষেত্রেও একইরূপ অব্যাহতি থাকা যৌক্তিক বিবেচ্য;</p> <p>অধিকন্তু, শর্তাংশে বর্ণিত “অর্থদন্ডের” পরিবর্তে “জরিমানার” শব্দটি প্রতিস্থাপন জরুরী বিবেচ্য;</p> <p>উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে আপীল রম্মজুর জন্য Statutory জমার ক্ষেত্রে ৬নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য;</p> <p><b>উপ-বিধি (৩) ও (৪) এর ক্ষেত্রে:</b> যখন আপীল রম্মজুর জন্য Statutory জমা প্রদানপূর্বক রম্মজুকৃত আপীল মামলা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আদেশের কার্যকারিতাও ভূতাপেক্ষভাবে স্থগিত হয়ে যায় মর্মে গণ্য হওয়া যৌক্তিক মর্মে বিবেচ্য; ; তাছাড়া সংশ্লিষ্ট কোন আইনের বিধানের আওতায় আপীলটি শুনানির জন্য আপীলাত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা, আর কোন আদেশের বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্রের অধীন মৌলিক অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় রম্মজুকৃত রীট মামলায় মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক রম্মলনিশী জারী ও তৎপ্রেক্ষিতে স্থগিত আদেশ প্রদান</p>

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
						এক জিনিস বিবেচনার সুযোগ নেই; বিধায় উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধান অযৌক্তিক বিবেচ্য। তাই ৬নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
১৬.	এমসিসিআই	হাইকোর্টে আপীল দায়েরের জন্য ১৯৯১ সনের মুসক আইনের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে বর্তমান আইনে Statutory জমা এর বিধান রহিতকরণের লক্ষ্যে ধারা ১২৪ এর উপধারা (৪) এর বিধানটি বিলুপ্তির প্রস্তাবনা।	ধারা ১২৪ এর উপধারা (৪)	<b>ধারা ১২৪। হাইকোর্ট বিভাগে আপীল।</b>  উপধারা (৪): মুসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা- (১) এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে আপিলের আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে, তাকে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত প্রদেয় করের, জরিমানা ব্যতীত, ১০ (দশ) শতাংশ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।	ধারা ১২৪ এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণ এবং উপ-ধারা (৪) এর বিধানটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হলঃ  <del>(৪) মুসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা- (১) এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে আপিলের আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে, তাকে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত প্রদেয় করের, জরিমানা ব্যতীত, ১০ (দশ) শতাংশ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।</del>	কমিশনার (আপীল) ও ট্রাইবুন্যাল পর্যায়ে নতুনভাবে প্রদত্ত প্রস্তাবনা অনুযায়ী ১০% অর্থ জমা প্রদান বা আইনের বর্তমান বিধান অনুযায়ী ২০% জমা দিয়ে প্রতিকার না পেয়ে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল রম্বজুর ক্ষেত্রে পূর্ণরায় ১০% অর্থাৎ সর্বমোট ৩০% জমা দিয়ে, বিশেষ করে বড় অংকের মামলায় প্রতিকার পাওয়ার আবেদন করা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই উচ্চতর আদালতে আপিলের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ সীমিত হওয়া বা রম্বদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হওয়ার আশংকা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসক কর্মকর্তা কর্তৃক কারণ দর্শানো নোটিশ জারীর বিরম্বদ্ধেই শুরম্বতেই বা কার্যধারার যে কোন পর্যায়ে শাসনতন্ত্রের অধীন মৌলিক অধিকার খর্বের কারণ দেখিয়ে রীট মামলায় যেয়ে স্থগিতাদেশ সহ রম্বল নিতে সচেষ্ট হবে; যা রাজস্বের জন্য বরং আরো ক্ষতিকর হবে, তাই হাইকোর্টে আপীল দায়েরের জন্য ১৯৯১ সনের মুসক আইনের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে বর্তমান আইনে Statutory জমা এর বিধান রহিতকরণের লক্ষ্যে ধারা ১২৪ এর উপধারা (৪) এর বিধানটি বিলুপ্তির প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।]



নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
১৭.	এমসিসিআই	LP Gas এর ক্ষেত্রে ১৯৯১ সনের মূসক আইন অধীন ট্যারিফ মূল্য ভিত্তিক প্রদেয় মূসকের তুলনায় বর্তমানে খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য ভিত্তিক উৎপাদন পর্যায়ে ৫% এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ের ২% মূসক উৎপাদন পর্যায়েই অগ্রিম আদায় হেতু আলোচ্য ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি মূসক প্রদান ভোক্তা সাধারণের জন্য কষ্টসাধ্য হওয়ায় আলোচ্য ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট করার পরিমাণ ভিত্তিক মূসক আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাবনা।	তৃতীয় তফসিলের টেবিল-১ অধীন খন্ড-ক ও দফা (৩)।	আইনের তৃতীয় তফসিলের টেবিল-১ অধীন (খন্ড ক- মসূক আরোপযোগ্য পণ্য) এর ছকে শিরোনামা সংখ্যা ২৭.১১ এর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট এইচএসকোড ভুক্ত এলপি গ্যাসের উৎপাদন বা ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহের উপর “মূল্য” ভিত্তিক ৫% ও একই তফসিলের দফা (৩) অনুযায়ী শুধুমাত্র ব্যবসায়ী পর্যায়ে ২% মূসক হার বলবৎ আছে, যা উৎপাদন পর্যায়েই অগ্রীম আদায় পদ্ধতি কার্যকর করা হলেও বিষয়টিকে আইনানুগভাবে বৈধতা প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত সাধারণ আদেশ ১৮/মূসক/২০১৯, তারিখ ২৩/০৭/২০১৯ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ১ অধীন “পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে মূসক নির্ণয় ও পরিশোধ পদ্ধতি” এর অধীন যে কয়টি পণ্যের নাম উল্লেখ আছে তার মধ্যে ‘এলপি গ্যাসের’ উল্লেখ না থাকায় আলোচ্য ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বিদ্যমান।  অথচ: উপর্যুক্ত অবস্থার বিপরীতে ১৯৯১ সনের মূসক আইনের অধীন ট্যারিফ মূল্য নির্ধারিত থাকায় এলপি গ্যাসের মূল্যের ক্ষেত্রে ভ্যাটের আপাতন বর্তমানের তুলনায় অনেক কম ছিল।	আইনের: ৩য়: তফসিলের “টেবিল- ১ (খন্ড ক- মসূক আরোপযোগ্য পণ্য)” এর ছকের কলাম ০১ এ বর্ণিত শিরোনামা সংখ্যা ২৭.১১ ও তার বিপরীতে কলাম (২, (৩) ও (৪) এ বর্ণিত এন্ট্রিসমূহ ও একই তফসিলের দফা (৩) এর অধীন উল্লিখিত “এলপি গ্যাস” শব্দ দুইটি বিলুপ্তকরণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট ৩য় তফসিলের “টেবিল-৪ (খন্ড ক- মূসক আরোপযোগ্য পণ্য)” এর ছকের শুরুরভাগেই নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিতকরণে প্রস্তাব করা হলো:  “টেবিল-৪ (‘খন্ড-ক’ - মূসক আরোপযোগ্য পণ্য)	০১-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে নতুন ভ্যাট আইন চালুর পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ আদেশ নং ০৫/মূসক/২০১৮, তারিখ ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিঃ অনুযায়ী নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্য ভিত্তিক ১৫% এ যে পরিমাণ মূসক মানুষের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় LP Gas এর উপর আরোপযোগ্য ছিল, নতুন আইনের অধীন আলোচ্য ক্ষেত্রে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত “মূল্য” ভিত্তিক পূর্বের ১৫% এর স্থলে তৃতীয় তফসিলের টেবিল-১ এর খন্ড-ক এর বিধান অনুযায়ী একবার উৎপাদন পর্যায়ে ৫% মূসক প্রদেয় হওয়া সত্ত্বেও একই তফসিলের দফা (৩) অনুযায়ী ব্যবসায়ী পর্যায়ের ২% মূসক উৎপাদন পর্যায়েই আদায়ের বিধান ৫নং কলামে বর্ণিত সাধারণ আদেশ নং ১৮/মূসক/২০১৯/২০১৯, তারিখ ২৩/০৭/২০১৯ খ্রিঃ এ LP Gas অন্তর্ভুক্ত করে সাধারণ আদেশটিতে অধ্যাবদি কোন সংশোধনী আনয়ন না করা সত্ত্বেও মূসক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ২% মূসক উৎপাদন পর্যায়েই প্রদানে বাধ্যকরণ হেতু আলোচ্য ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ মূসক আরোপ হেতু সমাজের বিশেষকরে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোক্তারা এ অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনে স্বভাবতই অসমর্থ; অথচ জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় LP Gas ক্ষেত্রে এরূপ অবস্থার বিপরীতে ২০১২ সালের মূসক ও

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান				প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.				৭.
								<p>প্রতি সিলিন্ডার (৩১ কেজি থেকে ৪৫ কেজি পর্যন্ত) গ) টাকা ৯.০০</p> <p>প্রতি সিলিন্ডার (১১ কেজি থেকে ৩০ কেজি পর্যন্ত) ঘ) টাকা ৫.২৫</p> <p>প্রতি সিলিন্ডার (৫ কেজি থেকে ১০ কেজি পর্যন্ত)</p>	<p>সম্পূরক শুল্ক আইনের ৩য় তপসীলের টেবিল ৪ অধীণ খন্ড ক এর বিধান অনুযায়ী নিউজপ্রিন্ট, সুতা, ইট, শীপ স্কার্প, এম.এস প্রোডাক্ট এবং খন্ড খ অনুযায়ী সীম কার্ডের উপর সুনির্দিষ্ট করহার কার্যকর আছে। <b>LP Gas</b> এর ক্ষেত্রে এ অসুবিধা দূরিকরণার্থে পূর্বের ট্যারিফ মূল্য ভিত্তিক ১৫% হিসাবে যে পরিমাণ মুসক বলবৎ ছিল নতুন আইনে সুনির্দিষ্ট কর ভিত্তিক সেই একই পরিমাণ মুসক আরোপের জন্য ৬নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</p>
১৮.	এমসিসিআই	উপকরণ-উৎপাদ সহগ	বিধি -২১	বিধি -২১ : উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা। - ধারা ৩২ এর উপর-ধারা (৫) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের পূর্বে ফরম "মুসক- ৪.৩" এ বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট একটি উপকরণ-উৎপাদ সহগু (Input-output Co-efficient) দাখিল করিতে হইবে যাহার	বিধি -২১ : উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা। - ধারা ৩২ এর উপর-ধারা (৫) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের পনের কার্য দিবসের মধ্যে ফরম "মুসক- ৪.৩" এ বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট একটি উপকরণ-উৎপাদ সহগু (Input-output Co-efficient) দাখিল করিতে হইবে যাহার একটি অনুলিপি বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক সুপারিশ সহ ১৫ (পনেরো) কার্য দিবসের মধ্যে	বিধি -২১ : উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা। - ধারা ৩২ এর উপর-ধারা (৫) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের পূর্বে ফরম "মুসক- ৪.৩" এ বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট একটি উপকরণ-উৎপাদ সহগু (Input-output Co-efficient) দাখিল করার বিধান রয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে করদাতাগন উপকরণ - উৎপাদ সহগ দাখিল ব্যতিরেকে পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হন। মাঝে মাঝে			

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
				একটি অনুলিপি বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক সুপারিশ সহ ১৫ (পনেরো) কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। তবে, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানিযোগ্য বা রপ্তানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে এর ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে না।	সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। তবে, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানিযোগ্য বা রপ্তানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে এবং <b>পন্য মূল্য বা মোট উপকরণ/কাঁচামালের মূল্য অনূন্য ২০% পরিবর্তন এর ক্ষেত্রে</b> ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে না। (নতুন ফরম ৪.৩ নিম্নে সংযুক্ত করা হলো।)	বিশেষত সাপ্তাহিক বা সরকারি বন্ধের সময় যদি কোন উপকরণ- উৎপাদ সহগ দাখিলের প্রয়োজন হয় তা দাখিল করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। যা পন্য সরবরাহ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। যা ব্যবসা উন্নয়নে এবং রাজস্ব আহরণ এ শীতলতা তৈরি করে। এই বিবেচনায় সরবরাহের পূর্বের পরিবর্তে পরবর্তীতে উপকরণ উৎপাদ সহগ দাখিল করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এবং ঘন ঘন বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তনের ফলে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের মূল্য অল্প সময়ের ব্যবধানে বার বার পরিবর্তিত হচ্ছে। যার ফলে ব্যবসায়ীদেরকে ঘন ঘন উপকরণ উৎপাদ সহগ দাখিল করার প্রয়োজন হচ্ছে। হঠাৎ বিপুল পরিমাণ উপকরণ উৎপাদ সহগ দাখিল করার কারণে করদাতা ও মুসক কর্মকর্তাদের দৈনন্দিন কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে। এ সকল বিবেচনায় পণ্যমূল্য বা মোট উপকরণ কাঁচামালের মূল্য ৭.৫% এর স্থলে ২০% অধিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উপকরণ উৎপাদ সহগ দাখিল প্রয়োজনীয়তা যুক্তিযুক্ত।
১৯.	এমসিসিআই	ফি, রয়্যালটি, চার্জ, লাইসেন্স, পারমিট, ইত্যাদির ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তনের বিধান সম্বলিত ১৯৯১ সনের মুসক বিধি ১৮৬ এর অনুরূপ বিধান প্রদান করতে প্রস্তাবিত নতুন বিধি ৩৭ক সন্নিবেশিতকরণের প্রস্তাবনা।	নতুন প্রস্তাবিত বিধি-৩৭ক।	বিধানটি নতুন ভাবে ৬নং কলামে প্রস্তাবিত।	বিধি ৩৭ এর পর নিম্নরূপ বিধি ৩৭ক সংযোজনের প্রস্তাব করা হল: <b>“৩৭ক বিবিধ ফি, রয়্যালটি, চার্জ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন।-</b> (১) উৎসে কর্তনকারী স্বত্তা কর্তৃক আপাততঃ বলবৎ কোনো আইনের অধীন- (A) লাইসেন্স, পারমিট প্রদান বা নবায়নকালে উক্ত সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত সমুদয়	১৯৯১ সনের মুসক বিধি ১৮৬ এর অনুরূপ বিধান হিসেবে বিধি ৩৭ক সংযোজনের প্রস্তাব করা যৌক্তিক মর্মে বিবেচ্য; অন্যথায় আইনের দৃষ্টিতে বিধানটি শুধুমাত্র উৎসে মুসক কর্তন ও আদায় বিধিমালাতে, তাও আবার সকল উৎসে কর্তনকারী সত্তা ব্যতিত শুধুমাত্র “সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ”

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
					<p>অর্থের ওপর উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন করিতে হইবে;</p> <p>(আ) প্রদত্ত লাইসেন্স, পারমিটে উল্লিখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বন্টন (revenue sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্যান্যকনভাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের ওপর উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য পণ এর ওপর উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় করিতে হইবে।</p> <p>(২) পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং টেলিফোন সংযোগ প্রদানকালে সংশ্লিষ্ট সংযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের ওপর উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় করিবে।”</p>	<p><b>কর্তৃক কার্যকরকরণের জন্য</b> অন্তর্ভুক্তকরণ যথেষ্ট নয় মর্মে বিবেচ্য। তাই ৬নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</p>
২০.	এমসিসিআই	বিধি ৪০ অধীন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য দলিলাদি নির্ধারিত ফরমেট ও তৎঅতিরিক্ত তথ্য সহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একই সাথে রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ বিধি ৪০ (২) এর বিধান অনুযায়ী বহাল রাখতে বিধি ৪০ (৬) এর বিধান বিলুপ্তিকরণের প্রস্তাবনা।	বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (৬)।	বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (৬): কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি একই সাথে এই বিধির অধীন নির্ধারিত ফরমেটে এবং উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসরণ করিয়া নিজস্ব পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণ করিতে পারিবেন না।	<p>বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (৬) এর বিধানটি বাতিল করণের প্রস্তাব করা হলো:</p> <p><del>বিধি ৪০ (৬): কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি একই সাথে এই বিধির অধীন নির্ধারিত ফরমেটে এবং উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসরণ করিয়া নিজস্ব পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণ করিতে পারিবেন না।</del></p>	<p>বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (২) এর বিধানটি ক্ষেত্রমত অতীব ব্যবসা-বান্ধব বিবেচনা করা গেলেও তা উপ-বিধি (৬) এর বিধান দ্বারা রহিত করা এ কারণে অযৌক্তিক যে, অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন শুধুমাত্র ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন হতে পারে; যেমন চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদনের চালানপত্র দ্বারা উপকরণ সত্বাধিকারীর নিবন্ধন স্থান হতে সরবরাহ না করে ক্ষেত্র বিশেষে আমদানির পর সরাসরি বন্দর হতে চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদকের কাছে প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চালানপত্রে “Port Delivery Under B/E No. ...., Dated..... of ..... Customs Station” লিপিবদ্ধ করণ, যা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তাই উপবিধি ৬ এর বিধানটি বাতিল করণের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</p>

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
২১.	এমসিসিআই	ক্রমিক নং ১৩ এর বিপরীতে ধারা ৮৫ (২) এর প্রস্তাবিত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে জরিমানা আরোপ সংশ্লিষ্ট বিধি ৬৫এর উপবিধি-৩ এর বিধান সংশোধনীর প্রস্তাবনা।	বিধি ৬৫ এর উপবিধি (৩)	<b>বিধি ৬৫। জরিমানা আরোপের পদ্ধতি।-</b> উপবিধি (৩): ধারা ৮৫ এর উপধারা- (২) এর মর্মানুযায়ী কোন অনিয়ম সংঘটিত হইলে সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন মুসক কর্মকর্তা ফরম “মুসক- ১২.১২” এ প্রাথমিক কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য ১০ (দশ) হাজার এবং অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে।	বিধি ৬৫ এর উপ-বিধি (৩) এর বিধান নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলো:-  উপবিধি (৩): ধারা ৮৫ এর উপধারা- (২) এর মর্মানুযায়ী কোন অনিয়ম সংঘটিত হইলে সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন মুসক কর্মকর্তা ফরম “মুসক-১২.১২” এ প্রাথমিক কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য ১০ (দশ) হাজার এবং অনূর্ধ্ব <del>১ (এক) লক্ষ টাকা</del> <b>৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা</b> জরিমানা আরোপিত হইবে।	ক্রমিক নং ১৩ এর বিপরীতে আইনের ধারা ৮৫ (২) এর প্রস্তাবিত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে আইনের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনায় প্রদত্ত একই যুক্তির প্রেক্ষিতে ৬ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
২২.	এমসিসিআই	কাঁচামাল এক প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর পদ্ধতি সংক্রান্ত জাঃরাঃ বোর্ডের আদেশ নং ০৯/মুসক/২০২০, তারিখ ০৫/১১/২০২০ খ্রিঃ এর পরিবর্তে একটি সংশোধিত নতুন আদেশ জারীর প্রস্তাবনা।	সাধারণ আদেশ নং ০৯/মুসক/২০২০, তারিখ ০৫/১১/২০২০ খ্রিঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং ০৯/মুসক/২০২০, তারিখ ০৫/১১/২০২০ খ্রিঃ (যা বোর্ডের ১০/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নথি নং ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২১.০০২.১৫/৪৬৫ অনুযায়ী অধিকতর ব্যাখ্যায়িত) এর অধীন কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতাভুক্ত না এমন “শুধুমাত্র একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের এক কারখানা হতে অন্য কারখানায় কাঁচামাল স্থানান্তর” বিষয়ে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে;	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং ০৯/মুসক/২০২০, তারিখ ০৫/১১/২০২০ খ্রিঃ (যা বোর্ডের ১০/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নথি নং ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২১.০০২.১৫/৪৬৫ অনুযায়ী অধিকতর ব্যাখ্যায়িত) বাতিল পূর্বক নিম্নরূপ একটি সাধারণ আদেশ/ব্যাখ্যাপত্র জারির প্রস্তাব করা হলোঃ  <b>“সাধারণ আদেশ/ব্যাখ্যাপত্রঃ</b> বিষয়ঃ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক বিধিমালা, ২০১৬ মোতাবেক কাঁচামাল স্থানান্তর সংক্রান্ত ব্যাখ্যাপত্র। উৎপাদনকারী এক প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানে (সহযোগী হউক বা না হউক) কাঁচামাল স্থানান্তর একটি ব্যবসায়িক বাসআবতা। সুতরাং, এক প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে কাঁচামাল স্থানান্তর করা যাবেঃ (ক) কোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তৎকর্তৃক আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত কাঁচামালের কোনরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং ০৯/মুসক/২০২০, তারিখ ০৫/১১/২০২০ খ্রিঃ (যা বোর্ডের ১০/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নথি নং ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২১.০০২.১৫/৪৬৫ অনুযায়ী অধিকতর ব্যাখ্যায়িত) এর অধীন কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতাভুক্ত না এমন “শুধুমাত্র একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের এক কারখানা হতে অন্য কারখানায় কাঁচামাল স্থানান্তর” বিষয়ে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে; আলোচ্য বিষয়টিতে অস্পষ্টতা বিদ্যমান, কেননা একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের একাধিক কারখানা থাকলে সঙ্গত; কারণে সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতায় থাকে বিধায় তাদের মধ্যে কাঁচামাল “মুসক- ৬.৫” এর মাধ্যমে সহজেই স্থানান্তরযোগ্য; অপরপক্ষে “একই মালিকানাধীন” বলতে যদি একই শিল্প গ্রন্থপের অধীন বোঝানো হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
					<p>করে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল হস্তান্তরের পূর্বে বিধি মোতাবেক উকরণ-উৎপাদন সহগ (ফরম মূসক-৪.৩) এ ঘোষণা প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে ১৫% (পনের শতাংশ) হারে মূসক পরিশোধপূর্বক মূসক ৬.৩ চালানের মাধ্যমে কাঁচামাল অপসারণ করবে;</p> <p>(খ) কাঁচামাল সরবরাহ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ক্রয় হিসাব পুসত্রক (ফরম মূসক ৬.১) এ উক্ত কাঁচামাল বিধি মোতাবেক অন্তর্ভুক্ত করবে;</p> <p>(গ) কাঁচামাল সরবরাহ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৪৬ পরিপালন সাপেক্ষে উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারবে;</p> <p>০২। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৮ ক এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ ব্যাখ্যাপত্র জারি করা হলো।”</p>	<p>ভিন্ন ভিন্ন নামে মূসক নিবন্ধিত (অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাঃ লিঃ) হেতু পৃথক পৃথক সত্ত্বাধারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তা বিবেচ্য হওয়া যৌক্তিক।</p> <p>উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে এমনকি একই মালিকানাধীন বা একই শিল্প গ্রন্থপের আওতাধীন না হলেও কাঁচামাল অন্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর (যৌক্তিক নানা প্রেক্ষিতে, যথা আমদানী পরিবর্তী কারখানার কোন মারাত্মক ক্ষতি হেতু দীর্ঘদিনে তা চালু করতে না পারা, বা অন্যবিধ, ইত্যাদি কারণে কাঁচামাল বিক্রি হেতু) একটি ব্যবসায়িক বাসত্ববতা যে প্রেক্ষিতে ১৯৯১ সনের মূসক আইনের ব্যবস্থায় বোর্ডের ব্যাখ্যা পত্র নং ০২/মূসক/২০০৬, তাং ০৩/০৮/২০০৬ খ্রিঃ অনুযায়ী এক প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানে (একই মালিকানাধীন না হওয়া সত্ত্বেও) কাঁচামাল সরবরাহ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।</p> <p>উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে ৩নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</p>
২৩.	এমসিসিআই	“উপকরণ” এর সংজ্ঞা পরিবর্তন	ধারা ২ এর দফা (১৮ক)	উপকরণ এর সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ “উপকরণ” অর্থ সকল প্রকার কাঁচামাল, ল্যাবরেটরি রি-এজেন্ট, ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট, ল্যাবরেটরি এক্সেসরিজ, জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত যে কোন পদার্থ, মোড়ক সামগ্রী, সেবা, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ; তবে নিম্নবর্ণিত পণ্য বা সেবাসমূহ উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হইবে না, যথা:-	“উপকরণ” এর বর্তমান সংজ্ঞাটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হলোঃ  “উপকরণ” অর্থ পণ্য বা সেবা উৎপাদন বা প্রস্তুতে ব্যবহার করিবার জন্য অথবা বিক্রয়, বিনিময় বা প্রকারান্তরে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোন ভাবে সংগৃহীত পণ্য বা সেবা।”	একটি ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের পণ্য বা সেবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যার সবগুলোর সমন্বয়ে একটি ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। উক্ত সবগুলো খরচের সমন্বয়ে পণ্যের Costing করা হয়ে থাকে। একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে যে সমস্ত পণ্য বা সেবা মূসক পরিশোধ করে আমদানি বা ক্রয় করা হয় (উৎপাদনের জন্য হোক বা সরাসরি ব্যবসায়ের জন্য হোক) তা অবশ্যই উপকরণ হিসাবে বিবেচনাযোগ্য। কিন্তু বর্তমানে উক্ত

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
				<p>(ক) শ্রম, ভূমি, ইমারত, অফিস ইকুইপমেন্ট ও ফিক্সচার, দালানকোঠা বা অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, সুস্বীকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন, সম্প্রসারণ, সংস্কারকরণ ও মেরামতকরণ;</p> <p>(খ) সকল প্রকার আসবাবপত্র, অফিস সাপ্লাই, স্টেশনারি দ্রব্যাদি, রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, আলোক সরঞ্জাম, জেনারেটর ক্রয় বা মেরামতকরণ;</p> <p>(গ) ইন্টেরিয়র ডিজাইন, স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নকশা;</p> <p>(ঘ) যানবাহন ক্রয়, ভাড়া ও লিজ গ্রহণ;</p> <p>(ঙ) ভ্রমণ, আপ্যায়ন, কর্মচারীর কল্যাণ, উন্নয়নমূলক কাজ ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা; এবং</p> <p>(চ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ, অফিস, শো-রুম বা অনুরূপ ক্ষেত্র, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ভাড়া (Rent) গ্রহণ।</p>		<p>ধারা ২ এর দফা (১৮ক) মোতাবেক উপকরণের সংজ্ঞায় কিছু পণ্য ও সেবাকে উপকরণের বাহিরে রাখায় উক্ত পণ্যের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এতে ভ্যাটের ওপর ভ্যাট আরোপিত হয়ে পণ্য বা সেবা মূল্য ও করের পরিমাণ অযাচিত বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আন্তর্জাতিক ভ্যাট পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এজন্য উপকরণের সংজ্ঞা পরিবর্তন করা অত্যাবশ্যিক।</p>
২৪.	এমসিসিআই	পণ্যবিহীন করযোগ্য সরবরাহ মূল্য নির্ধারণ	বিধি ২০	এক অর্থ বছরে একজন নিবন্ধিত ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা মূল্যমানের নমুনা পণ্য সরবরাহ করতে পারে।	ব্যবসা প্রসারের জন্য বিপুল পরিমাণ নমুনা বিনা মূল্যে সরবরাহ করতে হয়। তাই নমুনা পণ্য সর্বোচ্চ মূল্য সীমা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা উচিত।	বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে প্রচুর পরিমাণে পণ্য নমুনা স্বরূপ সরবরাহ করতে হয়। এটি বিবেচনায় নিয়ে নমুনা পণ্য সরবরাহের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
২৫.	এমসিসিআই	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তনের বিষয়টি স্পষ্টীকরণ।	ধারা ৪৯-৫০, বিধি ৩৭-৩৯ এবং উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১।	উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১ এ উল্লিখিত বিধিমানার বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৬) এ নিম্নরূপ বিধান সন্নিবেশিত রয়েছেঃ	উক্ত বিধিমানার বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৬) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারেঃ “(৬) বিধি (৩) এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ছকে উল্লিখিত বিজ্ঞাপনী সংস্থা, পত্রিকা এবং টেলিভিশন ও অনলাইন	দৈনিক প্রত্নিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিপরীতে ইস্যুকৃত ভ্যাট চালান রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করার বিধান স্পষ্টীকরণ করা আবশ্যিক। সংশ্লিষ্ট উপ-

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
				“(৬) বিধি (৩) এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ছকে উল্লিখিত বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শীর্ষক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যাযিত ফরম মূসক-৬.৩ প্রদান করিলে উৎসে মূসক কর্তৃন করিতে হইবে না।”	সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শীর্ষক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যাযিত ফরম মূসক-৬.৩ প্রদান করিলে উৎসে মূসক কর্তৃন করিতে হইবে না।”	বিধির “বিজ্ঞাপনী সংস্থা” শব্দগুলির পর “, পত্রিকা” কমা ও শব্দটি সন্নিবেশ করে সংশোধনী আনা যেতে পারে। এর ফলে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিপরীতে ইস্যুকৃত ভ্যাট চালান রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যাযিত থাকলে সেবা গ্রহণকারী উৎসে মূসক কর্তৃন করবেন না। ফলে বাণিজ্য সহজীকরণ হবে এবং পত্রিকার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির আশংকা থাকবে না।
২৬.	এমসিসিআই	নির্দিষ্ট মূল্য সংযোজন করার জন্য ভ্যাট অফিসের অনুরোধ রহিতকরণ	ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (৫) এবং বিধি ২১	আমদানির ক্ষেত্রে উপকরণ মূল্যের সাথে ৩৩.৩৪% মূল্য সংযোজন করে উপকরণ-উৎপাদ সহগ দাখিল করার জন্য স্থানীয় ভ্যাট অফিস হতে বলা হয়।	আমদানির ক্ষেত্রে উপকরণ মূল্যের সাথে ৩৩.৩৪% মূল্য সংযোজন করে উপকরণ-উৎপাদ সহগ দাখিল করার জন্য স্থানীয় ভ্যাট অফিস হতে যাতে চাপ প্রয়োগ করতে না পারে সে বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে একটি দিক নির্দেশনা প্রদান করার প্রস্তাব করছি।	পণ্য বা সেবার সরবরাহ মূল্য কি হবে তা ধারা ৩২ এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। সরবরাহের বিপরীতে প্রাপ্ত পণ্যের ভিত্তিতে অর্থাৎ ন্যায্য বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ভ্যাট আরোপিত হবে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর কোথাও উল্লেখ নেই যে, ৩৩.৩৪% মূল্য সংযোজন করতে হবে। স্থানীয় ভ্যাট অফিস হতে অযাচিত চাপ দূর করার জন্য এ ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রয়োজন।
২৭.	এমসিসিআই	উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্যের পরিবর্তে ট্যারিফ মূল্য বা অন্য কোনো মূল্যে শুল্কায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরবরাহ মূল্য নির্ধারণে জটিলতা দূরীকরণ	ধারা ৩২	পণ্য/উপকরণ আমদানির সময় অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে পণ্যের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণপূর্বক CD, RD,SD,VAT গননা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেক পণ্যের প্রকৃত মূল্য বা Invoice Value অগ্রাহ্য করে শুল্ক কর্তৃপক্ষ অনেক বেশী লোড দিয়ে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করে শুল্ক-কর আরোপ করে। উক্ত মূল্য পণ্যের প্রকৃত (Actual) খরচ নয়। ভ্যাট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পণ্যের উক্ত <b>Artificial</b>	যে ক্ষেত্রে <u>ট্যারিফ মূল্য</u> বা <u>লোড দিয়ে</u> শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা হবে সেক্ষেত্রে পণ্য/উপকরণ এর প্রকৃত (Actual) মূল্যের সাথে মূল্য সংযোজন পূর্বক পণ্যের সরবরাহ মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করার প্রস্তাব করছি।	Artificial উপকরণ মূল্যের সাথে মূল্য সংযোজন পূর্বক পণ্য মূল্য নির্ধারণ করার ফলে পণ্যের মূল্য বহুগুন বেড়ে যায়। যা পণ্যের প্রকৃত (Actual) সরবরাহ মূল্য হতে অনেক বেশী। উক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রয়/সরবরাহ করা কখনই সম্ভব নয়। অতএব যে ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য বা লোড দিয়ে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা হবে এরূপ ক্ষেত্রে পণ্য/উপকরণ এর প্রকৃত (Actual) খরচের উপর মূল্য সংযোজন পূর্বক পণ্যের সরবরাহ মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত



নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
				উপকরণ মূল্যের সাথে মূল্য সংযোজন করে পণ্য মূল্য নির্ধারন করতে বলা হয়ে থাকে।		একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রয়োজন।
২৮.	এমসিসিআই	প্রকৃত রপ্তানীকারক বা রপ্তানীকারক’’	বিধি ২ (ছছ)	বিধি ২ (ছছ) মতে ’প্রকৃত রপ্তানীকারক বা রপ্তানীকারক’ অর্থ এইরূপ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি তাহার উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বা অন্যবিধভাবে সংগৃহীত পণ্য বা সেবা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত রপ্তানি নীতি আদেশে বর্ণিত শর্তাবলি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত বিধি বিধান পালন করিয়া সরাসরি রপ্তানি প্রকৃয়াকরণ এলাকায় বা বাংলাদেশের বাইরে রপ্তানি করেন।	অন্যান্য ইপিজেড এর মতো সকল অর্থনৈতিক জোনে স্থাপিত ইপিজেড সমূহেও বিল অব এক্সপোর্ট অনুমোদন করে রপ্তানি নিশ্চিতকরণ করা উচিত।	ইপিজেড এলাকায় স্থাপিত ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্পের অবকাঠামো নির্মাণে নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে বিল অব এক্সপোর্ট অনুমোদন করে রপ্তানি নিশ্চিতকরণের বিধান আছে। একইভাবে মিরশাহাই বজাবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে স্থাপিত অর্থনৈতিক জোনে প্রতিষ্ঠিত ১০০% রপ্তানিমুখী বেপজা কোম্পানী সমূহের অবকাঠামো নির্মাণে নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে বিল অব এক্সপোর্ট অনুমোদন করে রপ্তানি নিশ্চিতকরণ এবং বিল অব এক্সপোর্ট অনুমোদন সহজীকরণ বাঞ্ছনীয়।
২৯.	এমসিসিআই	আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে স্থানীয় ঋণপত্র খোলার অনুমতি নিশ্চিত করণ।	বিধি-১৮ক	বিধি-১৮ক (২)- আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ঋণপত্রের বিপরীতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করা হলে প্রচ্ছন্ন রপ্তানী হিসাবে বিবেচিত হবে। অথচ বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে স্থানীয় সরবরাহকারীগণদের অনুকূলে ঋণপত্র খোলার অনুমতি প্রদান করছে না।	আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় স্থানীয় ঠিকাদার কর্তৃক প্রাপ্ত কার্যাদেশের বিপরীতে আংশিক সম্পাদনের নিমিত্ত বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ঋণপত্রের বিপরীতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পণ্য/সেবা সরবরাহ করা হলে তা প্রচ্ছন্ন রপ্তানী বলে গণ্য হবে তাই বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পণ্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে স্থানীয় ঋণপত্র খোলার অনুমতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।	আইনের উক্ত বিধিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। তাই দেশীয় ঠিকাদারদের বিদেশি ঠিকাদারের সমকক্ষ করার জন্য এবং দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশের জন্য দেশীয় পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণপত্র খোলার অনুমতি প্রদান করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করা আবশ্যিক।
৩০.	এমসিসিআই	আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে ঋণপত্রের পাশাপাশি চুক্তিপত্রের’’ বিপরীতেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করাকে প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে গণ্য করণ।	বিধি-১৮ক	বিধি-১৮ক এর উপবিধি ২ - বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক আমর্র্জাতিক দরপত্রে কার্যাদেশ প্রাপ্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশভুক্ত কার্যক্রমের আংশিক সম্পাদনের নিমিত্তে বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ঋণপত্রের বিপরীতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পণ্য বা সেবা	আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক আমর্র্জাতিক দরপত্রে কার্যাদেশ প্রাপ্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশভুক্ত কার্যক্রমের আংশিক সম্পাদনের নিমিত্তে বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত স্থানীয় ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের বিপরীতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হলে তা প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে গণ্য হবে তাই মূল্য সংযোজন	আইনের উক্ত বিধিটিতে ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র উভয়ের বিপরীতে আমর্র্জাতিক দরপত্রের আওতায় দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সরবরাহ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হউক।

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
				সরবরাহের কথা উল্লেখ আছে।	আইন ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা ২০১৬ এর বিধি ১৮ (ক) এর উপবিধি ২ এ ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের মাধ্যমে রপ্তানির অনুমতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।	
৩১.	এমসিসিআই	প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন পণ্য বা সেবা যোগানদার কর্তৃক সরবরাহ করা হলেও সেই পণ্য ও সেবাও মূসক অব্যাহতি প্রসঙ্গে	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর এস,আর,ও নং- ২৪০-আইন/২০২১/১৬৩-মূসক এর বিধি ৪ এর এস,আর,ও নং- ২৪০-আইন/২০২১/১৬৩-মূসক এর বিধি ৪(খ)	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর এস,আর,ও নং- ২৪০-আইন/২০২১/১৬৩-মূসক এর বিধি ৪ এর উপবিধি খ-এ প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন পণ্য বা সেবা যোগানদার কর্তৃক সরবরাহ করা হলে যোগানদার হিসেবে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে।	প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন পণ্য বা সেবা যোগানদার কর্তৃক সরবরাহ করা হলে সেই পণ্য ও সেবা মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত করার বিধান করা উপযোগী।	প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন পণ্য বা সেবা যোগানদার কর্তৃক সরবরাহ করা হলে সেই পণ্য ও সেবা মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত করা হলে কোম্পানির ব্যয় হ্রাস পাবে ফলে গ্রাহকদের নিকট সুলভ মূল্যে পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।
৩২.	এমসিসিআই	সুপারশপে ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহ মূল্যের উপর মূসকের হার হ্রাসকরণ	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক-২০১২ এর তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ-৩ মোতাবেক	সুপারশপে ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহ মূল্যের উপর ৫% মূসক আরোপযোগ্য।	সুপারশপে ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহ মূল্যের উপর ২% মূসক নির্ধারণের প্রস্তাব।	বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার খুচরা ব্যবসায়ির টার্নওভার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ টাকার কম প্রদর্শিত হয় যাতে করে তাকে কোন মূসক পরিশোধ করতে হয় না। ফলে এলাকায় খুচরা ব্যবসায়ীকে পণ্য বিক্রয়কালে কোন অতিরিক্ত মূসক ক্রেতার নিকট হতে আদায় করতে হয় না। পক্ষান্তরে সুপারশপকে সরবরাহের সময় ৫% হারে অতিরিক্ত মূসক আদায় করতে হচ্ছে, ফলে একই পণ্য বিক্রিতে বাজারে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। সুপারশপ কে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে ও রাজস্ব আদায়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সুপারশপ এর ব্যবসায়ি পর্যায়ে মূসকের হার ২% নির্ধারণের অনুরোধ করছি। এছাড়াও, বর্তমানে সমজাতীয় পণ্য অনলাইনে বিক্রয়ের ওপর কোন মূসক আরোপিত নাই। বিষয়টি একটি অসম প্রতিযোগিতা।
৩৩.	এমসিসিআই	যক্ষানিরোধক ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ এর উপর আমদানি স্থলে মূসক অব্যাহতি	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অব্যাহতি সংক্রান্ত এস.আর.ও নং-১৩৬-	যক্ষানিরোধক ঔষধের উপকরণ আমদানিতে অন্যান্য উপকরণের মত মূসক আরোপিত রয়েছে।	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অব্যাহতি সংক্রান্ত এস.আর.ও নং-১৩৬-আইন/২০২৩/২১৩-মূসক, তারিখ: ২১ মে ২০২৩ এর	যক্ষা নিরোধক ঔষধ আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি রয়েছে, যক্ষা নিরোধক ঔষধ উৎপাদনে ৬০-৭০% মূল উপকরণ

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
			আইন/২০২৩/২১৩-মূসক, তারিখ: ২১ মে ২০২৩ এর টেবিল-১		টেবিল-১ এ নিম্নলিখিত উপকরণ উল্লেখ করণ: 1. RIFAMPICIN 2941.90.90 2. ISONIAZID 2933.39.00 3. PREGELATINIZED MODIFIED STARCH 3505.10.00 4. HYPROMELLOSE 2910 (3 MPA.S) 5. COPOVIDONE 3905.99.00 6. OPADRY 11 PINK 85G84967 7. OPADRY CLEAR YS-IR-7006 9. PYRAZINAMIDE 2933.99.00 10. ETHAMBUTOL HCL 2922.19.90 11. PREGELATINIZED MODIFIED STARCH 12. HYPROMELLOSE 2910 (3 MPA.S) 3912.90.00 13. COPOVIDONE 14. OPADRY 11 PINK 85G84967 3205.00.00 15 OPADRY CLEAR YS-IR-7006 3205.00.00 16 PREGELATINIZED MODIFIED STARCH	(একটি উপকরণে) আমদানিকৃত যেখানে ১৫% মূসক আরোপিত রয়েছে। ফলোশুতিতে উৎপাদিত ঔষধ মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়েও উৎপাদন মূল্য আমদানিকৃত যক্ষানিরোধক ঔষধের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। সরকার যে মহতী উদ্দেশ্যে এই অব্যাহতি প্রদান করেছে তা কার্যকর হচ্ছে না। কারণ আমদানি স্থলে পরিশোধিত মূসক মূল্যের সাথে হিসাবভুক্ত করতে হয়।
৩৪.	এমসিসিআই	ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৮০- আইন/২০১৯/৩৭-মূসক, তারিখ ১৩ জুন ২০১৯ “ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (ন্যায্য বাজারমূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা-২০১৯	ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণে যুগ্ম কমিশনার বা অতিরিক্ত কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা শুনানীর মাধ্যমে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করবেন কিন্তু কত দিনের মধ্যে করতে হবে তা নির্ধারিত নাই।	মূসক-৪.৩ দাখিল করার ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করবেন।	অনেক সময়ই দেখা যায় সহগ দাখিলের ৬ মাস থেকে ২ বছর পরেও ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে কিন্তু তখন আর ঐ পণ্য বিক্রয়ের অবশিষ্ট থাকে না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে ক্রেতার নিকট হতে আদায় না করা সত্ত্বেও তার পকেট হতে জরিমানা গুনতে হয় যা আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। পূর্বের আইনে ১৫ দিনের মধ্যে মূল্য নির্ধারণের বিধান ছিল।
৩৫.	এমসিসিআই		জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের	সরবরাহ গ্রহীতা উৎসে কর্তনকৃত বা আদায়কৃত	সরবরাহ গ্রহীতা উৎসে কর্তনকৃত বা আদায়কৃত মূসক পণ	মূসক নিবন্ধিত ব্যক্তি তার সকল কার্যক্রমের

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
		উৎসে কর্তৃত্ব মুসক ট্রেজারী করনের সময় বৃদ্ধিকরণ।	এসআরও নং-২৪০-আইন/২০২১/১৬৩-মুসক, তারিখ: ২৯ জুন ২০২১ “উৎসে মূল্য সংযোজন কর ও আদায় বিধিমালা-২০২১” এর অনুচ্ছেদ-৬(২ক)	মুসক পণ পরিশোধ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিবেন।	পরিশোধ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিবেন।	প্রদেয় কর পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ট্রেজারীর মাধ্যমে জমা করে কিন্তু এই বিধান থাকার কারণে প্রতিষ্ঠানকে মাসে দাখিলপত্র জমার পূর্বে ২ বার ট্রেজারী করতে হয় কিন্তু দাখিলপত্র জমার পূর্বে তা প্রদর্শন করা যায় না। তাই উৎসে কর্তনের ট্রেজারী প্রতিষ্ঠানের মূল প্রদেয় জমার সাথে একসাথে করাটা বস্তুনিষ্ঠ। অর্থাৎ পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সকল ট্রেজারী জমা করতে হবে।
৩৬.	এমসিসিআই	ই - চালান (E - Invoice) প্রবর্তন	নতুন প্রস্তাবনা	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	ই - চালান (E - Invoice) প্রবর্তন	বর্তমানে সফটওয়্যার হতে মুসক চালান প্রদান এবং হাতের লেখা চালান উভয় প্রচলিত আছে। তাই যে সকল করদাতা সফটওয়্যার ভিত্তিক ভ্যাট ব্যবস্থা অনুসরণ করেন তাদের পক্ষে উপকরন কর যাচাই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করতে হয়। বৃহৎ কর দাতা প্রতিষ্ঠানের জন্য হাজার হাজার ম্যানুয়াল চালান যাচাই যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। উপরন্তু কিছু সফটওয়্যার ভিত্তিক মুসক চালান এবং কিছু ম্যানুয়াল চালান হওয়ায় মুসক কর্মকর্তাদের পক্ষে সকল সময়ে রেয়াত সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব হয় না। আমাদের বিশ্বাস E-Challan প্রবর্তন করা হলে তা করদাতা ও কর বিভাগ উভয়ের জন্যই সুবিধা জনক হবে এবং কর ফাঁকি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে।
৩৭.	এমসিসিআই	ইএফডি মেশিনকে অনলাইন ট্রেকিং	নতুন প্রস্তাবনা	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	EFD মেশিনকে অধিক কার্যকর করার লক্ষ্যে ইএফডি মেশিনকে অনলাইন ট্রেকিং এর আওতায় আনয়ন।	NBR খুচরা পর্যায়ে EFD মেশিন প্রবর্তন করছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মেশিনের সমস্যা আবার অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিক্রেতার অনীহার কারণে ক্রেতাকে ইএফডি চালান দেওয়া

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
						<p>হয় না।</p> <p>EFD মেশিন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থাপন ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এর পদক্ষেপ অতীব জরুরী। উপরন্তু ইএফডি মেশিনকে অনলাইনের ভিত্তিতে মনিটরিং এর আওতায় আনতে হবে যেন সহজেই মনিটর করার ব্যবস্থা করা যায়। পিক টাইমেও দীর্ঘক্ষণ ইএফডি মেশিন ব্যবহার না হলে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে সিস্টেম হতে রিপোর্ট জেনারেট করা যেতে পারে। এই বিষয়ে FICCI সদস্য প্রতিষ্ঠানের আইটি বিশেষজ্ঞগণ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারে।</p>
৩৮.	এমসিসিআই	সিস্টেম নির্ভর রেয়াত এর তথ্য যাচাই		বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে রেয়াত যাচাই করা হয়।	মুসক বিভাগের জন্য সিস্টেম নির্ভর রেয়াত এর তথ্য যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন।	বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হাজার হাজার চালানের কপি মুসক অফিসে জমাদান করদাতাদের জন্য যথেষ্ট কষ্টসাধ্য বিষয়। মুসক কর্মকর্তাদের পক্ষেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার চালন ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করা সম্ভব হয় না। এর ফলে রাজস্ব ফাঁকি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সিস্টেম নির্ভর যাচাই পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে করদাতা এবং মুসক কর্তৃপক্ষ উভয় উপকৃত হবে।
৩৯.	এমসিসিআই	করদাতাদের জন্য পর্যাপ্ত ট্রেনিং মডিউল		নতুন আইন প্রবর্তনের পর করদাতাদের জন্য পর্যাপ্ত ট্রেনিং মডিউল তৈরি করা হয়নি।	করদাতাদের জন্য ইন্টারএক্টিভ ট্রেনিং মডিউল (Interactive Training Module) তৈরি করে এনবিআর এর ওয়েবসাইটে দেওয়া হোক।	নতুন আইনের প্রজেক্ট পন্মানে করদাতাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ট্রেনিং মডিউল তৈরি করার বিষয়টি উল্লেখ ছিল। যাহা অদ্যবধি বাসঅবায়ন হয়নি। দেশব্যাপী করদাতাদের

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
						আইন বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অচিরেই ট্রেনিং মডিউল প্রবর্তন করা হোক।
৪০.	এমসিসিআই	আইন ও বিধির মধ্যে সাংঘর্ষিক বিষয় দূরীকরণ	ধারা (৩২)	আইনের ধারা ৩২ মতে সরবরাহের পণ বা মূল্য হিসাবে মুসক সহ মূল্য বুঝানো হয়েছে। কিন্তু বিধি তে সকল মসুক ফরম গুলোতে মূল্য হিসাবে মুসক ব্যতীত মূল্য দেখানো হয়েছে।	আইন মোতাবেক বিধিতেও পণ্যের মূল্য হিসেবে মুসক সহ মূল্য গণ্য করা উচিত।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ প্রবর্তনের সময় সর্বস্তরে মূল্য বা পণ বলিতে মুসক সহ মূল্য বুঝানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা ২০১৬ প্রবর্তনের সময় মূল্য বা পণ হিসেবে মুসক ব্যতীত মূল্যকে গণ্য করা হয়েছে। তাহা আইনের পরিপন্থী এবং আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। এবং ইহা মাঠ পর্যায়ে মুসক কর্মকর্তা এবং কর দাতার মধ্যে বিভ্রামিত তৈরি করে।
৪১.	এমসিসিআই	রেয়াত ব্যবস্থা সহজীকরণ	ধারা (২) এর দফা (১৯)	"উপকরণ কর" (Input Tax) অর্থ কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক উপকরণ হিসাবে আমদানিকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) এবং স্থানীয় উৎস হইতে উপকরণ হিসেবে ক্রয়কৃত বা সংগৃহীত পণ্য বা সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর।	<b>ধারা ২ এর দফা (১৯) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলো:</b>  উপকরণ অর্থ কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক <i>অর্থনৈতিক কার্যক্রম এর সহিত সংশ্লিষ্ট</i> উপকরণ হিসাবে আমদানিকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) এবং স্থানীয় উৎস হইতে উপকরণ হিসেবে ক্রয়কৃত সংগৃহীত পণ্য বা সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর।	উপকরণ কর শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কার্যক্রম এর সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই প্রস্তাবিত সংশোধনী যুক্তিযুক্ত।
৪২.	এমসিসিআই	মুসক ফরম	[বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) ও (খ)]	(ক) ক্রয় হিসাব পুসত্ৰক:  নিবন্ধিত ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল ক্রয়ের ৩০ হ্রসাব ফরম “মুসক-৬.১” এ সংরক্ষণ করিবেন; (খ) বিক্রয় হিসাব পুসত্ৰক:  নিবন্ধিত ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রম	অত্যন্ত জটিল এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত ক্রয় হিসাব মুসক ৬.১ এবং বিক্রয় হিসাব মুসক ৬.২ এর পরিবর্তে সহজ এবং পরিপালন যোগ্য নতুন ফরম মুসক ৬.১ ও ৬.২ প্রবর্তন করা হোক। (নতুন ফরম ৬.১ ও ৬.২ নিম্নে সংযুক্ত করা হলো।)	করদাতাগণ মাসিক দাখিলপত্র জমা দেয়ার সময় তৎসঙ্গে মুসক ৬.১০ এর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সংশ্লিষ্ট বিসম্মারিত তথ্য দাখিল করে থাকেন। তাই একই তথ্য একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটে নির্দিষ্ট সময় ধরে সংরক্ষণ করা অপ্রয়োজনীয় এবং বৃহৎ ব্যবসায়ী জন্য ব্যয়বহুল। এই সকল তথ্য ব্যবসায়ীগণ তাহার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সংরক্ষণ করে থাকেন। তাই যেকোন

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
				সংশ্লিষ্ট সকল বিক্রয়ের ©ইসাব ফরম “মূসক-৬.২” এ সংরক্ষণ করিবেন;		উদ্দেশ্যে যেকোন সময় কর্তৃপক্ষ চাইলে করদাতাগণ এই সকল তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন। তাই ব্যবসা বান্ধব এবং করদাতাদের জটিলতা বিবেচনায় এবং পরিপালন যোগ্য নতুন ফরম যুক্তিযুক্ত।
৪৩.	এমসিসিআই	মূসক ফরম	[বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (খখ)]	(খখ) ক্রয় -বিক্রয় হিসাব পুসত্বক: যদি নিবন্ধিত ব্যক্তি যে সকল পণ্য ক্রয় করেন উক্তরূপ পণ্য কোনরূপ প্রক্রিয়া করণ ব্যতিরেকে উহা সরবরাহ করেন, তাহা হইলে উক্ত পণ্যের ক্রয় -বিক্রয় হিসাব ফরম “মূসক-৬.২.১” এ সংরক্ষণ করিবেন;	সাধারণ ব্যবসায়ী পর্যায়ের প্রযোজ্য অত্যন্ত জটিল ক্রয় বিক্রয় হিসাব মূসক ৬.২.১ এর পরিবর্তে সহজ এবং পরিপালন যোগ্য নতুন ফরম মূসক ৬.২.১ প্রবর্তন করা হোক। (নতুন ফরম ৬.২.১ নিম্নে সংযুক্ত করা হলো।)	বর্তমান ফরমটি অত্যন্ত জটিল হওয়ায় মাঝারি পর্যায়ের করদাতাদের পক্ষে উক্ত ফরম এর সকল বিষয় পালন করা প্রায় অসম্ভব তাই পরিপালন যোগ্য নতুন ফরম যুক্তিযুক্ত।
৪৪.	এমসিসিআই	E-Invoice (Electronic VAT invoice) ফরম মূসক ৬.৩	[বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ)]	(গ) কর চালান পত্র (মূসক ৬.৩) :  বর্তমানে প্রত্যেক নিবন্ধিত ব্যক্তিকে সরবরাহ প্রদানের সময় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কর চালানপত্র (মূসক ৬.৩) জারি করিতে হয়।	কর চালান পত্র মূসক ৬.৩ জারি পদ্ধতি অটোমেটেড করে E-Invoice বা Electronic VAT challan প্রবর্তন করা হোক।	আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের অর্থনীতি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তার সাথে তাল মিলিয়ে মূসক আদায় পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক মানের হওয়া দরকার। তাই ম্যানুয়াল কর চালানপত্র এর বিপরীতে অটোমেটেড ভ্যাট চালান বা E-Invoice বা Electronic VAT challan প্রবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে কর দাতাদের ব্যবসা পরিচালন করা অনেক সহজ হবে তার সাথে সাথে মূসক কর্তৃপক্ষের ও কর দাতাদের তদারকি করা অনেক সহজ হবে।
৪৫.	এমসিসিআই	অনলাইনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (NBR) এর পোর্টালে মাসিক দাখিল পত্র পেশ সহজীকরণ।	[বিধি ৪৭ এর উপ-বিধি (৩)]	বর্তমানে মাসিক দাখিলপত্র ম্যানুয়াল এবং অনলাইনে দাখিল করার বিধান রয়েছে। অনলাইনে দাখিলপত্র পেশ করার জন্য করদাতা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট কমিশনার থেকে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	মাসিক দাখিলপত্র যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনলাইন পোর্টালে জমা দেওয়ার জন্য এ সকল সমস্যার দ্রুত সমাধান দরকার। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনলাইন পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হোক ১. নোট ১৫ এর মত নোট ১১ এবং নোট ২২ এ ও	অনলাইনে মাসিক দাখিল পত্র পেশ এর পদ্ধতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু এ সকল সমস্যার কারণে ব্যবহারকারীর পক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনলাইন পোর্টাল ব্যবহার করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। তার সাথে সাথে উল্লেখিত সম্প্রসারণ

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
				<p>মাসিক দাখিল পত্র জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনলাইন পোর্টালে জমা দেওয়ার সময় কর দাতাদের নিম্নলিখিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।</p> <p>১. অনেক ক্ষেত্রে অনলাইনে জমা দেওয়ার পরেও মাঠ পর্যায়ে থেকে হার্ডকপি দাখিলপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।</p> <p>২. নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে অনেক সময়ই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পোর্টাল তিকমতো কাজ করে না।</p> <p>৩. বর্তমানে আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট BOE অনলাইন পোর্টালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পোর্টালে BOE খুঁজে পাওয়া যায় না।</p> <p>৪. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পোর্টালে মাঝে মাঝে ডাটা ড্রাফট আকারে সেভ করার পরে ডাটা অমিল পাওয়া যায়।</p>	<p>স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাস্টমস পোর্টাল থেকে ডাটা প্রদর্শন করা যেতে পারে।</p> <p>২. যে সকল ক্ষেত্রে ডাটা অনেক বেশি সেক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পোর্টালে আপলোডের অপশন না থাকার কারণে ব্যবহারকারীকে ম্যানুয়ালি ইনপুট দিতে হয়। তাই সকল ডাটা একসাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনলাইন এ দেওয়ার জন্য আপলোড অপশন অনেক জরুরী।</p> <p>৩. মাসিক দাখিল পত্র ড্রাফট আকারে থাকার সময়ে এক্সেলে ডাউনলোড অপশন থাকা দরকার। কারণ এর ফলে চূড়ান্তভাবে সাবমিট করার আগে ব্যবহারকারীর পক্ষে ড্রাফট দাখিলপত্র চেক করা সহজ হবে।</p> <p>৪. চূড়ান্তভাবে সাবমিট করার আগে চেক করার সময় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পোর্টাল মাঝে মাঝে ডাটার কিছু অসঙ্গতি প্রদর্শন করে। কিন্তু এ অসঙ্গতি গুলো কোন লাইনে তা error message দেখে বোঝা যায় না। তাই অসঙ্গতি সংশ্লিষ্ট এন্ট্রি গুলো ভিন্ন কালারের মাধ্যমে প্রদর্শন করা যেতে পারে।</p>	<p>গুলো করা হলে ব্যবহারকারীর জন্য এই পোর্টাল ব্যবহার করা অনেক বেশি সুবিধাজনক হবে।</p>
৪৬.	এমসিসিআই	ব্যাংকিং চ্যানেলে পণ পরিশোধ	ধারা (৪৮) উপধারা (১)(গ)	<p>ধারা (৪৮) উপধারা (১)(গ):</p> <p>ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পরিশোধ না করার ফলে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় পরিহার</p>	<p>আমাদের প্রস্তাব:</p> <p>১. <i>ধারা ৪৮ (১)(গ) বিলুপ্ত করা হউক। এবং এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করা হউক।</i></p>	<p>৪৬(১)(ক) এই ধারাটির পরিবর্তে একটি বিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন যেখানে ব্যাংকিং চ্যানেলে পণ পরিশোধের বিষয়টি বিধি দ্বারা দিক নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।</p> <p>বাসত্ববে স্বাভাবিক ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের পর বিভিন্ন সময়ে পরিশোধ করা হয়। তাই কোন নির্দিষ্ট কর মেয়াদে ক্রয় ও ব্যাংকিং চ্যানেলে পণ পরিশোধের হিসাব যাচাই করা সম্ভব নয়।</p> <p>উক্ত যাচাই-বাছাই বাৎসরিকভাবে করা হলে ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেনের বিষয়ে ধারণা</p>



নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
						<p>পাওয়া যেতে পারে। তাই এই বিষয়ে বিধি আকারে দিক নির্দেশনা থাকা বাঞ্ছনীয় আকারে দিক নির্দেশনা থাকা বাঞ্ছনীয়।</p> <p>ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পরিশোধ করা না হলে অডিটর সময় বিষয়টি পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং কোন রাজস্ব ফাঁকি হলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।</p> <p>এই ধারার প্রয়োগের কোনদিন দিকনির্দেশনা না থাকে মাঠ পর্যায়ে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।</p>
৪৭.	এমসিসিআই		<p><b>অনিবন্ধভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য রিভার্স চার্জ পদ্ধতি (সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ এবং নিবন্ধিত ব্যক্তির জন্য যারা ট্যাক্স/ভ্যাট চালান প্রদান করে না)</b></p>	<p>এসআরও ২৪০/আইন/২০২১/১৬৩-মুসক, তারিখ ২৯ জুন ২০২১ এর অনুচ্ছেদ নং ৫ অনুযায়ী, লাইসেন্স প্রদান, নবায়নকরণ বা অনুমতি প্রদানের জন্য ভ্যাট প্রযোজ্য, যা অন্য যে কোনও বিদ্যমান আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।</p> <p>সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষগুলি এই জাতীয় লাইসেন্স/পারমিটের সুবিধাভোগী থেকে এই জাতীয় ভ্যাট সংগ্রহে দায়বদ্ধ।</p> <p>মুসক আইনের ধারা ৪৯(২) অনুযায়ী কোন সরবরাহকারী নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত না হলে এবং সমন্বিত কর চালান পত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র জারি না করলে, উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে কোন সরবরাহ গ্রহণ করবে না এবং সরবরাহকারীকে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে কোন মূল্য পরিশোধ করবে না।</p>	<p>১) সমসত্ত্ব সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ এবং অ-নিবন্ধিত ব্যক্তি (যাদের ভ্যাট আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই) ধারা ২০ অনুযায়ী রিভার্স চার্জ পদ্ধতির অধীনে আনা (মুসক আরোপ যোগ্য সেবার ক্ষেত্রে অনিবন্ধিত ব্যক্তি এবং মুসক চালান ৬.৩ সরবরাহ না করে) এবং;</p> <p>২) সরবরাহ গ্রহণকারী সত্তা কর্তৃক সরকারের সমীপে জমাকৃত ট্রেজারি চালান সমূহ রেয়াত নিশ্চিত প্রয়োজনীয় দলিল হিসাবে বিবেচনা করা।</p>	<p>সরকার, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যেমন বিটিআরসি, বন্দর কর্তৃপক্ষ, তিতাস গ্যাস, ডেসা/ডেসকো, বিএসটিআইয়ের মতো স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের কোনও মুসক নিবন্ধন নেই এবং তারা লাইসেন্স/অনুমোদন নবায়নের জন্য মুসক চালান ৬.৩ সরবরাহ করে না।</p> <p>অন্যদিকে, কর চালান সরবরাহ না করার ক্ষেত্রে সরকারের সমীপে জমাকৃত ট্রেজারি চালান সমূহ রেয়াত নিশ্চিত প্রয়োজনীয় এবং নির্ভরযোগ্য দলিল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।</p> <p>বিকল্পভাবে, রিভার্স চার্জ পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারী ফী প্রদান এবং অ-নিবন্ধিত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবার বিপরীতে মুসক প্রদানের নিয়ম অনুবর্তিতা নিশ্চিত করবে। বিশ্বব্যাপী ভ্যাট আইনের এ ধরনের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় না।</p>
৪৮.	এমসিসিআই		নিবন্ধিত বা	অত্যন্ত জটিল উপকরণ-উৎপাদ সহগ ধারা-৩২	ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৫) বিলুপ্ত করা হোক।	বর্তমানে প্রযোজ্য Input-output Co

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
			তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-output Co-efficient) ঘোষণা	উপধারা ৫- নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-output Co-efficient) ঘোষণা করিতে হইবে। বিধি-২১০৪ উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-output Co-efficient) ঘোষণা। ধারা ৩২ এর উপধারা (৫) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোনো নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে পন্য উৎপাদন ও সরবরাহের পূর্বে ফরম “মূসক ৪.৩” এ বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট একটি উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-output Co-efficient) দাখিল করিতে হইবে যাহার একটি অনুলিপি বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক পনেরো কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।		efficient পূর্বের মূল্য ঘোষণারই নামান্তর। পূর্বের আইনে মূল্য ঘোষণা সংক্রান্ত জটিলতা পরিহার করার জন্য দীর্ঘ আলোচনার পর মূল্য ঘোষণা প্রত্যাহারের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ এর বিধিতে মূল্য ঘোষণা/Input-output Co efficient দাখিলের বিধান রাখা হয়নি। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ভাবে পরবর্তীতে করদাতাদের জটিলতার কথা বিবেচনা না করে ভিন্ন রূপে অধিকতর জটিল মূল্য ঘোষণা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে।  নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে যেকোন সময় কর্তৃপক্ষ চাইলে করদাতাগণ কৌচামাল ব্যবহার ও তৈরী পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-output Co efficient) সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে, যাহা ধারা ১০৭ এর উপধারা (২৬) তে উল্লেখ করা হয়েছে।  তাই ব্যবসাবান্ধব আইন এবং করদাতাদের জটিলতা বিবেচনায় এ অযৌক্তিক বিধান বাতিল করা যুক্তিযুক্ত।
৪৯.	এমসিসিআই	বর্জ্য ও উপজাত পণ্য বিক্রয়ের বিধান সংশোধন ও সহজিকরন	বিধি ২৪-গ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২	বর্জ্য (ওয়েস্ট) বা উপজাত (বাই-প্রোডাক্ট) পণ্যের সরবরাহ ও নিষ্পত্তিকরণ।ত (১) কোনো নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের বর্জ্য বা উপজাত পণ্য সরবরাহযোগ্য বা সরবরাহ অযোগ্য যাহাই হউক না কেন উহা নিষ্পত্তির	যে সকল উপজাত এবং বর্জ্য পণ্য সমূহের সরবরাহ মূল্য রয়েছে, সে সকল পন্য সমূহ কে পূর্ববর্তী নিয়ম অনুসারে মূসক ৪.৩ ফর্মে ঘোষণা করে উপজাত ও বর্জ্য পণ্য সমূহ সরবরাহ করার অনুমতি প্রদান করা হোক	বর্তমান আইন ও বিধি অনুসারে বর্জ্য ও উপজাত পণ্য বিক্রয় একটি সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। যে সকল প্রতিষ্ঠান নিয়মিত ভ্যাট প্রদান করে বর্জ্য উপজাত পণ্য সরবরাহ করে তাহাদের সমাপনী মজুদ এর পরিমাণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর জন্য

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি																														
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.																														
				জন্য ফরম [“মুসক-৪.৬”] এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিবেন।		অতিরিক্ত গুদামজাত করণ খরচ সংঘটিত হচ্ছে																														
৫০.	এমসিসিআই	<u>স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক যৌক্তিকি করন:</u>	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর দ্বিতীয় তফসিলের টেবিল-২	বর্তমানে স্থানীয় শিল্পের পর্যায়ে সর্বসাধারণের ভোগ্য পণ্যের উপর <u>১৫% থেকে ৫%</u> সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান।  উদাহরণ সবরূপঃ <table><tr><th>Heading No</th><th>H S Code</th><th>SD rate</th></tr><tr><td>৩৩.০৪</td><td>৩৩০৪.৯৯.০০</td><td>১০%</td></tr><tr><td>৩৩.০৫</td><td>৩৩০৫.১০.০০</td><td>১৫%</td></tr><tr><td>২২.০১</td><td>সকল এইস.এস. কোড</td><td>৫%</td></tr><tr><td>২২.০২</td><td>২২০২.১০.০০</td><td>২৫%</td></tr></table>	Heading No	H S Code	SD rate	৩৩.০৪	৩৩০৪.৯৯.০০	১০%	৩৩.০৫	৩৩০৫.১০.০০	১৫%	২২.০১	সকল এইস.এস. কোড	৫%	২২.০২	২২০২.১০.০০	২৫%	<u>স্থানীয় সরবরাহ পর্যায়ে সামাজিকভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য ব্যতীত সর্বসাধারণের ভোগ্য পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার বা নূন্যতম পর্যায়ে নির্ধারণ।</u>  উদাহরণ সবরূপঃ <table><tr><th>Heading No</th><th>H S Code</th><th>SD rate</th></tr><tr><td>৩৩.০৪</td><td>৩৩০৪.৯৯.০০</td><td>৫%</td></tr><tr><td>৩৩.০৫</td><td>৩৩০৫.১০.০০</td><td>৫%</td></tr><tr><td>২২.০১</td><td>সকল এইস.এস. কোড</td><td>০%</td></tr><tr><td>২২.০২</td><td>২২০২.১০.০০</td><td>২৫%</td></tr></table>	Heading No	H S Code	SD rate	৩৩.০৪	৩৩০৪.৯৯.০০	৫%	৩৩.০৫	৩৩০৫.১০.০০	৫%	২২.০১	সকল এইস.এস. কোড	০%	২২.০২	২২০২.১০.০০	২৫%	সম্পূরক শুল্কের মৌলিক নীতি হচ্ছে সামাজিকভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যের উপর আরোপ করে ওই সকল পণ্যের প্রবৃদ্ধি বা ব্যবহারকে নিরস্ত্রসাহিত করা। পক্ষান্তরে সর্বসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্য পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ ন্যায় নীতির পরিপন্থী।  বাংলাদেশে প্রায় ৯০% পরিবারে উক্ত পণ্য সমূহের উপস্থিতি দেখা যায়। এতদসত্ত্বেও সম্পূরক শুল্ক আরোপিত পণ্য সমূহের মাথাপিছু ব্যবহার দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে সর্বনিম্ন। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহে বহু পূর্বেই এ সকল পণ্যকে সাধারণ নিত্য ব্যবহার্য পণ্য হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। <u>দক্ষিণ এশিয়ায় অন্য কোন দেশে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক অথবা অনুরূপ শুল্ক বিদ্যমান নেই।</u>  স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাগণ স্থানীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মানের পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে একদিকে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করছে অন্যদিকে ভোক্তাদের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে মোট বাজার বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সম্পূরক শুল্ক আরোপের ফলে পণ্য
Heading No	H S Code	SD rate																																		
৩৩.০৪	৩৩০৪.৯৯.০০	১০%																																		
৩৩.০৫	৩৩০৫.১০.০০	১৫%																																		
২২.০১	সকল এইস.এস. কোড	৫%																																		
২২.০২	২২০২.১০.০০	২৫%																																		
Heading No	H S Code	SD rate																																		
৩৩.০৪	৩৩০৪.৯৯.০০	৫%																																		
৩৩.০৫	৩৩০৫.১০.০০	৫%																																		
২২.০১	সকল এইস.এস. কোড	০%																																		
২২.০২	২২০২.১০.০০	২৫%																																		

নম্বর	প্রস্তাবকারী	প্রস্তাবের বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
						<p>মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ ভোক্তা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজার বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না। ফলে একদিকে স্থানীয় উদ্যোক্তাগণ এর প্রবৃদ্ধি না হওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অন্যদিকে সরকারের মোট রাজস্ব (মুসক,আয়কর ও লভ্যাংশ) প্রবৃদ্ধিতে ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।</p> <p>সরকার বিভিন্ন সময়ে ইতিপূর্বে স্থানীয় পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করার নীতি ঘোষণা করেন। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার না করে নতুন নতুন পণ্যে উচ্চহারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয় যা সরকারের ঘোষিত নীতির পরিপন্থী।</p>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড  
ক্রয় হিসাব পুসত্য়ক  
(উপকরণের হিসাব)

মুসক- ৬.১

[বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) এবং বিধি ৪১ এর দফা (ক) দ্রষ্টব্য]

উপকরণের নামঃ

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	মজুদ উপকরণের প্রারম্ভিক জের	আমদানি/ক্রয়কৃত উপকরণ						মোট	ব্যবহার	সমাপনী জের	মন্তব্য
			চালান/বিল অব এন্ট্রির নম্বর	তারিখ	বিক্রেতার নাম	বিক্রেতার বিআইএন/এনইডি	বিবরণ	পরিমাণ				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুসক- ৬.২

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড  
বিক্রয় হিসাব পুসত্য়ক

(সরবরাহযোগ্য পণ্যের হিসাব)

[বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এবং বিধি ৪১ এর দফা (ক) দ্রষ্টব্য]

পণ্যের নামঃ

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	উৎপাদিত পণ্য/সেবার প্রারম্ভিক জের	উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ	মোট উৎপাদিত পণ্য/সেবা	ক্রেতা/সরবরাহগ্রহীতা		চালানপত্রের বিবরণ		বিক্রিত/সরবরাহকৃত পণ্যের		পণ্যের প্রামিত্য়ক জের	মন্তব্য
					নাম	বিআইএন/এনইডি	নম্বর	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ক্রয় - বিক্রয় হিসাব পুসত্নক

মুসক ৬.২.১

(সরবরাহযোগ্য পণ্যের হিসাব)

[বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (খখ) এবং বিধি ৪১ এর দফা (ক) দ্রষ্টব্য]

পণ্যের নামঃ

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	মজুদ পণ্যের প্রারম্ভিক জের	আমদানি/ক্রয়						মোট	বিক্রয়/সরবরাহ						সমাপ নী জের
			চালান/বি ল অব এন্ট্রির নম্বর	তারিখ	বিক্রেতা র নাম	বিক্রেতার বিআইএন/এনই ডি	বিবরণ	পরিমা ণ		ক্রেতা/সরবরাহগ্রহীতা র নাম	ক্রেতা/সরবরাহগ্রহীতা র বিআইএন/এনইডি	চালানপত্রের নম্বর	চালানপত্রের তারিখ	বিক্রিত/সরবরাহকৃ ত পণ্যের বিবরণ	বিক্রিত/সরবরাহকৃ ত পণ্যের পরিমাণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড"  
উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) ঘোষণা  
(বিধি ২১ দ্রষ্টব্য)

মুসক - ৪.৩

প্রতিষ্ঠানের নামঃ

ঠিকানাঃ

বিনঃ

দাখিলের তারিখঃ

ঘোষিত সহগ অনুযায়ী পণ্য/সেবার প্রথম সরবরাহের তারিখঃ										উপকরণ/উৎপাদন সহগ নম্বর:	
ক্রমিক সংখ্যা	পণ্যের এইচ এস কোড	সরবরাহতব্য পণ্যের নাম ও বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্রান্ড নামসহ)	সরবরাহের একক	একক পণ্য সরবরাহে ব্যবহার্য যাবতীয় উপকরণের/ কীচামালের ও প্যাকিং সামগ্রীর বিবরণ, পরিমাণ ও ক্রয়মূল্য (উপকরণভিত্তিক অপচয়ের শতকরা হারসহ)					মূল্য সংযোজনের বিবরণ		মন্তব্য
				বিবরণ	অপচয়সহ পরিমাণ	ক্রয় মূল্য	অপচয়ের পরিমাণ	শতকরা হার	মূল্য সংযোজনের খাত	মূল্য	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)

স্বাক্ষর:

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের দায়িত্বব্যক্তির নাম:

পদবি:

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- ১। যেকোন পণ্য প্রথম সরবরাহের পরবর্তী পনেরো কার্যদিবসের মধ্যে অনলাইনে মুসক কম্পিউটার সিস্টেমে বা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার দপ্তরে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিল করিতে হইবে।
- ২। পণ্য মূল্য বা মোট উপকরণ/কীচামালের মূল্য ২০% এর বেশী পরিবর্তন হইলে নতুন ঘোষণা দাখিল করিতে হইবে।
- ৩। উপকরণ ক্রয়ের স্বপক্ষে প্রামাণিক দলিল হিসবে বিল অব এন্ট্রি বা মুসক চালানপত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে।
- ৪। নিবন্ধিত ব্যবসায়ী কর্তৃক সরবরাহের ক্ষেত্রে কলাম (১০) এ ”সর্বমোট মূল্য সংযোজনের পরিমাণ” শব্দগুলো উল্লেখপূর্বক কলাম (১১) এ সর্বমোট মূল্য একটি সংখ্যায় উল্লেখ করা যাইবে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন এর খাত পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে না।



**২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবনায় “The Customs Act, 1969 (Act IV of 1969)” ও  
তদাধীনে প্রদত্ত বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সংশোধনীর জন্য এমসিসিআই’র প্রস্তাবনা**



**২০২৪-২৫ সনের বাজেট প্রস্তাবনায় “The Customs Act, 1969 (Act IV of 1969)” ও  
তদাধীনে প্রদত্ত বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সংশোধনীর জন্য MCCI এর প্রস্তাবনা**

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রস্তাবনা	সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানে বর্তমান কার্যকর অবস্থা	প্রস্তাবনার স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ
১	২	৩	৪	৫
১.	<p>শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা ২০০০ অনুযায়ী শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগের বিষয়ে।</p> <p>শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা ২০০০ ০১) বিনিময় মূল্য ০২) অভিন্ন পণ্যের বিনিময় মূল্য ৩) সমতুল্য পণ্যের বিনিময় মূল্য ০৪) অবরোধী মূল্য ০৫) হিসাবকৃত মূল্য ০৬) অন্যান্য পদ্ধতি।</p>	শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা ২০০০ এর অধীনে ০৬টি পদ্ধতি প্রয়োগ করা যৌক্তিক।	শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা ২০০০ এর অধীনে ০৬টি পদ্ধতি আছে। শুল্কায়নকালে বিনিময় মূল্যের সকল শর্ত প্রতিপালন না হলেই কেবল পরবর্তী ধাপ অভিন্ন পণ্যের বিনিময় মূল্য আরোপ হবে।	বিশ্বব্যাপি পণ্যের মূল্য বিভিন্ন কারণ বশত পরিবর্তন হয়। শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা ২০০০ এর অধীনে ০৬টি পদ্ধতি প্রয়োগ করা যৌক্তিক। বিনিময় মূল্যের সকল শর্ত প্রতিপালন না হলে পরবর্তী ধাপ অভিন্ন পণ্যের বিনিময় মূল্য আরোপ হবে। কিন্তু বিনিময় মূল্যের সকল শর্ত বিবেচনায় না নিয়ে কেবল অভিন্ন পণ্যের বিনিময় মূল্য আরোপ করে যা শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা অনুযায়ী সঠিক নয়। কিন্তু প্রকৃত বিনিময় মূল্য (বিধি ০৪) এড়িয়ে কেবল বিনিময় মূল্য (বিধি ৫) এর অধীনে শুল্কায়ন করা শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা ২০০০ এর সাথে সাংঘর্ষিক। এছাড়াও, আন্তর্জাতিক বাজরে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয় যা শুল্কায়ন কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় না নিয়ে কেবল বিধি ০৫ (অভিন্ন পণ্যের বিনিময় মূল্য) প্রয়োগ করে থাকে।
২.	<p>শুল্কায়ন সংশোধনীর জন্য সময় নির্ধারন প্রসঙ্গে।</p> <p><b>Customs Act, 1969</b> এর এর ধারা (৮৩/খ) এর উপধারা ২ অনুযায়ী কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় শুল্কায়ন সংশোধন করতে পারবে।</p>	যে কোন ক্ষেত্রে শুল্কায়ন সংশোধনের সময়সীমা অনধিক ০৫ বছর হওয়া যৌক্তিক	<b>Customs Act, 1969</b> এর এর ধারা (৮৩/খ) এর উপধারা ২ অনুযায়ী ঘোষনা বিভ্রান্তিমূলক হলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় শুল্কায়ন সংশোধন করতে পারবে।	যে কোন দলিলাদি সংরক্ষণের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য সকল প্রকার দলিলাদি সংরক্ষণ করা প্রায় অসম্ভব। এই ক্ষেত্রে সংশোধনের সময়সীমা সর্বোচ্চ ০৫ বছর করা যৌক্তিক।
৩.	<p>অঙ্গীকারনামার বিধান চালুকরণ প্রসঙ্গে।</p> <p>বর্তমানে কোন বিধান নাই।</p>	শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ৬ মাসের জন্য অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে পণ্য চালান খালাস করার বিধান থাকা অতীব জরুরী	পণ্য চালান আমদানির ক্ষেত্রে মাঠ পীয়ায়ে কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে পণ্য খালাস নেওয়ার প্রথা চালু রয়েছে।	আমাদানিকৃত পণ্য চালান শুল্কায়নকালে পণ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনেক সময় বহিঃ ল্যাভে নমুনা পরীক্ষা, এ্যাসেসমেন্ট কমিটি গঠন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের মতামতের প্রয়োজন হয়। এই সব ক্ষেত্রে শিল্প কারখানা সচল রাখা এবং পোর্ট ও শিপিং মাশুল পরিহার করার লক্ষ্যে অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে শিল্পের কাঁচামাল খালাস করা অতীব প্রয়োজন।
৪.	<b>Customs Act, 1969</b> এর	উক্ত ধারায় <b>Penalties</b> এর পরিমাণ দাবিকৃত অতিরিক্ত রাজস্বের	<b>Customs Act, 1969</b> এর <b>Section 156</b>	বর্তমানে প্রযুক্তির পরিবর্তনের জন্য প্রতিনিয়তই পণ্যের

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রস্তাবনা	সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানে বর্তমান কার্যকর অবস্থা	প্রস্তাবনার স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ
	Section 156 সংশোধন প্রসঙ্গে  Customs Act, 1969 এর Section 156 এর Sub sec (1) এর Table এর Offences কলাম এর ১৪নং ক্রমিকে বর্ণিত Offence এর বিপরীতে Penalties কলামে Section 32	সর্বনিম্ন ২০% ও সর্বোচ্চ ৫০% করা যৌক্তিক	এর Sub section (1) এর Table এর Offences কলাম এর ১৪নং ক্রমিকে বর্ণিত Offence এর বিপরীতে Penalties কলামে Section ৩২ এর আওতায় অসত্য ঘোষণার জন্য ফাঁকিকৃত রাজস্বের সর্বনিম্ন দ্বিগুণ ও সর্বোচ্চ চারগুণ পর্যন্ত দণ্ড আরোপের বিধান সন্নিবিষ্ট রয়েছে।	পরিবর্তন হচ্ছে। পণ্যের Specification পরিবর্তন হওয়ার কারণে এইচ.এস কোড পরিবর্তন হতে পারে। যে কোন কারণে এইচ.এস কোড এর পরিবর্তন হলেই দাবিকৃত রাজস্বের সর্বনিম্ন দ্বিগুণ ও সর্বোচ্চ চারগুণ পর্যন্ত দণ্ড আরোপ করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে পণ্যের আমদানি ব্যয় অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এইচ.এস কোড সন্দেহাতীত ভাবে ভুল প্রমাণিত হলে অতিরিক্ত শুল্ককরের উপর সর্বনিম্ন ২০% সর্বোচ্চ ৫০% দণ্ড আরোপ করা যেতে পারে।
৫.	শতভাগ রপ্তানিমূলী স্পেশাল বন্ডেড ওয়ারহাউজ ব্যতীত অন্যান্য বন্ডেড ওয়ারহাউজ কর্তৃক বন্ড এর আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা রপ্তানিতব্য বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদনের পূর্বে কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক ও করাদি পরিশোধ ব্যতীত উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টির জন্য জারীতব্য প্রজ্ঞাপনের প্রস্তাবনা।	নিম্নরূপ বিধান সম্বলিত একটি প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে বিধিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হলোঃ  The Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 219 (উক্ত আইনের THIRD SCHEDULE এর Item 2 এর সহিত পঠিতব্য) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হলোঃ  ১। এই বিধিমালা “কাস্টমস বন্ডেড ওয়ারহাউজ (শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পের ‘স্পেশাল বন্ডেড ওয়ারহাউজ’ ব্যতীত) কর্তৃক বন্ডিং সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা রপ্তানীতব্য বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানীতব্য পণ্য উৎপাদন বিধিমালা, ২০২৪” নামে অভিহিত হইবে।  ২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,- (ক) “আইন” অর্থ The Customs Act, 1969 (IV of 1969); (খ) “কাঁচামাল” অর্থ স্থানীয় সরবরাহ ও রপ্তানী বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর লক্ষ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী; (গ) “পণ্যের স্বত্বাধিকারী” অর্থ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী বা ব্যবস্থাপনাকারী কোন ব্যক্তি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সংঘ বা সমিতি;	বর্তমানে শতভাগ রপ্তানিমুখী স্পেশাল বন্ডেড ওয়ারহাউজ ব্যতীত অন্যান্য বন্ডেড ওয়ারহাউজ কর্তৃক বন্ডিং সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা রপ্তানীতব্য বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানীতব্য পণ্য উৎপাদনের পূর্বে ইনবন্ডকৃত কাঁচামালের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে শুল্ককরাদি পরিশোধ পূর্বক উপর্যুক্ত এক্স-বন্ডকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদন পূর্বক সরবরাহের বিপরীতে DEDO এর মাধ্যমে প্রত্যর্পণ (Drawback) গ্রহণ করতে হয়।	০১। শতভাগ রপ্তানিমুখী স্পেশাল বন্ডেড ওয়ারহাউজ ব্যতীত অন্যান্য বন্ডেড ওয়ারহাউজ কর্তৃক কাস্টমস বন্ডেড ওয়ারহাউজ পদ্ধতিতে উপকরণের চালান আমদানির ক্ষেত্রে জেনারেল বন্ড লাইসেন্সের আওতায় উপকরণ সামগ্রী আমদানি পূর্বক ইনবন্ড পদ্ধতিতে শুল্কায়ন করে পরবর্তীতে সময়ে-সময়ে Ex-bond পদ্ধতিতে উপকরণের শুল্ক করাদি পরিশোধ করা হয়। তাছাড়া, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী স্থানীয় বাজারে সরবরাহের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী Deemed Export করা হয়।  ০২। আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রতিযোগিতায় দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে ক্রমাগতভাবে তীব্রতর অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। এর মূল কারণ হলোঃ- (ক) প্রতিযোগী ভারত ও চায়না বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর কাঁচামাল উৎপাদক ও পণ্য

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রস্তাবনা	সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানে বর্তমান কার্যকর অবস্থা	প্রস্তাবনার স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ
		<p>(ঘ) “বন্ডদাতা” অর্থ আইনের Section 86 এর অধীন বন্ডদাতা;</p> <p>(ঙ) “লাইসেন্স” অর্থ আইনের Section 13 এর আওতায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত প্রাইভেট বন্ডেড ওয়ারহাউজ লাইসেন্স; এবং</p> <p>(চ) “শিল্প প্রতিষ্ঠান” অর্থ সম্পূর্ণ রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান, যাহা পণ্য প্রস্তুত ও স্থানীয় সরবরাহ এবং রপ্তানী বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর লক্ষ্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করিয়া থাকে।</p> <p>৩। (১) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় সরবরাহ এবং রপ্তানী বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর উদ্দেশ্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনার অর্থায়নে কাঁচামাল আমদানি করিতে পারিবে।</p> <p>(২) বন্ডদাতা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (আইনের অধীন স্পেশাল বন্ডেড ওয়ারহাউজ ব্যতীত বন্ডেড ওয়ারহাউজের ক্ষেত্রে) সংশ্লিষ্ট আইন ও লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাদি অনুযায়ী সকল আনুষ্ঠিকতা পালন করিতে হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, বন্ডদাতা শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডিং সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা রপ্তানীতব্য বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানীতব্য পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শুল্ককরাদি পরিশোধ পূর্বক বন্ডেড পণ্য এক্স-বন্ড করণের পরিবর্তে আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিধানাবলী পরিপালনীয় হইবেঃ</p> <p>(ক) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, 2012 এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (৬২) এর অধীন সংজ্ঞায়িত “প্রচ্ছন্ন রপ্তানি” সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃতব্য বন্ডেড কাঁচামাল ব্যবহারের স্বপক্ষ ত্রেতার ঋণপত্র (মাস্টার এক্সপোর্ট এলসি), চুক্তিনামা এবং ক্রয়াদেশ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৮ক এর বিধানে বর্ণিত আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে উক্ত বিধানে বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের সত্যায়িত কপি, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও সরবরাহ আদেশ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্রয় আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত</p>		<p>রপ্তানিকারক দেশ হওয়ায় এসব দেশের প্রতিযোগীদের পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ব্যয় রপ্তানীতে তুলনামূলকভাবে কম। তাছাড়া এসব দেশগুলো তাদের রপ্তানিকারকদেরকে নানাভাবে Incentive দিয়ে থাকে। এমনকি, এ দেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে ও তাদেরকে এদেশীয় ব্যবস্থাপণায় অধিকতর ট্যারিফ সুবিধা দেয়া হয়;</p> <p>(খ) বিপরীত দিকে Export বা Deemed Export প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দেশীয় প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল আমদানি নির্ভর হওয়ায় তুলনামূলকভাবে উচ্চমূল্যে আমদানি মূল্য ও অধিক পরিমাণে করাদি পরিশোধ করতে হয়। তাছাড়া কাঁচামালের সকল শুল্ক করাদি সহ স্থানীয় পর্যায়ের সকল ক্রয়েও ভ্যাট পরিশোধ করা, ব্যাংক চার্জ ও সুদের হার বেশী হওয়া, DEDO থেকে প্রত্যাগমন পেতে ডকুমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদমেত্রে উত্তীর্ণ হতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়া এবং পণ্য সামগ্রী রপ্তানির বিপরীতে সরকারের কোন Cash Incentive ব্যবস্থা না থাকায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময়ের জন্য তীব্র মূলধন সংকট দেখা দেয়। ফলে আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রতিযোগিতায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা ক্রমান্বয়ে ত্রাস পাচ্ছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যমান সংকট আরও তীব্রতর হবে এবং তারা আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রতিযোগিতার</p>

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রস্তাবনা	সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানে বর্তমান কার্যকর অবস্থা	প্রস্তাবনার স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ
		<p>কোন কর্মকর্তা (সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহে) এর নিকট হইতে বন্ডদাতা কর্তৃক দাখিল করিবার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উহা সংশ্লিষ্ট উৎপাদন সহগের সহিত পরীক্ষা করিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাহা নিশ্চিতকরণ পূর্বক এবং বন্ড দাতার কার্যক্রম মূল্যায়ন করিবার পর তাহার অনুকূলে ইউটাইলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) ইস্যু করিবেন।</p> <p>(খ) যেই সকল ক্ষেত্রে স্বীকৃত উৎপাদন সহগ রহিয়াছে বা অনুরূপ উৎপাদন সহগ নির্ধারণের জন্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন কমিটি, প্রতিষ্ঠান বা দপ্তর রহিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে বন্ডদাতাকে উক্ত কমিটি, প্রতিষ্ঠান বা দপ্তর হইতে প্রযোজ্য উৎপাদন সহগের প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করিয়া ইউটাইলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) এর জন্য আবেদন করিতে হইবে; এবং যেই সকল ক্ষেত্রে উক্তরূপ স্বীকৃত উৎপাদন সহগ নাই বা অনুরূপ সহগ নির্ধারণের জন্য স্বীকৃত কোন কমিটি, প্রতিষ্ঠান বা দপ্তর নাই সেই সকল ক্ষেত্রে বন্ডদাতাকে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের নিকট হইতে প্রযোজ্য বিশেষায়ণ পত্র সংগ্রহ করিয়া ইউটাইলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) এর জন্য আবেদন করিতে হইবে।</p> <p>(গ) বন্ডদাতা উপর্যুক্ত শর্তসমূহ পূরণে ব্যর্থ হইলে বা দাখিলকৃত দলিলাদিতে জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বা কোন ভুল তথ্য পরিবেশন করিতে বা কোন মিথ্যা ঘোষণার আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহার দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।</p> <p>(ঘ) পণ্যের স্বত্বাধিকারী সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে একটি বন্ড রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন এবং উহাতে স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎপাদিতব্য পণ্য ব্যবহারের জন্য শুল্ক করাদি পরিশোধ পূর্বক এক্স-বন্ডকৃত কাঁচামাল এর হিসাব একই সাথে ইউটাইলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) অনুযায়ী চলতি মাসের আমদানি,</p>		<p>সক্ষমতা হারাবে।</p> <p>০৩। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন ও রপ্তানি সুবিধাগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায়ঃ</p> <p>(ক) স্পেশাল বন্ডেড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানগুলো এবং EPZ এর প্রতিষ্ঠানগুলো শুল্ক আইনের ধারা ১৯ এবং ভ্যাট আইনের ধারা ৩(২) ও ১৪ মোতাবেক উপকরণ আমদানি ও উৎপাদিত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে শুল্ক হারের সুবিধা পেয়ে থাকে;</p> <p>(খ) এমনকি, (ক)-এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো এবং বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও এসআরও নং- ১৫৪-আইন/২০০৫/৪৪৫-মুসক, এআরও নং- ১৫৭- আইন/২০০৫/৪৪৮-মুসক এসআরও নং- ১৬৮-আইন/২০১৫/৭৬৫-মুসক মোতাবেক- প্রাকৃতিক গ্যাস, ওয়াসা, বিদ্যুৎ বিতরণ, টেলিফোন,. C&amp;F Commsion, Bank Commission and Charges, বীমা, যোগানদার- ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অব্যাহতি সুবিধা পেয়ে থাকে। কিন্তু আইনী বিধান থাকা স্বত্বেও এবং উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো শুল্কহার সুবিধা পাওয়া স্বত্বেও লাইসেন্সধারী শতভাগ রপ্তানীমুখী ব্যতিত অন্যান্যরা Export বা Deemed</p>

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রস্তাবনা	সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানে বর্তমান কার্যকর অবস্থা	প্রস্তাবনার স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ
		<p>রপ্তানি ও স্থানীয় সরবরাহের বিপরীতে উপর্যুক্তরূপে শুল্ক-করাদি পরিশোধ পূর্বক এক্স-বন্ড সংক্রামত তথ্যাবলী ও তৎপূর্ববর্তী মাসের জের লিপিবদ্ধ করিবেন।</p> <p>(ঙ) বন্ডদাতা সংশ্লিষ্ট কমিশনার, কাস্টমস,, এক্সাইজ ও মূল্য সংযোজন কর কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রতি বছর বন্ড লাইসেন্স নবায়নের পূর্বে একটি বার্ষিক বিবরণী (আমদানি-রপ্তানির বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানির ও স্থানীয় সরবরাহের বিপরীতে শুল্ক-করাদি পরিশোধ পূর্বক এক্স-বন্ডকৃত কাঁচামালের খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন এবং উহাদের মধ্যে হইতে রপ্তানি বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানি সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত ক্ষেত্রসমূহের বিপরীতে একটি পৃথক খতিয়ান) প্রস্তুত করিয়া উহা তাহার লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত করাইবেন এবং উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউজ বা স্টেশন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগে পরবর্তী বছর সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক লাইসেন্স নবায়নের তারিখের ১৫ দিন পূর্বে দাখিল করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি তাহার নিজ কার্যালয়েও সংরক্ষণ করিবেন।</p> <p>(চ) বন্ডদাতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্লজ (ঙ) এ উল্লিখিত বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দর্শাইয়া তাহার অনুকূলে ইউটাইলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) ইস্যু করা এবং কাঁচামালের চালান ছাড় দেওয়া বন্ধ রাখিতে পারিবেন।</p> <p>৪। বন্ডদাতা আইনের Chapter XI এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।</p> <p>৫। এই বিধিমালা কার্যকর করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূল্য সংযোজন কর প্রয়োজন অনুযায়ী ইউপি এর ফরম ও অন্যান্য পরিপালনীয় বিষয়াদি নির্ধারণ পূর্বক স্থায়ী আদেশ অথবা</p>		<p><b>Export</b> —এর ক্ষেত্রে উক্ত সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত এবং তাদের সকল ক্রয় ও আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ককরাদি পরিশোধ করতে হয়। প্রত্যার্ণ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ বিলম্বতায় প্রত্যার্ণ চেক পাওয়ার পূর্বে তাদের- তীর মূলধন সংকট দেখা দেয়।</p> <p>০৪। আরও উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তর্জাতিক দরপত্রে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারালে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকবে। দেশ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা হারাতে এবং বিদেশী রপ্তানিকারকরা এদেশে বাধাহীন রপ্তানিতে উৎসাহিত হবে, তাদের <b>Monopoly</b> বাণিজ্য কায়ম হবে এবং পণ্যমূল্য বাড়িয়ে দিবে, যা দেশের রাজস্ব নীতি এবং অর্থনীতির জন্য কাম্য নয়।</p> <p>উপরিলিখিত পরিস্থিতিতে ৩নং কলামে উপস্থাপিত প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</p>

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রস্তাবনা	সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানে বর্তমান কার্যকর অবস্থা	প্রস্তাবনার স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ
		<p>অফিস আদেশ জারী করিতে পারিবেন।</p> <p>৬। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার অধীন বন্ডেড ওয়ারহাউজ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিলে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন সাপেক্ষ জরুরী ভিত্তিতে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উহা জারী করিতে পারিবেন।</p> <p>৭। সাধারণভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্ডেড ওয়ারহাউজ লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট সরকারের বকেয়া শুল্ক বা অন্য কোন কর পাওনা থাকে বা আইনের কোন বিধান ভংগের অভিযোগ থাকে তাহাদের বিরুদ্ধে আইনের অধীন লাইসেন্স বাতিল সহ অন্যান্য শাসিষ্টমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।</p>		
৬.	“বন্ডেড ওয়ারহাউজ লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮” অধীন মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাধীনের প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তাবনা।	<p>“বন্ডেড ওয়ারহাউজ লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮” এর বিধি ২ এর দফা (ঙ) এর অধীন প্রদত্ত “প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান” এর সংজ্ঞার শেষে নিম্নরূপ শব্দগুলি সন্নিবেশিকরণের প্রস্তাব করা হলোঃ</p> <p>“এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (৬২) এর অধীন সংজ্ঞায়িত “প্রচ্ছন্ন রপ্তানি” সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।”</p>	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর অধীন উপ-ধারা (৬২) এ সংজ্ঞায়িত “প্রচ্ছন্ন রপ্তানী” সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদক প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হওয়া সত্ত্বেও তাকে “বন্ডেড ওয়ারহাউজ লাইসেন্সিং বিধিমালা ২০০৮” এর বর্তমান বিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর অধীন উপ-ধারা (৬২) এ সংজ্ঞায়িত “প্রচ্ছন্ন রপ্তানী” সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদক প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হওয়া সত্ত্বেও তাকে “বন্ডেড ওয়ারহাউজ লাইসেন্সিং বিধিমালা ২০০৮” এর বর্তমান বিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; তাই সঙ্গত কারণে ৩নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
৭.	আমদানি পণ্যচালানের বিপরীতে রপ্তানীকারক কর্তৃক ক্রটিযুক্ত পণ্যের <b>Free Replacement</b> হিসেবে সরবরাহকৃত <b>Warranty</b> পণ্যের উপর শুল্ককরাদি অব্যহতির আদেশ প্রদানের প্রস্তাবনা।	<p>“The Customs Act, 1969” এর Section 19 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে Proforma Invoice বা Indent এ উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে কোন আমদানিকারক কর্তৃক একই রপ্তানীকারকের নিকট হতে আমদানিকৃত সর্বশেষ চালান অথবা বর্তমান চালানটির পণ্যের সর্বোচ্চ 1% পর্যন্ত Warranty Goods for replacement of unusable or broken or otherwise defective goods সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক বিনামূল্যে সরবরাহ করলে এ ধরনের ক্ষেত্রে শুল্ককরাদি অব্যহতির জন্য একটি এসআরও জারীর প্রস্তাবনা পেশ করা হল।</p> <p>উল্লেখ্য এ ধরনের ক্ষেত্রে এসআরওতে পণ্যের ধরণ বা প্রকৃতি বিবেচনায় ব্যবসায়িক রীতিনীতি অনুযায়ী পণ্যটি Free replacement এর</p>	বর্তমানে The Customs Act, 1969 এর বিধানের আওতায় আমদানি পণ্য চালানে ক্রটিযুক্ত পণ্যের পরিবর্তে রপ্তানিকারক কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহকৃত পণ্যের উপর শুল্ককরাদি অব্যহতি প্রদান সম্বলিত কোন বিধান প্রদান করা নেই।	ব্যবসায়িক রীতি অনুযায়ী আমদানি পণ্য চালানে ক্রটিযুক্ত পণ্যের বিপরীতে রপ্তানিকারক কর্তৃক অনেক সময় Free Replacement এর জন্য Warranty Goods সরবরাহ করা হয়; এ ধরনের ক্ষেত্রে মূল পণ্যটির বিপরীতে প্রথমেই শুল্ককরাদি এক বার পরিশোধ করা সত্ত্বেও এ ধরনের Free replacement এর জন্য Warranty Goods এর উপর অযৌক্তিকভাবে দ্বিতীয়বার শুল্ককরাদি আদায় করা হয়। এ বিবেচনায় ৩ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।



ক্রমিক নং	বিষয়	প্রস্তাবনা	সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানে বর্তমান কার্যকর অবস্থা	প্রস্তাবনার স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ
		জন্য Warranty হিসেবে বিবেচনাযোগ্য কিনা এবং যে পণ্যের পরিবর্তে Free replacement প্রদত্ত তার উপর সঠিকভাবে শুল্ককরাদি আদায় বিষয়টি নিশ্চিত করতে এবং শুল্কায়নাধীন বর্তমান পণ্য চালানোর ক্রটিযুক্ত মর্মে দাবীকৃত পণ্যের Free replacement হিসেবে Warranty এর ক্ষেত্রে এরূপ দাবীর যথার্থতার স্বপক্ষে পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনার অফ কাস্টমস এর নিম্নে নহেন এরূপ কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে মর্মে বা এধরনের অন্যান্য শর্ত, যা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য, আরোপ করা যেতে পারে।		
৮.	“সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প (পোষাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ আদেশ, ২০০৮” এর বিধানে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণের ক্ষেত্রে বার্ষিক কার্যদিবসের সংখ্যা ৩০০ এর স্থলে ৩৫০ দিন নির্ধারণ প্রসঙ্গে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নম্বর ১৪/২০০৮ তারিখ ২৯/০৬/২০০৮ খ্রিঃ অনুযায়ী জারীকৃত “সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প (পোষাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ আদেশ, ২০০৮” এর অনুচ্ছেদ ০২ এর অধীন “বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণ” শিরণামের বিধানে দুই স্থানে বর্ণিত “৩০০ (তিন শত) কার্যদিবস” ও “মোট কার্যদিবস (৩০০)” শব্দ, সংখ্যা ও ব্রাকেটগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে “৩৫০ (তিন শত পঞ্চাশ) কার্যদিবস” ও “মোট কার্যদিবস (৩৫০)” শব্দ, সংখ্যা ও ব্রাকেটগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হল।	সংশ্লিষ্ট সাধারণ আদেশ অনুযায়ী বর্তমানে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণের জন্য ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩০০ দিন কার্যদিবস হিসেবে গণ্য করার বিধান আছে।	সরাসির ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প (পোষাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা অনুমোদনের ক্ষেত্রে কারখানায় স্থাপিত মেশিনারিজের উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণের নিমিত্তে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩০০ কার্যদিবস বিবেচনায় নেয়ার বিধান দেয়া আছে। অথচঃ এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক জেনারেটর থাকায় কেবলমাত্র ঈদ, পূজা ও এই ধরনের ছুটির কারণে সর্বোচ্চ ১৫ দিন ব্যতীত বাকি ৩৫০ কার্যদিবস গণ্য করা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য। তাই ৩ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
৯.	বিদ্যমান বন্ড সুবিধার Continuation extension প্রসঙ্গে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারীকৃত সাধারণ আদেশ নং. ১২/২০০৮/শুল্ক/৪৩৯(১-১৫) তারিখ ১০/০৬/২০০৮ এর অনুচ্ছেদ ০২ অধীন উপ অনুচ্ছেদ (২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলো: <b>অনুচ্ছেদ ২ অধীন উপ-অনুচ্ছেদ (২):</b> একই Bond license এর আওতায় সর্বোচ্চ দুটি স্থানে অবস্থিত চলমান ২টি ফ্যাক্টরির জন্য বা এক স্থানে ফ্যাক্টরী এবং অন্য স্থানে কাটাঁমাল বা উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃতব্য গুদামের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে;	সাধারণ আদেশ নং- ১২/২০০৮/শুল্ক/৪৩৯ (১-১৫) তাং- ১০/০৬/২০০৮ বিষয়: বিদ্যমান Bond সুবিধার Continuation বা extension প্রসঙ্গে। শতভাগ রপ্তানিমুখী বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হতে একই মালিকানাধীন/ একই প্রতিষ্ঠানের আওতায় একাধিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্তরের উৎপাদন ইউনিটের কার্যক্রমকে মূল	দেশের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি বাণিজ্যের স্বার্থে ৩ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রস্তাবনা	সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানে বর্তমান কার্যকর অবস্থা	প্রস্তাবনার স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ
			<p>বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করার অর্থাৎ বিদ্যমান <b>Bond</b> সুবিধার <b>Continuation</b> বা <b>extension</b> হিসেবে বিবেচনার আবেদন জানানো হয়ে আসছে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএসহ অন্যান্য সংগঠনের আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আলোচ্য বিষয়টি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।</p> <p>০২। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার স্বার্থে রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের স্বার্থে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্ণিত শর্তে <b>Continuous Bond</b> সুবিধা প্রদানের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মতি জ্ঞাপন করেছে, যথা:</p> <p>(১) একই মালিকানাধীন বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে;</p> <p>(২) একই <b>Bond license</b> এর আওতায় সর্বোচ্চ দুটি স্থানে অবস্থিত চলমান ২টি ফ্যাক্টরির জন্য এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে;</p> <p>(৩) নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে যে ধরনের সতর্কতা বা যাচাইমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক কমিশনার (বন্ড) সন্তুষ্ট হলে তিনি এ ধরনের <b>Continuous Bond</b> এর অনুমতি প্রদান করতে পারবেন;</p> <p>(৪) নীট, ওভেন, ডাইং ও প্রিন্টিং, টাওয়েল, লিলেন, হোম টেক্সটাইল, লেদার ও ফুটওয়্যার, ট্যানারি খাতের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে।</p> <p>(৫) এ সুবিধা একই বন্ড কমিশনারেটের আওতায় যে সকল এলাকায় <b>BGMEA, BKMEA, B TTLMEA, BTMA, LFMEAB, BTA</b> ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু হয়েছে, সে সকল এলাকায়</p>	



ক্রমিক নং	বিষয়	প্রস্তাবনা	সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানে বর্তমান কার্যকর অবস্থা	প্রস্তাবনার স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ
			দুরত্ব নির্বিশেষে মূল প্রতিষ্ঠানের সাথে Continuatious bond সুবিধা প্রদান করা যাবে। (৬) Continuation/Extension Bond সুবিধা প্রাপ্ত ফ্যাক্টরিতে মূল বন্ড লাইসেন্সের আওতাধীন হলেও সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান/ফ্যাক্টরিতে যেভাবে পৃথক হিসাব খাতা/রেজিস্টার, দলিলাদি সংরক্ষণ, আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন ও পদ্ধতি অনুসারণ করতে হয় Continuous Bond এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও তা একইভাবে আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতিপালনীয় হবে।	
১০.	ডি মিনিমিস ভ্যালু বৃদ্ধি করার প্রস্তাব এস, আর, ও, নং ২৯৭- আইন/২০১৯/৪৬/কাস্টমস  কাস্টমস (ডি মিনিমিস) বিধিমালা, ২০১৯  বিধি ৪ - প্রযোজ্যতা ও অপ্রযোজ্যতা	ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্ডারকৃত নিম্ন-মূল্যের এবং উদ্ভাবনী পণ্য যা মূলত ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয় ও যার স্বাভাবিক মূল্য ৫ (পাঁচ) হাজার টাকার অধিক নয় এবং শুল্ক-কর ৫ (পাঁচ) হাজার টাকার অধিক নয়, এরকম পণ্যের ক্ষেত্রে ডি মিনিমিস সুবিধা প্রদান করা হোক।  কাস্টমস (ডি-মিনিমিস) বিধিমালা, ২০১৯ সংশোধন করে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নিম্ন-মূল্যের ও উদ্ভাবনী পণ্য শুল্কমুক্ত আমদানির সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে যেমনঃ (ক) ক্রস বর্ডারের মাধ্যমে দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি স্বদেশি পণ্য বিদেশে বিক্রির সুবিধার্থে, বৈদেশিক বিক্রেতাদেরও বাংলাদেশের বাজারে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিতে হবে, এতে করে একটি পারস্পরিক লাভজনক বাণিজ্যিক পরিবেশ স্থাপন হবে। (খ) গ্রে মার্কেটের প্রভাব দমন হবে, গুণগত মান সুনিশ্চিত হবে, এবং গ্রিন-চ্যানেল আমদানিকারকের অসাধু/উচ্চ দামে পণ্য বিক্রয়ের হার হ্রাস পাবে। যার ফলে ক্রেতা সাধারণ কাস্টমস (ডি-মিনিমিস) বিধিমালা, ২০১৯ সংশোধন করে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নিম্ন-মূল্যের ও উদ্ভাবনী পণ্য	(ক) যে সকল পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য ২(দুই) হাজার টাকার অধিক নহে এবং শুল্ক-কর ২(দুই) হাজার টাকার অধিক নহে এইরূপ পণ্যচালান ডি মিনিমিস এর মাধ্যমে কাস্টমস ডিউটি, রেগুলেটরি ডিউটি এবং অন্যান্য কর বা চার্জ পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করা যাইবে;  (খ) আমদানি নীতি আদেশে বর্ণিত অনধিক ২(দুই) হাজার টাকা মূল্যমান এবং ২ (দুই) হাজার টাকা শুল্ক-কর সীমা পর্যন্ত আমদানিকৃত পণ্যের বাণিজ্যিক নমুনার ক্ষেত্রে ডি মিনিমিস সুবিধা প্রদান করা যাইবে।	ডি মিনিমিস ভ্যালু বৃদ্ধি করা হলে কমপ্লায়েন্ট চ্যানেলের মাধ্যমে ব্যবসা বাড়বে যা কর সংগ্রহে উল্টো ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।  ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স (ICC) পণ্যের মূল্যের উপর প্রযোজ্য ন্যূনতম ডি-মিনিমিস মূল্য ২০০ মার্কিন ডলার সুপারিশ করেছে। উল্লিখিত সুপারিশের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সহজতর করার জন্য আমাদের প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রস্তাবনা	সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানে বর্তমান কার্যকর অবস্থা	প্রস্তাবনার স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ
		শুল্কমুক্ত আমদানির সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে যেমনঃ (ক) ক্রস বর্ডারের মাধ্যমে দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি স্বদেশি পণ্য বিদেশে বিক্রির সুবিধার্থে, বৈদেশিক বিক্রেতাদেরও বাংলাদেশের বাজারে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিতে হবে, এতে করে একটি পারস্পরিক লাভজনক বাণিজ্যিক পরিবেশ স্থাপন হবে। (খ) গ্রে মার্কেটের প্রভাব দমন হবে, গুণগত মান সুনিশ্চিত হবে, এবং গ্রিন-চ্যানেল আমদানিকারকের অসাধু /উচ্চ দামে পণ্য বিক্রয়ের হার হ্রাস পাবে। যার ফলে ক্রেতা সাধারণ প্রতারণা এবং হয়রানিমূলক ব্যবসায়ী চক্র থেকে নিস্তার পাবে।		
১১.	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম আরো গতিশীল করা।  কাস্টমস এক্ট ১৯৬৯ এর ধারাঃ ১৯২	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ধারার গতিশীলতা আনয়ন।	পণ্য শুল্কায়নের সময় আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মধ্যে আহত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম।	কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সাথে আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের পণ্য শুল্কায়নের সময় জটিলতা নিরসনে কাস্টমস আইনে বর্ণিত ধারা (১৯২) বর্তমানে তেমন প্রচলিত নয়। তদুপরি আবেদনকারীর আবেদনের তারিখ হইতে জটিলতা নিষ্পত্তির জন্য বর্ণিত সময়সীমা ৩০ কার্যদিবস থাকার কারণে সৃষ্ট জটিলতা সহসা নিষ্পত্তির নজির খুব কম। যার ফলে আবেদনকারীর আমদানি বা রপ্তানির পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির মূল্য থেকে বিলম্বশুল্ক বেশী হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ফলে আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক বিলম্বিত সিদ্ধান্তের কারনে উক্ত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণেঃ কর্তৃপক্ষের দারস্থ হতে অনিহা প্রকাশ করে।
১২.	শুল্ক সমন্বয় সংক্রান্ত ফেরতযোগ্য অর্থ আমদানীকারককে সুদসমেত ফেরত প্রদান।  কাস্টমস এক্ট ১৯৬৯ এর ধারাঃ ৩৩	শুল্ক সমন্বয় সংক্রান্ত ফেরতযোগ্য অর্থ প্রচলিত ব্যাংক রেটে সুদ সহকারে আমদানিকারককে ফেরত প্রদান।	শুল্ক সমন্বয় সংক্রান্ত ফেরতযোগ্য অর্থ আমদানীকারককে সুদ ব্যতিরেকে ফেরত প্রদান	যেহেতু আমদানিকারক সুদ প্রদান করে ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে তাই আমদানিকারকের প্রাপ্য শুল্ক সমন্বয় সংক্রান্ত ফেরতযোগ্য অর্থ সুদসমেত প্রদান করা উচিত।



**Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka**